ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৯ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 25 July, 2023 ■ আগরতলা ২৫ জুলাই ২০২৩ ইং ■ ৮ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মণিপুর ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির দাবীতে সোমবার সংসদ ভবনের বাইরে ধর্না প্রদর্শন করেন বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' সমর্থকরা।

রাজ্য ছাড়ার ফতোয়া

নিরাপত্তার খোঁজে মিজোরাম ছেড়ে কাছাড়ে কাতারে কাতারে মেইতেইরা

শিলচর, ২৪ জুলাই (হি.স.)।। প্রাক্তন জঙ্গিদের সংগঠন 'পিস অ্যাকর্ড এমএনএফ রিটার্নিস অ্যাসোসিয়েশন' (পিএএমআরএ বা পামরা)-এর এক বিবৃতির জেরে কাতারে কাতারে মিজোরাম ছাড়ছেন মণিপুরি মেইতেইরা।মিজোরামের গৃহ দফতরের নিরাপত্তাজনিত আশ্বাস এবং খোদ 'পামরা' সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিবৃতির স্পষ্টীকরণ দেওয়ার পরও চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে গতকাল রবিবার লেংপুই বিমানবন্দর থেকে এবং পায়ে হেঁটে ৮২ জন মেইতেই সম্প্রদায়ের মানুষ সীমান্তবর্তী কাছাড় জেলায় এসে আশ্রয় নিয়েছেন।

কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে জেলার লক্ষ্মীপুর থানা এলাকার বিন্নাকান্দি সাউথ বরাক কমিউনিটি হল-এ আশ্রয় নিয়েছেন ছোটবড়-মহিলা সহ প্রায় ৭৯ জন মণিপুরি মেইতেই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। এর আগে শনিবার রাতে ১৯ জন এবং গতকাল আরও ৪১ জন এই কমিউনিটি হল-এ এসে আশ্রয় নিয়েছেন, জানান পুলিশ সুপার।

তিনি জানান, গতকাল রবিবার আরও ২২ জন এসেছেন মিজোরাম থেকে সড়ক পথে। পুলিশ সুপার মাহাতো আরও জানান, মিজোরামে কমপক্ষে তিন থেকে চার হাজার মেইতেই সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন। আজ আরও আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে ধারণা করছেন পুলিশ সুপার।

নোমাল মাহাতো বলেন, মিজোরামে মেইতেইরা সুরক্ষিত নন, তাই তাদের রাজ্য (মিজোরাম) ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছিল 'পিস অ্যাকর্ড এমএনএফ রিটার্নিস অ্যাসোসিয়েশন' নামের এক প্রাক্তন জঙ্গি সংগঠন। ওই নির্দেশ সংবলিত বিবৃতি জারির পর ওই রাজ্যে বসবাসরত মেইতেইরা আতঙ্কিত। মাহাতো জানান, গতকাল বিকাল পর্যন্ত মোট ৮২ জন মেইতেই লক্ষ্মীপুর সাউথ বরাক কমিউনিটি হল-এ এসে আশ্রয় নিয়েছেন।পুলিশ সুপার জানান, সদর অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে সঙ্গে নিয়ে গতকাল তিনি সাউথ বরাক কমিউনিটি হল-এ গিয়ে আশ্রিত মেইতেইদের থাকা-খাওয়া ইত্যাদি নানা বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, মণিপুরে নগ্ন-ভিডিওকাণ্ডের পর গত ২১ জুলাই নিরাপত্তার খাতিরে মেইতেইদের মিজোরাম ছেড়ে চলে যেতে ফতোয়া জারি করেছিল 'পিস অ্যাকর্ড এমএনএফ রিটার্নিস অ্যাসোসিয়েশন'। ওই ফতোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ২২ জুলাই আইজলে বসবাসকারী মেইতেইদের এয়ারলিফ করে প্রতিবেশী অসমের কাছাড় জেলা এবং ইমফলে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মণিপুর সরকার।এছাড়া ফতোয়াকে কেন্দ্র করে উভয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যথাক্রমে বীরেন সিং এবং জোরামথাঙ্গার মধ্যে মিজোরামে বসবাসরত মেইতেইদের নিরাপত্তা সম্পর্কে বেশ কয়েকবার ফোনে বার্তালাপ হয়েছে। ইত্যবসরে মিজোরামের গৃহ দফতরও রাজ্যের আইজল শহরে মেইতেইদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে।

ইতিমধ্যে মিজোরামের গৃহবিভাগের সঙ্গে কয়েকবার বৈঠকে বসেন অল মিজোরাম মণিপুরি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা। সব বৈঠকেই মিজোরামে তাঁদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন গৃহবিভাগের কমিশনার পু এইচ লালেংমাওইয়া (আইএএস)। সর্বশেষ বৈঠকে হোম কমিশনার অল মিজোরাম মণিপুরি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের নিরাপত্তার বিষয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি সম্মতিক্রমে প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী হলেন সর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তী। সোমবার অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক কে সি বেনু গোপালের স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে একথা জানানো হয়েছে। ত্রিপুরা ছাড়াও অন্ধ্রপ্রদেশ ,বিহার জম্মু-কাশ্মীর, রাজস্থান এর সভানেত্রী নামও ঘোষণার উল্লেখ রয়েছে বিবৃতিতে।

রামনগরে তিনটি বাড়িতে হামলা দুষ্কৃতিকারীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। রাতের আঁধারে দুষ্কৃতিকারীদের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি বাড়ি। ভাঙ্গা হয় বাড়ির ঘরের দরজা নিয়ে যাওয়া হয় ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকার কাঠ। ঘটনা আগরতলার রামনগর গাঙ্গাইল রোড এর নিবেদিতা ক্লাব সংলগ্ন এলাকায়। এই বিষয়ে রামনগর ফাঁড়িতে অভিযোগ করেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মণিপুর ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির দাবীতে সংসদের বাইরে ধর্না দিল 'ইন্ডিয়া'

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি.স.)।। মণিপুর ইস্যুতে সংসদে আলোচনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে সরকার, ফের বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। সোমবার লোকসভায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, 'সংসদে আলোচনার জন্য আমরা প্রস্তুত।' কিন্তু, বিরোধীরা চাইছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতি। অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে এদিন সকালে মণিপুর ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতি চেয়ে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিরোধী সাংসদরা। সংসদের উভয়কক্ষে মণিপুর ইস্যুতে বিবৃতি দিতে হবে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে, এই দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিরোধীরা। বিরোধীরা স্লোগান দিতে থাকেন, 'সংসদের উভয়কক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি চাইছে ইন্ডিয়া (বিরোধীদের জোটের নাম)।'

কংগ্রেস সভাপতি ও রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে এদিন সংসদের বাইরে বলেন, 'আমরা আলোচনার জন্য প্রস্তুত...১৪০ কোটি জনগণের নেতা যদি সংসদের বাইরে বক্তব্য রাখতে পারেন, তাহলে তাঁর উচিত সংসদে যেখানে জনপ্রতিনিধিরা বসেন সেখানেও বক্তব্য রাখা।' অধিবেশন শুরু হওয়ার পর সংসদের অভ্যন্তরের একই দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধী সাংসদরা। অধিবেশন চলাকালীন লোকসভায় এদিন "ইন্ডিয়া ফর মণিপুর" এবং "মণিপুরের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি চাইছে ইন্ডিয়া" প্ল্যাকার্ড-সহ বিরোধী সাংসদরা স্লোগান দিতে থাকেন। তুমুল হইহট্টগোলের কারণে দুপুর বারোটা পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

একইরকম অবস্থা থাকে রাজ্যসভাতেও। অধিবেশন শুরু হওয়ার পর, রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় যখন সাংসদদের সম্বোধন করছিলেন, তখন বিরোধী সাংসদরা নিজেদের উদ্বেগ প্রকাশ করার জন্য আসন থেকে উঠে দাঁড়ান, তখন চেয়ারম্যান বলেন, 'মিস্টার ডেরেক ও"ব্রায়েন, দয়া করে আসনে বসুন, আপনি আসনকে চ্যালেঞ্জ করছেন।' এরপরই দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায় রাজ্যসভার অধিবেশন।

মণিপুর নিয়ে আলোচনার জন্য সরকার প্রস্তুত রয়েছে, সোমবার লোকসভায় জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একইসঙ্গে বিরোধীদের কাছে তাঁর আহ্বান, বিরোধীদের কাছে অনুরোধ করছি, আলোচনা তো হতে দিন। যদিও, বিরোধীদের একটাই দাবি, মণিপুর ইস্যুতে লোকসভা ও রাজ্যসভায় বিবৃতি দিতে হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। সোমবার লোকসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকে দফায় দফায় মুলতুবি হয়ে যায়। দুপুর পর্যন্ত চলতে থাকে স্লোগান, হইহট্টগোল। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাধারণ সম্পাদক পদে অব্যাহতি চাইলেন বিধায়ক কিশোর বর্মণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন বিধায়ক কিশোর বর্মন। আজ তিনি এক চিঠিতে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যকে এ কথা জানান।

তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেন এক ব্যক্তি এক পদ ভারতীয় জনতা পার্টি আদর্শ এবং পরম্পরা অনুসারে দুই দায়িত্ব থাকা সমীচীন নয়। দলের একজন অনুগত সৈনিক হিসেবে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন তিনি। চিঠিতে তিনি এ উল্লেখ করেন ৮ জুলাই ২০২১ সালে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ত্রিপুরা। সোমবার দুপুর ৩টা ৩৪ মিনিট ৩৪ সেকেন্ডে ভূমিকম্পে রিখটার স্কেলে তীব্রতা ৩.৮ রেকর্ড করা হয়েছে। এদিনের ভূমিকম্পে কোথাও কোন ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই।

ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩১ কিমি গভীরে ছিল ওই ভূমিকম্পের উতত্তিস্থল। ত্রিপুরার খোয়াই জেলায় সবচেয়ে বেশি কম্পন অনুভূত হয়েছে। আজকের ভূমিকম্পে রিখটার স্কেলে তীব্রতা বেশি ছিল না। তাই, ভূকম্পনে কোথাও কোন ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

সুস্থ দেহ গড়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে শরীরচর্চা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। শরীর সুস্থ থাকলে মনও সুস্থ থাকে। নিয়মিত শরীরচর্চাতেই সুস্থ মন ও মানসিকতা গড়ে উঠে। অন্যকে সুস্থ রাখতে হলে নিজেকেও সুস্থ রাখতে হবে। আজ আগরতলা পুর নিগমের ১৬ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত রামনগর এক নম্বর রাস্তায় ওপেন জিমের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন।

তিনি বলেন, সুস্থ দেহ গড়ার অন্যমত শর্ত হচ্ছে শরীরচর্চা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশিত পথে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার একটি সুস্থ, স্বচ্ছ এবং সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার জন্য নিরন্তর কর্ময' চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, খেলাধুলার মাধ্যমে শরীরের যেমন উন্নতি হয় তেমনি মানসিকতারও বিকাশ ঘটে। জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে শরীরচর্চা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নিয়মিত শরীরচর্চার মাধ্যমে উদ্ভাবনী চিন্তার জন্ম নেয়। এই উদ্ভাবনী চিন্তার মাধ্যমেই সমাজে প্রকৃত পরিবর্তন সম্ভব।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার এবং আগরতলা পুরনিগম মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলিকে সামনে রেখে কাজ করে চলছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে মিড-ডে-মিলে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। এবার মিড ডে মিলে খাবারের দুর্নীতির অভিযোগ উঠল বিশালগড় ইংলিশ মিডিয়াম এইচ এস স্কুলের বিরুদ্ধে সোমবার সকাল ১১ঃ৩০ মিনিটে। বিশালগড় ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের যে মিড ডে মিলের চাল রান্না করা হয় তা গুণগতমান একবারে নিম্নমানের যা খাওয়ার পর বিভিন্ন ভাবে ছাত্রছাত্রীদের শরীর খারাপ হচ্ছে।

স্কুলের শিক্ষিকা জানিয়েছেন এই বিষয়ে আইএস কে জানানো হয়েছে কিন্তু উনারা এই বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। জানিয়ে এক প্রকার তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয় অভিভাবক ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে। মিডে মিলে রান্না করা চালের গুণগতমান একেবারেই ভালো নয় বলে স্বীকার করে নেন স্কুলের শিক্ষিকা।ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে পরিদর্শনে আছেন মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস, পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জনপুর কায়েস্ত সহ অন্যান্যরা, পরে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন মহকুমা শাসক সহ অন্যান্যরা।

সোমবার দুপুরে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ভিন্ন সমস্যা নিয়ে স্কুলের মূল ফটক ঘেড়াও করে রাখেন অভিভাবকরা, তাদের দাবি এই স্কুলের পরিকাঠামো ঠিক করতে হবে, পরে উচ্চপদস্থ আধিকারিক দের আশ্বাসে ঘেড়াও মুক্ত করেন।বিশালগড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে বিভিন্ন অভিযোগে প্রশ্ন উঠেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দিকেএখন দেখার বিষয় খবর প্রকাশিত হবার পর রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেই দিকে তাকিয়ে রয়েছে স্কুল পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীরা। প্রসঙ্গত, রাজ্যের আরও অনেক স্কুলে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ।

ডাক বিভাগের মাধ্যমে পাচারকালে এমবিবি বিমানবন্দরে উদ্ধার গাঁজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। পোস্ট অফিসের মাধ্যমে গাঁজা পাচারের সময় এমবিবি বিমানবন্দরের কার্গো কর্মীদের হাতে উদ্ধার ৪১ কেজি শুকনো গাঁজা। সাথে সাথে কার্গো কর্মীরা এয়ারপোর্ট থানায় খবর পাঠিয়েছে। পুলিশ ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ দুপুর ১টা নাগাদ এয়ারপোর্ট থানায় খবর আসে এমবিবি বিমানবন্দরে কার্গো কর্মীরা গাঁজা উদ্ধার করেছেন। পোস্ট অফিসের দুটি ব্যাগ চেকিং করার সময় তাঁদের সন্দেহ হয়। সাথে সাথে তাঁরা পোস্ট অফিস ও এয়ারপোর্ট থানায় খবর পাঠিয়েছেন। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ বিমানবন্দরে গিয়ে তল্লাশি চালিয়ে দুটি ব্যাগ থেকে মোট ৪১ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, এ---বিষয়ে পোস্ট অফিসে খবর পাঠানো হলেও কেউ এসে যোগাযোগ করেনি। এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি ওই গাঁজা কোথা থেকে বিমানবন্দরে এসেছে এবং কোথায় পাচার করা হবে। পুলিশ সুনির্দিষ্ট মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

বাড়ছে গরম, ঘরে ঘরে সর্দি-জ্বর কাশি, ভীড় হাসপাতালগুলিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।।প্রচন্ড ,রোদ তার সঙ্গে ভ্যাপসা গরম। প্রচন্ড অস্বস্তি মধ্যেই দিন শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতে কিছুক্ষণ পরিশ্রম করলেই শরীরের মধ্যে ক্লান্তি বোধ চলে আসে। এই পরিস্থিতি একে কিছুটা স্বস্তি পেতে মানুষ ঠান্ডা পানীয় দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবহার বেশি করেন। অনেকেই আবার শরীরকে শীতল রাখতে ঠান্ডা ঘরে থাকার চেষ্টা করেন। তাতেই বিপত্তি। জ্বর সর্দি কাশি গলা ব্যথা। কান পাতলি ঘরে ঘরে এই উপসর্গের কথা শোনা যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় ভাইরাল ফিভার। সংখ্যাটা দিন দিন বাড়ছে।চিকিৎসকরা বলছেন শুষ্ক আবহাওয়ার সঙ্গে এই সকল শীতল দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার শরীরের তাপমাত্রার মধ্যে একটা অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি হচ্ছে।

তাতেই জ্বর সর্দি কাশি এই ধরনের ফিভার সবচেয়ে বেশি হয়। বিশেষ করে এই সময়। তাতে করোনার সম্ভাবনা ও থাকতে পারে। পরীক্ষা করলে হয়তো করোণা সংক্রমিত রোগী ধরা পড়াবে। প্রতিদিনই সরকারি বুলেটিনে এই ধরনের আক্রান্ত রোগী তথ্য দেওয়া হচ্ছে। তবে ভাইরাল ফিভারের সঙ্গেও পেটের অসুখ নিযেও বহু রোগী হাসপাতালে আসছেন চিকিৎসার জন্য। চিকিৎসকরা বলছেন এই সময়ে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের কারণে পেট ব্যথা পাতলা পায়খানা বমি গুটি বসন্ত এই ধরনের রোগ বেশি হয়। এছাড়া সবচেয়ে বেশি হয় সান স্ট্রোক। বিশেষ করে বয়স্করা এই সময়ে সবচেয়ে বেশি সতর্ক থাকতে হয় এই রোগের জন্য। এখন হাসপাতালে গেলে ভাইরাল ফিভার স্ট্রোক এই ধরনের রোগী সংখ্যায় বেশি দেখা যায়। বহির বিভাগের মেডিসিন ওয়ার্ডে রোগীর দীর্ঘ লাইন। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল ১০০ জন রোগীর মধ্যে প্রায় ৬০ জনই ভাইরাল ফিভারে আক্রান্ত।

জিবি হাসপাতালের পাশাপাশি আইজিএম হাসপাতালে শিশুদের বিভাগে প্রচুর পরিমাণে ভাইরাল ফিভারে আক্রান্ত রোগী চিকিৎসার জন্য পাতালে আসছে। এই বিষয়ে জিবি হাসপাতালের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডক্টর কল্যাণ দেবনাথ বলেন। জুন জুলাই আগস্ট এই তিন মাস সবচেয়ে বেশি জ্বরের রোগী পেটের অসুখ এবং সানস্ট্রোকের রোগীর সংখ্যা বেশি হয। তার জন্য সাবধানতাই সবচেয়ে জরুরী। অতিরিক্ত গরম থেকে শরীরে যে ঘাম হয় তাতে জলের পরিমাণ এবং লবণের পরিমাণ কমে যায়। চিকিৎসকরা বলছেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে বোলেরো গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। বোলেরো গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছেন দুই বাইক আরোহী। বিশালগড় জাঙ্গালিয়া সংলগ্ন এলাকার স্থানীয় মানুষ ঘটনাটি দেখতে পেয়ে দমকল বাহিনীকে খবর দেন। দমকল কর্মীরা আহত দুই বাইক আরোহীকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহত একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে হাঁপানিয়া মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন।

জনৈক দমকলকর্মী জানিয়েছেন, আজ সকালে বিশালগড় জাঙ্গালিয়া এলাকায় বোলেরো গাড়ি একটি বাইকে সজোরে ধাক্কা দিয়েছে।তাতে বাইকের চালক ও আরোহী দুই যুবক রাস্তায় ছিটকে পড়েন। ফলে তাঁরা গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয় মানুষ বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাই বিশালগড় দমকল বাহিনীকে খবর দেন। দমকল কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক আহত একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাঁকে হাঁপানিয়া মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন।

তিনি আরও জানিয়েছেন, আহত দুই যুবক হলেন প্রাণকৃষ্ণ দেবনাথ এবং শুভম সাহা। এদিকে ঘাতক বোলেরো গাড়ি সহ চালককে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে পুলিশ।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৯ ◘ সংখ্যা ২৮১ ◘ ২৫ জুলাই ২০২৩ ইং ◘ ৮ শ্রাবণ ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের গুরুত্ব বাড়িয়াছে

বিশ্ব রাজনীতিতে সম্মান ও গুরুত্ব বাড়িয়াছে ভারতের। এর কৃতিত্ব দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। এমনটাই দাবি করিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, এখন ভারত প্রয়োজন পড়িলে সীমান্ত পেরিয়ে জবাব দিতে পারে। সার্জিকাল স্ট্রাইকের সিদ্ধান্ত নিতে মোদিজি মাত্র ১০ মিনিট সময় নিয়াছিলেন। রাজনাথ বলেন, সেই সময় বেশদূরে নাই যখন পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মানুষই ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দাবি তুলিবেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দাবি, 'এখন ভারত কোনও কথা বলিলে বিশ্বের অন্যান্য দেশ মনোযোগ সহকারে শোনে। আগে এমনটা ছিল না।' নরেন্দ্র মোদির আমলে ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এদেশের গুরুত্ব যে বাড়িয়াছে, তাহা বোঝাইবার চেষ্টা করেন তিনি। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই প্রচেষ্টা গোটা দেশকেই সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আগামী দিনেও এই ধারা অব্যাহত রাখিবার জন্য ভারত সদা সচেষ্ট থাকিবে বলিয়া ভারতবাসী বিশ্বাসী। সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রশ্নে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে যোগ্য জবাব দিয়াছে ভারত। এইবার তাঁহার মন্তব্যের পালটা দিলেন রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাফ বক্তব্য, ভারতই বিশ্বের একমাত্র দেশ যাহারা মনে করে সব মানুষ আসলে একই পরিবারের সদস্য। প্রসঙ্গত, রবিবারই ওবামাকে তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ'প্রতিরক্ষা বিভাগের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে জম্মু যান রাজনাথ। সেখানেই বক্তব্য রাখিবার সময়ে ওবামার মন্তব্যের প্রসঙ্গে তুলিয়া ধরেন। বক্তৃতা দিতে গিয়া তিনি বলেন, "ওবামাজির মনে রাখা উচিত, বিশ্বে সমস্ত মানুষকে ভারত একই পরিবারের সদস্য বলে মনে করে। বরং নিজের কার্যকালে কতগুলো মুসলিম দেশের উপর হামলা চালাইয়াছেন, সেটা নিয়া ভাবা উচিত ওবামার।ওবামার আমলে আফগানিস্তানে মার্কিন ড্রোন স্ট্রাইকে নিরীহদের মৃত্যু একাধিক অভিযোগ রহিয়াছে। সিরিয়া, লিবিয়াতে ও মার্কিন ফৌজের বিরুদ্ধে উঠিয়াছে মানবাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ।'ওবামার মন্তব্য নিয়ে তোপ দাগিয়াছিলেন নির্মলা সীতারমণও। তিনি বলেন, "ওবামার মন্তব্যে আমি স্তম্ভিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন আমেরিকায় ভারতের হইয়া কথা বলছিলেন, সেই সময় ভারতে মুসলিমদের নিয়া মুখ খুলিয়াছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। আমেরিকার সঙ্গে আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখিতে চাই। কিন্তু সেখানেও এমন একজনের থেকে আমাদের কথা শুনিতে হইবে, যাঁহার আমলে ছ'টি মুসলিম প্রধান দেশে ২৬ হাজারেরও বেশি বোমা ফেলা হইয়াছিল। তাঁহার অভিযোগ তাহা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য ?প্রধানমন্ত্রীর আমেরিকা সফরের সময়েই ওবামা বলিয়াছিলেন, "এখন যদি মোদির সঙ্গে কথা হয়, তাহা হইলে ভারতের সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রসঙ্গে আলোচনা করিবই। সরকার যদি তাঁহাদের অধিকার রক্ষা না করে তাহা হইলে যেকোনোও সময়ে ভারতে ভাঙন ধরিতে পারে। দেশের মধ্যে এইরকম বিভেদ হইলে তাহার ফল কী হইতে পারে তাহা সকলেই আন্দাজ করিতে পারেন। অদূর ভবিষ্যতে আমরা এমন এক ভারতবর্ষকে দেখতে চাই যে ভারতবর্ষ আরো উচ্ছাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

'বিনা বিচারে আটকে আছি, বন্দিমুক্তি কমিটি কোথায় ?', সরাসরি প্রশ্ন পার্থর

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি. স.) : পার্থ-অর্পিতার গ্রেফতারির সদ্যই এক বছর পার হয়েছে। তারপরই আলিপুর আদালতের পথে ফের সরব শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত প্রাক্তন মন্ত্রী।

গত বছর ২১ জুলাইয়ের সভার পরের দিনই প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও প্রাক্তন তৃণমূল মহাসচিবের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। রাতভর তল্লাশির পর বিভিন্ন নথির ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীকে। গ্রেফতার হন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ও।

অর্পিতার দুটি ফ্ল্যাট থেকে মেলে নগদ কোটি কোটি টাকা। কলকাতার দক্ষিণ ও উত্তরের দুটি ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়ে মোট ৫০ কোটির উপর নগদ টাকা উদ্ধার হয়। এছাড়া প্রচুর গয়না, মূল্যবান রত্ন, বিদেশি মুদ্রা সহ আরও প্রায় ৫০ লাখ টাকার জিনিস উদ্ধার হয়।

সোমবার পার্থবাবুরর দাবি, গত এক বছর ধরে বিনা বিচারে জেলবন্দি। সরাসরি মানবাধিকার কর্মী সুজাত ভদ্রকে তাঁর প্রশ্ন, "বন্দিমুক্তি কমিটি কোথায় ?" অন্যদিকে, বন্দিমুক্তি কমিটির এ বিষয়ে কিছুই করার নেই বলেই সাংবাদিকদের পালটা জানান সুজাতবাবু।

হইহট্টগোল রুখতে কঠোর হলেন জগদীপ ধনখড়, আপ সাংসদ সঞ্জয় সিংকে রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি.স.) : মণিপুরের ভাইরাল ভিডিও ইস্যুতে সংসদে শান্তি ফিরছেই না। সোমবার অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই রাজ্যসভায় হইহট্টগোল করতে থাকেন বিরোধী জোটের সাংসদরা। বাদল অধিবেশনের তৃতীয় দিন বিরোধী জোটের সাংসদরা মণিপুর ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতির দাবি জানাতে থাকেন। বিরোধীদের হইচইয়ের কারণে প্রথমে দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায় রাজ্যসভার অধিবেশন।

পরে অধিবেশন শুরু হলেও একইরকম অবস্থা ছিল। হইহট্টগোল করতে থাকেন আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিং ও অন্যান্য সাংসদরা। তখনই কঠোর পদক্ষেপ নেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের অবশিষ্ট সময়ের জন্য আপ সাংসদ সঞ্জয় সিংকে রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড করেছেন চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। এরপর দুপুর দু"টো পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায় রাজ্যসভার অধিবেশন। সঞ্জয় সিংকে সাসপেন্ড করার বিষয়ে পরে রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন বিরোধী সাংসদরা।

এদিকে, বর্ষাকালীন অধিবেশনের অবশিষ্ট সময়ের জন্য আপ সাংসদ সঞ্জয় সিংকে রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড করার বিষয়ে দিল্লির মন্ত্রী ও আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ বলেছেন, 'সত্যের পক্ষে আওয়াজ তোলার জন্য যদি সঞ্জয় সিংকে সাসপেন্ড করা হয়, তাহলে আমরা হতাশ হব না। আমাদের আইনি দল বিষয়টি দেখবে, কিন্তু এটা দুঃখজনক।'

পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে নতুন আবেদন শুনে ফের বিরক্তি প্রকাশ প্রধান বিচারপতির

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি. স.) : কলকাতা হাই কোর্টে পঞ্চায়েত নির্বাচন সংক্রান্ত মামলার পাহাড় জমে গিয়েছে। সোমবার পঞ্চায়েতের অন্তত ৭৩টি মামলার শুনানি রয়েছে। এর মাঝে আবার নতুন করে আবেদন শুনে বিরক্তি প্রকাশ করলেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। সব মামলার শুনানি স্থগিত করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন তিনি।

রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের দিন ঘোষণা থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত বহু মামলা হয়েছে হাই কোর্টে। তার মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু জনস্বার্থ মামলা। ভোটের মনোনয়ন পর্ব থেকেই হিংসার সূত্রপাত।

নির্বাচন সংক্রান্ত হিংসায় এখনও পর্যন্ত ৫৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এঁদের মধ্যে শুধু ভোটের দিনের সংঘর্ষেই প্রাণ হারিয়েছেন ২২ জন। শাসক এবং বিরোধী দলের সদস্যেরা এই তালিকায় রয়েছেন। এ ছাড়া, ভোটে কারচুপি, অশান্তির অভিযোগেও বহু মামলা আদালতে উঠেছে।

আমরা ভারতের জনগণ

উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা শুরু হচ্ছে যে কথাগুলি উচ্চারণেরমধ্য দিয়ে সেই আমরা ভারতের জনগণ কথাগুলিকেই আরেকবার জোড়ের সঙ্গে তুলে ধরতে এবং সংবিধানের মূল প্রস্তাবনার শপথ বাক্যকে স্মরন করিয়ে দিতে এই উদ্যোগ নিয়েছেন কিছু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। এই উদ্যোগকে অভিযান আকারে চালিয়ে যেতে চান তাঁরা। এই অভিযানে সামিল করতে চান সমাজের বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন এলাকার, বাভন্ন অংশের, বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষকে। বর্তমানে সংসদীয় গণতন্ত্রের সাংবিধানিক কাঠামো এবং ভারতীয় জনগণের জীবিকা ও অধিকারগুলির উপর ঘনীভূত আক্রমণের এক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চলছে -যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের উপর অপরিসীম কর্পোরেট লুণ্ঠন। সংবিধানের মূল মর্মবস্ত ও কাঠামোকে অগ্রাহ্য করে সন্দেহজনক পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমেই হোক অথবা সংসদীয় বা বিচারবিভাগীয় যাচাই প্রক্রিয়াকে এড়িয়ে গিয়ে প্রশাসনিক আদেশ জারির মাধ্যমেই হোক - সংবিধানের উপর সর্বাত্বক আক্রমণ নামানো হয়েছে। সবকটি মূল সংজ্ঞা-- সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক - ধারাবাহিকভাবে লঙিঘত হয়ে চলেছে। প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে আসা অভিবাসীদের মধ্যে ধর্মের ভিত্তিতে পৃথকীকরণের মাধ্যমে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে নাগরিকত্বের সঙ্গে ধর্মকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ই ডরিউ এস (আর্থিকভাবে দুর্বল অংশ) সংশোধনীতে সমাজের আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের জন্য তথাকথিত সংরক্ষণের আওতা থেকে তফসিলি জাতি, উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর জাতিদের বাদ দেওয়া হয়েছে। ৩৭০ ধারা বাতিল এবং জম্মু ও কাশ্মীর এর রাজ্যের মর্যাদা অবলুপ্তি জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণকে ঐতিহ্যবাহী সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে - যা রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পর্যবসিত করার এক অশুভ সংকেত। ইন্দো-বাংলাদেশ ও ইন্দো - পাকিস্তান সীমান্তের ৫০ কিলোমিটার আভ্যন্তরীণ এলাকার মধ্যে বিএসএফকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির নিজস্ব এক্তিয়ারকে অস্বীকার করে -যা আসলে যুক্তরাষ্ট্রীয় অধিকারের মধ্যে বড়সড় অন্তর্ঘাত। শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের পৃথক পৃথক ক্ষমতার এক্রিয়ার এবং কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন প্রজাতন্ত্রের সাংবিধানিক কাঠামোর প্রধান অঙ্গ। মোদি জমানায়, শাসন বিভাগ ক্রমাগত আইনসভা ও বিচার বিভাগের ক্ষমতাকে গ্রাস করছে।

ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ তম বার্ষিকীকে 'আজাদি' কা অমৃত মহোৎসব' বলে উদযাপনের পর ,২০৪৭ সালপর্যন্ত আগামী পঁচিশ বছরকে অমৃতকাল বলে চিহ্নিত করেছে, তাকে কর্তব্যকাল বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন-যেখানে নাগরিকদের কর্তব্য হবে সাংবিধানিক (অধিকারগুলি নয়) কর্তব্যগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ভরা ও বহু ধর্মীয় ভারতীয় সমাজের বর্ণময় সমন্বয়কে আড়াল করে হিন্দুত্বের একমাত্রিক চিত্র বড় স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ১৯৯০-এর দশকে বিজেপি প্রথম যখন জাতীয় স্তরের কোয়ালিশন গঠন করে, তখন সে তার তিন বিতর্কিত কর্মসূচিকেত্ত রাম মন্দির, ৩৭০ ধারা ও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি- মুলতুবি রাখতে সম্মত হয়। আজ বিজেপি তার এই কর্মসূচিকে কেবল বাস্তবায়িত করতেই ব্যস্ত তা নয়, সে তাকে সুচারুরূপে প্রসারিত করে চলেছে। সর্বোচ্চ আদালত সেদিন বাবরি মসজিদ ধ্বংসকে সংবিধান লঙ্ঘনের জঘন্য ঘটনা বলে আখ্যা দেওয়ার পরও নতুন করে ধ্বংসকারীদের হাতেই বিতর্কিত জমিকে তুলে দিয়েছে আর ২০২৪- এর নির্বাচনের আগে মন্দির উদঘাটনকাজ অপেক্ষা করে রয়েছে। ১৯৯১-তে যে আইন প্রণয়ন করে কোন উপাসনালয়ের চরিত্র বা এক্তিয়ার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭কে কাট অফ' তারিখ (ভিত্তিবর্ষ বা দিবস) বলে ঘোষণা করা হয় (এই আইনে অযোধ্যাকে ব্যতিক্রম হিসাবে দেখানো হয়) সেই আইনকে বাতিল করতে চায় যাতে বিভিন্ন মসজিদ ও ইসলামী স্থাপত্যকে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত করার উদ্যোগকে বৈধ করে তোলা যায়। মুসলিম সম্প্রদায়কে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে এই প্রকল্প রূপায়নের উদ্দেশ্যে যথেচ্ছাচার চালানো হচ্ছে আর গুন্ডাদল লাগাতার হামলা নামিয়ে আনছ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রী-শিক্ষিতাদের হিজাব পারার ওপর নিষেধাজ্ঞা ধর্মান্তরকরণ ও নিষেধাজ্ঞা জারি, মাংস বিক্রি ও গো মাংস ভক্ষণ বন্ধ করা, প্রকাশ্যে ধর্ম প্রার্থনায় বিধিনিষেধ আরোপ থেকে শুরু করে ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী কর্তৃক গণপিটুনি ও বাছাই করে হিংসা ছড়ানোর হাজারো ঘটনা দেখা যাচ্ছে। ঘরবাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া, গণ হারে গ্রেপ্তার, বিনা বিচারে আটক, এনকাউন্টার হত্যা হয়ে চলেছে যেখানে পরিবর্তিত আইনে এসব বৈধ হয়ে ওঠে এবং ন্যায্যতা লাভ করে। এখরনের আক্রমণ শুধু মাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরই নেমে আসছে না পরন্ত অন্যান্য সম্প্রদায় সহ দলিত, আদিবাসী ও মহিলাদের উপরও যথেষ্টমাত্রায় নেমে আসছে।

সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক অংশগুলির উপর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী কণ্ঠস্বর ও গণআন্দোলনসমূহের উপরও বাছাই করে ধারাবাহিক আক্রমণ চালানো হচ্ছে এবং সংসদীয় ক্ষেত্রে বিরোধিতাকে অবৈধ বলে দেখানোর অপচেষ্টাও ক্রমবর্ধমান ওপনিবেশিক যুগের কায়দায় এই জমানায় নাগরিকদের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র মামলা আনা হচ্ছে এবং কোন বিচার বা জামিন ছাড়া দীর্ঘদিন তাঁদের জেলে বন্দি রাখা হচ্ছে। ভীমা-কোরেগাঁও এবং দিল্লী দাঙ্গার মামলাগুলিতে নির্যাতনের এই ছবি সুপরিস্ফুট-যেখানে নানা সন্দেহজনক উপায়ে মিথ্যা বৈদ্যুতিন সাক্ষী জোগাড়, রাষ্ট্রদ্রোহের ও সন্ত্রাসবাদের মিথ্যা মামলা দায়ের থেকে শুরু করে ইউএপিএ, এনএসএ এবং রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের মত দানবীয় আইনে প্রতিবাদীদের ঘিরে ফেলা হয়। ফাদার স্ট্রান স্বীকে যিনি হাজারহাজার আদিবাসী যুবককে মিথ্যা অভিযোগে দীর্ঘদিন কারাবন্দি রাখার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন এবং ন্যায় ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের মুখ হয়ে উঠেছিলেন বলে শহীদের মৃত্যুবরণ করতে হয়। ভারতের মধ্যে বিরোধী কণ্ঠস্বরকে অবদমিত রাখার এই ঘটনা ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের উপরও প্রযোজ্য হচ্ছে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত যারাই সরকারের সমালোচনা করছেন এবং ভারতে গণতন্ত্র রক্ষার সপক্ষে কাজ করছেন তাদেরই ওসিআই (বিদেশস্থ ভারতীয় নাগরিক) মর্যাদা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। বিভেদমূলক ও বিভাজন সৃষ্টিকারী নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে শাহিনবাগের মত শক্তিশালী গণআন্দোলন কিম্বা কৃষিকে কর্পোরেট হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলনকে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র বলে চিত্রিত করার অপচেষ্টা হয়েছে এবং আন্দোলনগুলির উপর গণহিংসা চাপিয়ে সেগুলিকে বিপথ চালিত করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করার জন্য আন্দোলনজীবী, শহুরে নকশাল বা কলমধারী নকশাল শব্দবন্ধ প্রয়োগ করেছেন। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর যারা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছিল আজ তারা ভারতবর্ষের সংবিধানকে ধ্বংস করতে চাইছে।

প্রতিটি দেশের সংবিধান রচিত হয় একটা আদর্শ এবং দর্শনের উপর ভিত্তি করে। এ দেশের সংবিধানও রচিত হয়েছে যে নির্দিষ্ট আদর্শ এবং দর্শনের উপর ভিত্তি করে তার প্রতিফলন দেখতে পাই সংবিধানের প্রস্তাবনায়। যেখানে লেখা আছে ত্ত আমরা ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্তক প্রজাতন্ত্র হিসাবে গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করছি এবং প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করছি।

সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচার চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সাম্য ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে সুনিশ্চিত করে ভ্রাতৃত্ববোধের সঞ্চারণ। উল্লেখিত প্রস্তাবনার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আজ প্রশ্ন চিহর মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। বিদেশী খণের বোঝা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দেশী বিদেশী পুঁজিপতিদের কাছে দেশের সম্পদ বেচে দেওয়া, সরকারি সংস্থাগুলির (ব্যাঙ্ক, বীমা, রেল, কয়লা খনি ইত্যাদি) বেসরকারিকরণের মধ্য দিয়ে সংবিধানের সার্বভৌমত্ব এবং সমাজতান্ত্রিক ধারণাকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। দলিত, সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রচার, বুলডোজার দিয়ে বাসস্থান ভেঙে দেওয়া, দলিত, সংখ্যালঘুদের হত্যা, প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে চাপা দিতে মিথ্যা মামলায় বন্দী করে রাখার মধ্য দিয়ে সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ধারণা আজ বপন্ন। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে দেশের নাগরিকদের জন্য ন্যায়বিচার স্বাধীনতা সাম্য ভ্রাতৃত্ববোধের সঞ্চারণ কথাগুলি আদতে কথার কথাতেই পর্যবশিত হয়েছে। শুরু হয়েছে এন আর সি, এন পি আর, সি এ এ- এর মাধ্যমে সম নাগরিকত্ব এর সাংবিধানিক অধিকার হরণের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। শুনতে পাচ্ছি ২০০২ সালে গুজরাটে যারা গণহত্যা ঘটিয়ে কোনো শাস্তি পেলো না তাদের হুঙ্কার। তারা নাকি উচিত শিক্ষা দিয়েছে! আসুন, আমরা একব্যবদ্ধ হই। যারা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে আবার পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাধতে চাইছে, বহু ধর্ম, জাতি, ভাষাভাষী মানুষের মিলনের দর্শনে সম্মৃদ্ধ আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধানকে ধ্বংস করতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই। ইতিমধ্যে উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে যাদবপুর, গড়িয়া সহ বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার কর্মসূচি চলেছে। সামিল হয়েছেন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

> বিদেশী ঋণেরবোঝা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দেশী বিদেশী পুঁজিপতিদের কাছে দেশের সম্পদ বেচে দেওয়া, সরকারি সংস্থাগুলির (ব্যাঙ্ক, বীমা, রেল কয়লা খনি ইত্যাদি) বেসরকারিকরণের মধ্য দিয়ে সংবিধানের সার্বভৌমত্ব এবং সমাজতান্ত্রিক ধারণাকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। দলিত, সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রচার, বুলডোজার দিয়ে বাসস্থান ভেঙে দেওয়া, দলিত, সংখ্যালঘুদের হত্যা, প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে চাপা দিতে মিথ্যা মামলায় বন্দী করে রাখার মধ্য দিয়ে সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ধারণা আজ বিপন্ন

পৃথিবীর শীতলতম শহরে কীভাবে দাপিয়ে বাঁচে মানুষ ?

বিশ্বদীপ দে

'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা?' কাঠফাটা গরমে প্রাণ আইঢাই করলে বাঙালি হাপিত্যেশ করতে থাকে বিখ্যাত কবিতার লাইন আউড়ে। কিন্তু বিশ্ব উষ্ণায়নের চক্করে পড়ে শীত কি আর এখানে আসে সেভাবে? গত পাঁচ দশকের মধ্যে উষ্ণতম মকর সংক্রান্তির সাক্ষী হতে হয়েছে ২০২৩ সালে দাঁড়িয়ে। এই তো অবস্থা! এর মধ্যে দাঁড়িয়ে কনকনে শীতের কথা ভেবে মনটা আনচান করলে কী করবেন? 'হযবরল'-তে সুকুমার রায় নিদান দিয়েছিলেন, "গরম লাগে তো তিব্বত গেলেই পারো।" তবে, তিব্বত যতই অসামান্য সৌন্দর্যের খনি হোক, ঠান্ডায় মজে যেতেই যদি হয়, আপনার গন্তব্য হওয়া উচিত রাশিয়ার (ট্রুন্ডস্থখ) ইয়াকুৎস্ক। হ্যাঁ, বিশ্বের শীতলতম শহর এটাই! -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসেও সেখানে দিব্যি থাকেন মানুষ!

বয়সে মোটেও নবীন নয় এই শহর। ১৬৩২ সালে এর পত্তন হয়েছিল। সাইবেরিয়ার ইয়াকুতিয়া প্রদেশের রাজধানী এই শহরের জনসংখ্যাও কিন্তু নেহাত কম নয়। রীতিমতো সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশি! বছরে অন্তত ৭ মাস, মোটামুটি অক্টোবর থেকে এপ্রিল- এই সময়টায় এখানে শৈত্যের ছোবলে নিঃশ্বাস নেওয়াই যেন দায়। তার মধ্যে অন্তত তিন মাস তাপমাত্রা পৌঁছে যায় -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। তবুও মানুষের জীবন এখানে রঙিন ও স্বতঃস্ফূর্ত। যদিও এর চেয়েও ঠান্ডায় বসবাসের নজির রয়েছে। ইয়াকুৎস্কের পূর্বে ৫০০ মাইল দূরত্বে একটা গ্রামে তাপমাত্রা নেমে যায় -৭১ ডিগ্রি সেলসিয়াসেও। ওই গ্রামের বাসিন্দারাই পৃথিবীর সবচেয়ে শীতল অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা। কিন্তু ইয়াকুৎস্কের নজিরও তা হলে হেলাফেলার নয়। সবচেয়ে বড় কথা গ্রামটিতে মেরেকেটে শ'পাঁচেক বাসিন্দা। সেখানে ইয়াকুৎস্কে লক্ষ লক্ষ মানুষ।

ভাবলে সতিই অবাক লাগে। ভয়ানক ঠান্ডায় বাইরে কিছুক্ষণ থাকলে যেখানে গোঁফ-দাড়ি-ভুরু পর্যন্ত জমে সাদা হয়ে যায়, সেখানে মানুষ থাকে কী করে? ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ সবচেয়ে কনকনে অবস্থাতেও এখানে বন্ধ হয় না দোকান! একেক সময় দিনের পর দিন ধরে সূর্যের দেখা মেলে না। কখনও বা সকালে সাড়ে দশটায় সকাল হয়। তিনটের মধ্যে রাত নেমে যায়। তারপর ক্রমশ অন্ধকারে আরও ঠান্ডায় ডুবে যায় শহরটা। পাখির চোখে দেখলে মনে হবে তুষারে ঢাকা নিঃসীম প্রেতপুরী। এরকম সময়েও দিব্যি রাস্তায় ঘুরে বেড়ান মানুষ। নতুন বছরের উপহার কিনতে দোকানে দোকানে ভিড় জমান। আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে পার্টিও করেন। অথচ সেই সময় বরফ এতটাই কঠিন হয়ে যায়, ড্রিল মেশিনেও তাকে কাটা মুশকিল! যদিও স্কুল-টুল বন্ধ থাকে। যেমন এখন রয়েছে। এটা হয়তো কয়েক মাসও চলতে পারে। তবে অনলাইনে পড়াশোনা চলে। যদিও শোনা যাচ্ছে, অভিভাবকরা নাকি দাবি তুলছেন, স্কুল খুলে দেওয়া হোক। তাঁরা ছেলেমেয়েদের এমন প্রতিকূল আবহাওয়াতেও স্কুলে পাঠাতে রাজি! ঠিক কতটা প্রতিকূল থাকে আবহাওয়া? সেটা একবার ভেবে দেখা দরকার। একে তো পানীয় জল বলে কিছু নেই। সব বরফ। সুতরাং তেষ্টা মেটানোর উপায়, জমাট নদী থেকে পাত্র ভরতি বরফ নিয়ে এসে তা গরম করে গলিয়ে পান করা হয়। পথেঘাটে হাঁটার চ্যালেঞ্জটা বোধহয় আরও বেশি। বাইরে মিনিট দশেকের বেশি থাকলেই মুশকিল। শরীর ক্লান্তিতে ভরে যেতে থাকে। আর মিনিট কুড়ি পেরলেই মুখের পেশি থেকে আঙুল- সব অসাড় হয়ে যায়। তাই কোনও ভাবেই সর্বোচ্চ আধঘণ্টার বেশি কেউ বাইরে থাকেন না। চারপাশে বরফের চাঁই। তবু পরিবহণ ব্যাপারটা ইয়াকুৎস্কে ভালই। তবু এই শহরে মানুষ বাস-টাসে উঠতে খুব একটা চান না। কারণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাসের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা মানেই শীতের তীব্র কামড় সহ্য করা। তাই বেশির ভাগ মানুষই ট্যাক্সিতে যাতায়াত করেন। আর যাঁদের নিজেদের গাড়ি রয়েছে, তাঁরা গাড়িটাই মুড়ে রাখেন কম্বলে! রাস্তায় হাঁটাচলাও কম কঠিন নয়। বিশেষ করে বয়স্ক মানুষদের পক্ষে। কেননা লাগাতার বরফের ফলে পথঘাট পিছল হয়ে থাকে। অসাবধান হলেই আছাড়। আর তার ফলে হাড় ভাঙা।

এখানকার বাড়িগুলিকে ঠান্ডার কামড় থেকে টিকিয়ে রাখাও কম চ্যালেঞ্জের নয়। আর তাই সেগুলি তৈরি হয় স্টিলের বুনিয়াদের উপরে। এগুলির নিচের দিকে বায়ু চলাচল করে। যা পারমাফ্রস্টকে গলতে বাধা দেয়। তবে জল ও গ্যাসের লাইন থাকে মাটির উপরে। এখানে বলে নেওয়া দরকার পারমাফ্রস্ট কী। পারমাফ্রস্ট হল মাটির গভীরে অবস্থিত হিমায়িত মাটির স্তর।

যাই হোক, এহেন ইয়াকুৎস্কের মানুষ কিন্তু বেঁচে থাকেন উৎসবের মেজাজে। দিন ফুরোলেই তাঁরা জড়ো হন পাব বা নাইট ক্লাবে। সেখানে নাচ-গান-হুল্লোড়ে জীবনের ওমে তাতিয়ে রাখেন নিজেদের। শহরজুড়ে নানা রেস্তরাঁ, শপিং মল, দোকানবাজার। বাইরে তখন অন্ধকার শীতের কামড়, বরফের ধোঁয়ামাখা কুয়াশা। আকাশে জ্বলতে থাকে আদিম নক্ষত্ররা। যাকে সাইবেরিয়ার মানুষ ডাকে 'তারার ফিসফিস' বলে।

কিন্তু বাইরের শৈত্য কি আর কেবল বাইরে থাকে? তা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে ঘরের ভিতরেও। ফলে সেখানেও প্রাণধারণ করাই দায়। তাই ঘর উষ্ণ রাখতে গ্যাসোলিন, ব্যাটারি সবই কাজে লাগে। আর এর জন্য খরচ রীতিমতো আকাশছোঁয়া। শীতের দিনে গ্যাসোলিনের দাম তিনগুণ হয়ে যায়! পানীয় ও খাবারের দামও চলে যেতে থাকে হাতের বাইরে। তবে সে নিয়ে এখানকার বাসিন্দাদের ততটা মাথাব্যথা নেই। কেননা এখানে অধিকাংশ মানুষেরই পকেট গরম। আসলে সোনা, ইউরেনিয়াম ও হিরের খনির কারণে উপার্জন বেশ ভাল। তাই শহর ছেড়ে যেতে কেউই খুব একটা রাজি নন। বরং এমন প্রবল শৈত্য সত্ত্বেও জনসংখ্যা কিন্তু বাড়তির দিকেই। যা থেকে একটা জিনিস অবশ্য বোঝা যায়। শরীরের গরমের চেয়েও টাকার গরম বেশি!

> ভাবলে সতিই অবাক লাগে। ভয়ানক ঠান্ডায় বাইরে কিছুক্ষণ থাকলে যেখানে গোঁফ-দাড়ি-ভুরু পর্যন্ত জমে সাদা হয়ে যায়, সেখানে মানুষ থাকে কী করে? ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ সবচেয়ে কনকনে অবস্থাতেও এখানে বন্ধ হয় না দোকান! একেক সময় দিনের পর দিন ধরে সূর্যের দেখা মেলে না।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

স্বাধীনতা দিবসের কার্যসূচি স্থির করতে করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক সভা

করিমগঞ্জ (অসম), ২৪ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতা দিবস পালনের কার্যসূচি স্থির করতে আজ সোমবার জেলাশাসক মৃদুল যাদবের পৌরোহিত্যে তাঁর সরকারি কার্যালয়ের সভাকক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় জানানো হয়েছে, আগামী ১৫ আগস্ট করিমগঞ্জ জেলার স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠান শহরের সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। এতে সকাল ৯-টায় প্রধান অতিথি কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। অনুষ্ঠানে থাকবে বিভিন্ন সুরক্ষা বাহিনী, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্যারেড ও মার্চপাস্ট, সংবর্ধনা, পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদি। এর আগে ওইদিন সকাল ৬-টায় জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের স্থায়ী মাইক যোগে দেশাত্মবোধক সংগীতের মধ্য দিয়ে এই দিবস পালনের সূচনা করা হবে।

সকাল ৭-টায় ব্যক্তিগত ভবন, জনগণের বাসগৃহ, দোকান ইত্যাদিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন সংশ্লিষ্ট আবাসিক তথা গৃহস্থরা। সকাল ৮-টায় সরকারি কার্যালয়, ভবন, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। এদিকে সকাল সাড়ে ৮-টায় রাজবাংলো রোডের শহিদ বেদীতে প্রধান অতিথি কর্তৃক পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের পাশাপাশি মালেগড় সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতিসৌধে, চরগোলা এবং বদরপুর দুর্গেও শহিদদের পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে অন্যান্য কার্যসূচির মধ্যে বন বিভাগ থেকে গাছের চারা রোপণ, পুরসভা কর্তৃক সাফাই অভিযান, স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক চক্ষু পরীক্ষা ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে বলেছেন জেলাশাসক। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও সংস্থার পক্ষ থেকে জেলা কারাগারে কয়েদিদের, সিভিল হাসপাতাল ও রেডক্রস হাসপাতালের রোগী, বৃদ্ধাশ্রম ও অনাথ আশ্রমে ফল, মিষ্টি, বিস্কুট ইত্যাদি বিতরণ করা হবে। ওইদিন সন্ধ্যায় সরকারি ও বেসরকারি ভবন, কার্যালয়, জনগণের বাসগৃহ ইত্যাদিতে আলোকসজ্জা করতে আহ্বান জানানো হয়েছে। এদিনের সভায় জেলাশাসক সব সরকারি কার্যালয়, ভবন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত ভবন ইত্যাদিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় সঠিকভাবে এবং যথাসময়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে আহ্বান জানান। পাশাপাশি, জেলাশাসক সব কার্যালয়-প্রধান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-প্রধানদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান সহ তাদের সহকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্বাধীনতা দিবস পালন সুনিশ্চিত করতে বলেন। এছাড়া সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে সকলকে যোগদান করতে জেলা প্রশাসন থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

আজকের সভায় অসম রাজ্য পরিবহণ নিগমের অধ্যক্ষ মিশনরঞ্জন দাস, ডিডিসি দীপক জিডুং, পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস, অতিরিক্ত জেলাশাসক ধ্রুবজ্যোতি দেব, মিনার্ভা দেবী আরামবাম, ধ্রুবজ্যোতি পাঠক, উদয়শংকর দত্ত, আনিস রসুল মজুমদার, সহকারী কমিশনার বিক্রম চাষা, রূপক মজুমদার, প্রিয়াঙ্কা ইয়ামনাম, রং বামন তেরন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গীতার্থ দেবশর্মা, সব চক্র আধিকারিক ও খণ্ড উন্নয়ন আধিকারিক, বিভাগীয়-প্রধান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, বিশিষ্ট নাগরিক, রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তা, বিভিন্ন সুরক্ষা সংস্থার কর্মকর্তা, সামাজিক সংগঠন, ক্লাব, এনজিও ইত্যাদির কর্মকর্তা, সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি ও অন্যান্যরা অংশগ্রহণ করেন।

সুদের হার বাড়ল প্রভিডেন্ট ফান্ডে

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি. স.) : লোকসভা ভোটের মুখে সুখবর চাকরিজীবীদের জন্য। সুদের হার বাড়ল প্রভিডেন্ট ফান্ডে।

২০২২-২৩ অর্থবর্ষে আগের তুলনায় অতিরিক্ত ০.০৫ শতাংশ সুদ বেশি মিলবে। কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ড (ইপিএফ) সদস্যদের জমা টাকার উপরে এই সুদ মিলবে। ওই অর্থবর্ষের সুদ আগেই ঘোষণা করেছিল কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ড সংস্থা (ইপিএফও)। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, ২০২২-২৩ সালে ৮.১৫ শতাংশ হারে সুদ দেওয়া হবে ইপিএফে। যা আগের অর্থবর্ষের তুলনায় সামান্য হলেও বেশি। অতীতে সুদ ৮.৫ শতাংশ থাকলেও তা কমিয়ে ৮.১ শতাংশে নিয়ে আসা হয়েছিল ২০২১-২২ অর্থবর্ষে। তা ০.০৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে বৃদ্ধি সত্ত্বেও আগের অর্থবর্ষের ঘাটতি মিটিল না।

গত মার্চ মাসের সেই ঘোষণায় সোমবার সম্মতি জানিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। এর ফলে প্রায় ছ'কোটি সরকারি ও বেসরকারি চাকরিজীবী গত বছরের তুলনায় বেশি হারে সুদ পাবেন। অর্থাৎ ১ লক্ষ টাকা জমার উপরে ৮১৫০ টাকা সুদ পাবেন।

দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি ও কিষাণ রেড্ডি সকাশে অসমের মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি.স.) : কেন্দ্রীয় দুই মন্ত্রী যথাক্রমে সড়ক পরিবহণ ও জাতীয় মহাসড়ক দফতরের নীতিন গডকড়ি এবং ডেভেলপমেন্ট অব নর্থইস্ট রিজিওন (ডোনার) দফতরের মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অসমে চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের পর্যালোচনা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ সোমবার সকালে প্রথমে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও জাতীয় মহাসড়ক দফতরের মন্ত্রী নীতিন গডকড়ির সঙ্গে তাঁর সরকারি বাসভবনে দেখা করেন। এর পর তিনি পরিবহণ ভবনে ডোনার মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডির সাথে তাঁর অফিস চেম্বারে দেখা করে রাজ্যে চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেছে। অসমের গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি যেমন গহপুর ও নুমলিগড়ের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদে জলের নীচে প্রস্তাবিত টানেলের কাজকে ত্বরান্বিত করতে গডকড়ির সাহায্য ও সহায়তা চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া গুয়াহাটি রিং রোড, কাজিরাঙা এলিভেটেড করিডোর এবং রাজ্যের বিভিন্ন জাতীয় সড়ককে চারলেনে প্রসারিত করতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপ চেয়েছেন ড. শর্মা। সব শুনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মাকে আশ্বস্ত করেছেন, তাঁর মন্ত্রক অসমের মূল পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলিকে ত্বরান্বিত করতে সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য ও সহায়তা দেবে।

এর পর মুখ্যমন্ত্রী ডোনার মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডির সাথে পরিবহণ ভবনে তাঁর অফিস চেম্বারে দেখা করে অসমের পিএম-ডিভাইন এবং এনই-স্পেশাল ইনফ্রা ডেভেলপমেন্ট স্কিম সহ ডোনার মন্ত্রকের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছেন।

সংলাপে বদল, রকি ও রানি পেল ছাড়পত্র

মুম্বই, ২৪ জুলাই (হি.স.): মুক্তির আগেই শুরু হয়েছিল কর্ণ জোহর পরিচালিত বহু প্রতীক্ষিত রোম্যান্টিক কমেডি ""'রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি"" ছবি নিয়ে বিতর্ক। এমনকি ছবির সংলাপের জন্য ছবি আটকে দেওয়ার কথাও বলা হয়। যদিও অবশেষ স্বস্তি। সংলাপে বদল, ""'রকি"" ও ""'রানি"" পেল ছাড়পত্র। কর্ণ জোহর পরিচালিত বহু প্রতীক্ষিত রোম্যান্টিক কমেডি ""'রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি"" মুক্তি পেতে চলেছে আগামী ২৮ জুলাই। তার আগেই ছবির প্রচার শুরু। ইতিমধ্যেই রণবীর ও আলিয়ার এই ছবি ""'সেন্ট্রাল বোর্ড অফ পিকচার সার্টিফিকেশন""-এর তরফে ড্ড/ঙ সার্টিফিকেট পেয়েছে তবে বাদ পড়েছে বেশ কিছু দৃশ্য ও সংলাপও। সেন্সর বোর্ডের তরফে ড্ড/ঙ ছাড়পত্র পেয়েছে এই ছবি। তার জন্য বাদ পড়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ সহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে রাখা এক সংলাপ।

ভুল কিছু বলিনি, রাজস্থানে মহিলাদের সুরক্ষা নিয়ে এমনটাই জানালেন বরখাস্ত হওয়া মন্ত্রী রাজেন্দ্র

জয়পুর, ২৪ জুলাই (হি.স.): মহিলাদের ওপর হওয়া অত্যাচার নিয়ে মুখ খুলেছিলেন বিধানসভায়, তার জের পদ খোয়াতে হয়েছিল মন্ত্রী রাজেন্দ্র সিং গুধাকে। এবার মণিপুর বিতর্কে রাজস্থানের মহিলাদের আক্রমনের প্রসঙ্গ উঠে আসায় মুখ খুললেন প্রাক্তন এই মন্ত্রী। যদিও তাকে বরখাস্ত করা হলেও এই বিষয়ে ক্ষমা প্রার্থনা তিনি করেননি বলে জানিয়েছেন রাজেন্দ্র। সোমবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, 'কেন আমি ক্ষমা চাইতে যাব? আমার কি দোষ আছে।

আমি ভুল কিছু বলিনি।মহিলাদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা রাজ্যে বাড়ছে। এটা নিয়ে আমি জবাব দিতাম।আমাদের এই বিষয়ে বলা বারণ ছিল।

কিন্তু এখন আমি স্বাধীন।' অশোক গেহলটের মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর সোমবার রাজস্থান বিধানসভায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি কংগ্রেস নেতা রাজেন্দ্র সিং গুধাকে। রাজেন্দ্র বলেছেন, 'আমি হাউসের চেয়ারম্যানের কাছে আমার লাল ডায়েরি পেশ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে বিধানসভায় কথা বলতে দেননি।'

মণিপুর কাণ্ডে প্রতিবাদে তৃণমূলের মিছিল কলকাতায়

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি. স.) : মণিপুর পরিস্থিতির প্রতিবাদে তৃণমূলের জয়হিন্দ বাহিনী সোমবার মিছিল ভার করে। হাজরা থেকে শুরু হয়ে মিছিল যায় অ্যাকাডেমি চত্বর পর্যন্ত। উপস্থিত ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, অতীন ঘোষরা।

প্রসঙ্গত, হিংসা আগুনে উত্তাল মণিপুর। গত দু'মাস ধরে হিংসার আগুনে জ্বলছে মণিপুর। এখনও পর্যন্ত শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। ঘর ছাড়া প্রায় ৪০ হাজারেরও বেশি মানুষ। তা নিয়ে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উঠেছে।

এই প্রসঙ্গে অনুরাগ ঠাকুর বলেন, "অপরাধের ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই বাংলা, ভোটের সময় বোমার খবর বেশি পাওয়া যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মমতা কোথায় আছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কেউ কোনও কথা বলছে না, সবাই মূক হয়ে গিয়েছেন। মমতার রাজ্যে ঘটছে একের পর এক লজ্জাজনক ঘটনা। কোথায় গেলেন মোমবাতি মিছিল করা প্রতিবাদীরা?" প্রশ্ন তোলেন তিনি।

তিনি বলেন, "মেদিনীপুর, ডেবরায় আদিবাসীদের উপর অত্যাচার হয়েছে। বাংলা-বিহার-রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীরা দায় অস্বীকার করতে পারবেন না। ভয়ের বাতাবরণে বাঁচছেন বাংলার মহিলারা। কী করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়?"

আর এর মধ্যেই গত ২১ জুলাই বিজেপি-র জনসভা থেকে মমতা ও অভিষেককে তোপ দাগতে দেখা গিয়েছিল। এদিকে মালদার নারী লাঞ্ছনার ঘটনাটি ঠিক তার পরে প্রকাশ্যে আসে।

চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে চান অভিষেক

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি. স.) : চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে চান তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইডি সূত্রে খবর, কাল বাদে পরশু অর্থাৎ বুধবার, ২৬ জুলাই, তিনি পাড়ি দিতে চান আমেরিকার উদ্দেশে।

ইডি সূত্রেই জানা গিয়েছে, কলকাতা হাই কোর্টে একটি হলফনামা জমা দিয়ে এই আর্জি জানিয়েছেন অভিষেক। তাঁর আবেদনটি শুনানির জন্য সোমবার বিকেলে ওঠার কথা বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের একক বেঞ্চে।

ইডি সূত্রে খবর, হলফনামায় অভিষেক লিখেছেন, তিনি ইতিমধ্যেই ইডিকে তাঁর বিদেশ সফরের বিশদ জানিয়ে একটি চিঠি দিয়েছিলেন।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এ কথাও জানিয়েছেন যে, গত ১৫ জুলাই এই সফরের কথা ইডিকে জানালেও, তাদের দিক থেকে কোনও জবাব আসেনি।

সোমবার হাই কোর্টে ওই হলফনামায় অভিষেক জানিয়েছেন, আগামী ৮ আগস্ট বিকেল সাড়ে ৪টেয় চোখের চিকিৎসকের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে তাঁর। সেই চিকিৎসার জন্য প্রায় ২৪ দিন আমেরিকায় থাকতে চান তিনি। অভিষেকের এই আবেদন সোমবার বিকেল ৪টে ২৫ মিনিটে শুনানির জন্য উঠবে বলে খবর ইডি সূত্রে।

আসতে চলেছে খুদে রানাউত, পিসি হতে চলেছেন কঙ্গনা

মুম্বই, ২৪ জুলাই (হি.স.):এবার নাকি কঙ্গনা রানাউতের পরিবারে শোনা যাবে সদ্যোজাতের স্বর। অভিনেত্রীর ভাই অক্ষত রানাউত ও তাঁর স্ত্রী ঋতু রানাউতের কোল আলো করে আসতে চলেছে তাঁদের প্রথম সন্তান। ""'পিসি"" হতে চলেছেন কঙ্গনা। বৌদির সাধের অনুষ্ঠানের ছবি ভাগ করলেন অভিনেত্রী। শাড়ি পরে, মিষ্টি হাসিতে ঝলমল করলেন কঙ্গনা।

নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করেন কঙ্গনা রানাউত। সেখানে দেখা যায় পরিবারের সঙ্গে সাধের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন তিনি। ঋতু রানাউতের সাধের অনুষ্ঠান থেকে বেশ কিছু ছবি শেয়ার করেন তিনি। একাধিক আচার অনুষ্ঠানের মুহূর্ত দেখা যায়। ভাইয়ের স্ত্রীয়ের সঙ্গে পোজও দিতে দেখা যায় তাঁকে।

তারকেশ্বরে শিবের মাথায় জল ঢালতে লক্ষাধিক ভক্তের ভিড়

হুগলি, ২৪ জুলাই (হি. স.) : বাংলা পঞ্জিকা মতে আজ শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার। তারকেশ্বরে শিবের মাথায় জল ঢালতে লক্ষাধিক ভক্তের ভিড়ে জমজমাট হয়ে উঠেছে গোটা তারকেশ্বর এলাকা।

প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবারেও গুরু পূর্ণিমার থেকে মেলা চলাকালীন ভক্তদের জন্য গর্ভগৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ রয়েছে। মহাদেবকে জল নিবেদন করতে হচ্ছে চোঙার মাধ্যমে। শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে মন্দিরকে ঘিরে গোটা তারকেশ্বর চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়িয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন রাখতে বাড়তি উদ্যোগ নিয়েছে পৌরসভা। গোটা মাস জুড়ে প্রত্যেক সপ্তাহে রবিবার ও সোমবার ৬জোড়া করে স্পেশাল ট্রেন চালাচ্ছে পূর্ব রেলওয়ে। উল্লেখ্য গুরু পূর্ণিমা থেকে রাখী পূর্ণিমা অবধি একমাস ধরে শ্রাবণী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এবারে শ্রাবণ মাসে দুটি অমবস্যার কারণে শ্রাবণ মাসকে 'মল মাস' বলে উল্লেখ আছে পঞ্জিকায়। তাই রাখী পূর্ণিমা একমাস পিছিয়ে গিয়েছে, ফলে কার্যত এবারে দু"মাস ব্যাপী চলবে শ্রাবণী মেলা। ভক্তরা মোট ৮টা রবিবার ও ৮টা সোমবার পাবে বাবার মাথায় জল ঢালার জন্য।

উত্তম কুমারের প্রয়াণ দিবসে আবেগঘন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

মুম্বই, ২৪ জুলাই (হি.স.): সালটা ১৯৮০-র ২৪ জুলাই বাঙালি হারায় তাদের নায়ককে। টলিউড হারিয়েছিল তাদের মহানায়ককে। ২৪ জুলাই বাঙালির মহানায়ক উত্তর কুমার চিরঘুমে শায়িত হন। দেখতে দেখতে তাঁর প্রয়াণের ৪৩ বছর পূর্ণ। অভিনেতার প্রয়াণ দিবসে আবেগঘন তার সহ অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। 'ওগো বধূ সুন্দরী' ছবিতে কাজ করতে করতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন উত্তম কুমার। হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও চিকিৎসকদের চেষ্টা বিফল করে চলে যান মহানায়ক। রেখে যান অসমাপ্ত কিছু কাজ, থেকে যায় তাঁর করা অসামান্য এবং কালজয়ী সিনেমা ও চরিত্ররা।

বাংলা চলচ্চিত্র জগতে আজও তাঁর শূন্যতা কেউ ভরাট করতে পারেননি। উত্তম কুমারকে নিয়ে আজও ভাবেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। এই দুঃখের দিনে অভিনেত্রী বলেন, ""'উনি নেই এটা আমি মানি না।

লাতেহারে বাস ও ট্রেলারের সংঘর্ষে ১৩ যাত্রী আহত

লাতেহার, ২৪ জুলাই (হি. স.) : ঝাড়খন্ডের বালুমাঠ থানার অন্তর্গত চিতারপুর গ্রামের কাছে জাতীয় সড়ক-৯৯-এ বাস এবং ট্রেলারের তীব্র সংঘর্ষ হয়। সোমবার দুর্ঘটনায় বাসের ১৩ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। বালুমঠ হাসপাতালে সব যাত্রীর প্রাথমিক চিকিৎসা চলছে।

আহতদের মধ্যে রয়েছেন পিঙ্কি কুমারী, মহম্মদ আরমান, শঙ্কর উপাধ্যায়, সুমন কুমারী, মহম্মদ সেলিম, বিনোদ কুমার শর্মা, সুরেন্দ্র রাম, আদিত্য কুমার, নির্মল সিনহা, দীপালি দেবী, আমিশা দেবী, সোনি খাতুন এবং রাজা কুমার। দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের রিমসে রেফার করা হয়েছে। আহতদের বেশিরভাগই চাতরা ও রাঁচির বাসিন্দা।

তথ্য অনুযায়ী, যাত্রীবাহী বাসটি রাঁচি থেকে চাতরার দিকে যাচ্ছিল। ট্রেলারটি বালুমাঠ থেকে চান্দওয়ার দিকে আসছিল। এদিকে ছতরপুরের কাছে দুটি গাড়িরই সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের কারণে ঘটনাস্থলে যানজটের সৃষ্টি হয়। এখানে, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে ত্রাণ কাজ চালাতে গিয়ে আহত সকলকে চিকিৎসার জন্য বালুমঠ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে আহত যাত্রীদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। এখানে দুর্ঘটনার কারণে সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। অনেক চেষ্টার পর পুলিশ যান চলাচল স্বাভাবিক করে। পুলিশ গাড়ি দুটি বাজেয়াপ্ত করেছে। বাসের যাত্রীরা জানান, ট্রেলারটি খুব অনিয়ন্ত্রিত গতিতে এসে বাসটিকে ধাক্কা দেয়।

জওয়ান ছবিতে ইনটেন্স লুক-এ বিজয় সেতুপতি

মুম্বাই, ২৪ জুলাই (হি.স.) : গত কয়েকদিন ধরেই শাহরুখ খানের আগামী ছবি ""'জওয়ান"" নিয়ে উত্তেজনা দর্শক মহলে। এরই মাঝে ""'জওয়ান"" ছবিতে ""'ইনটেন্স লুক""-এ হাজির বিজয় সেতুপতি।

শোনা যাচ্ছে কিং খানই নন, এটি শাহরুখের সঙ্গে দক্ষিণের তারকা পরিচালক অ্যাটলির প্রথম ছবি। সেই সঙ্গে বাদশাহের সঙ্গে ছবিতে অভিনয় করছেন দক্ষিণের লেডি সুপারস্টার নয়নতারা। দক্ষিণের অপর তারকা বিজয় সেতুপতি। ক্যামিও চরিত্রে রয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোনও। ছবির টিজার ইতিমধ্যেই উত্তেজনার আগুন কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই আবহেই মুক্তি পেল ছবির নতুন পোস্টার। যদিও কোথাও উল্লেখ

অসমের ভারত-ভুটান সড়কে সংঘটিত দুর্ঘটনায় হত এক, আহত তিন

বাকসা (অসম), ২৪ জুলাই (হি.স.) : অসমের বাকসা জেলার অন্তর্গত তামুলপুরের ৯ মাইল চক এলাকায় ভারত-ভুটান সড়কে সংঘটিত এক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন। ঘটনা আজ সোমবার সকালে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

জানা গেছে, অসমের রঙিয়া থেকে তামুলপুরের দিকে আসছিল এএস ০১ এফএল ৬০১৬ নম্বরের একটি যাত্রীবাহী বলেরো। কিন্তু তামুলপুরের ৯ মাইল চক এলাকায় রঙিয়াগামী একটি টোটো (ই-রিকশা)-কে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দেয় বলেরোটি। ধাক্কার ফলে টোটোটি রাস্তা থেকে ছিটকে পাল্টি খেয়ে রাস্তা থেকে বহু দূরে গিয়ে পড়ে। দুর্ঘটনায় বলেরোর তিন যাত্রী এবং টোটোর চালক কেকেরিকুচি গ্রামের জগদীশ শালৈ গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত সবাইকে তামুলপুর প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

তবে জগদীশ শালৈ (৩৯)-এর শারীরিক অবস্থা সংকটজনক বলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে গৌহাটিতে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রাস্তায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত মুম্বইয়ে, রায়গড়-সহ ৬টি জেলায় কমলা সতর্কতা জারি

মুম্বই, ২৪ জুলাই (হি.স.) : বৃষ্টি থামছেই না মহারাষ্ট্রে, বরং বৃষ্টি দাপট একটু একটু করে বাড়ছে। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলায় ফের ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। ভারী বৃষ্টির 'কমলা' সতর্কতা জারি করা হয়েছে মহারাষ্ট্রের রায়গড়-সহ ৬টি জেলায়। মহারাষ্ট্রের রায়গড়, সিন্ধুদুর্গ, রত্নাগিরি, পুণে, কোলহাপুর ও সাতারা জেলায় ভারী বৃষ্টির 'কমলা' সতর্কতা জারি করা হয়েছে আগামী ২৭ জুন পর্যন্ত। বৃষ্টিতে এমনিতেই বিপর্যস্ত অবস্থা মুম্বইয়ে, সেখানে বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত। একটানা বৃষ্টির জেরে মুম্বইয়ের রাস্তায় জল জমে গিয়েছে। ফলে শ্লথ গতিতে চলাচল করছে যানবাহন। এই অবস্থায় মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলায় ফের ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)।

জুনাগড়ে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি দোতলা বাড়ি, প্রাণহানির আশঙ্কা

জুনাগড়, ২৪ জুলাই (হি.স.): গুজরাটের জুনাগড়ে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি দোতলা বাড়ি। প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই সোমবার বহুতলটি ভেঙে পড়ে। ১০-১২ জন ওই বহুতলের ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, অ্যাম্বুলেন্স ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দল। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে উদ্ধারকাজ। পুলিশ সূত্রের খবর, সোমবার জুনাগড়ে একটি দোতলা বহুতল ভেঙে পড়েছে। কয়েকজন ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। চলছে উদ্ধারকাজ। স্থানীয় মানুষজনও উদ্ধারকাজে হাত লাগান।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

১৩টি লক্ষণ স্ট্রোকের প্রাথমিক দিকে দেখা দিলে ,অগ্রাহ্য করবেন না

মস্তিষ্কের ভেতরে রক্তের শিরায় রক্ত জমাট বাধার ফলে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে স্ট্রোক হয়। এ থেকে ব্রেন ড্যামেজ, প্যারালাইসিস এবং মৃত্যুও হতে পারে। সুতরাং স্ট্রোক গুরুতর একটি স্বাস্থ্য সমস্যা। আর এমনটা ঘটলে রোগীকে দ্রুত হাসপাতাল ও ডাক্তারের কাছে নেওয়াও জরুরি।

সুতরাং স্ট্রোকের প্রাথমিক এই ১৩টি লক্ষণ কোনোভাবেই অগ্রাহ্য করা যাবেন না।

১. মুখের অর্ধেক অসাড় হয়ে পড়া
আপনি যদি হঠাত করেই হাসার সময় মুখের অর্ধেক নাড়াতে না পারেন বা মুখের অর্ধেক পুরোপুরি অসাড় হয়ে পড়ে তাহলে তা স্ট্রোকের স্পষ্ট একটি লক্ষণ। এমনটা ঘটে যখন আপনার মুখের মাংসপেশিতে রক্ত সরবরাহকারী স্নায়ুগুলো অক্সিজেন সরবরাহ কমে যাওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২. একটি বাহুতে দুর্বলতা
স্ট্রোকের আরেকটি স্পষ্ট লক্ষণ হলো কোনো একটি বাহুতে এমন দুর্বলতা বা অসাড়তা যে আপনি তা মাথার ওপর টেনে তুলতে পারছেন না।

৩. কথা বলায় অস্পষ্টতা
আপনি যদি হঠাত করেই কথা বলার সময় অস্পষ্ট আওয়াজ করতে থাকেন তাহলে তা স্ট্রোকের লক্ষণ। এমনটা হচ্ছে আপনার মস্তিস্কের কথা বলা এবং যোগাযোগের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকারী অংশে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে। এমনটা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার দেখান। আর নয়তো কথা বলার শক্তি হারাবেন চিরতরে।

৪. দেহের একপাশে দুর্বলতা বা প্যারালাইসিস
দেহের কিছু অংশ বা অর্ধেকটাজুড়ে দুর্বলতা বা প্যারালাইসিস এর মধ্য দিয়েও স্ট্রোকের লক্ষণ ফুটে ওঠে। এমন লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথেই হাসাতাল ও ডাক্তারে কাছে যেতে হবে। আর নয়তো স্থায়ীভাবেই দেহের অর্ধেকটা প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে পড়বে এবং অচল হয়ে যাবে।

৫. পিন বা সুচ ফোটার অনুভূতি
দীর্ঘক্ষণ বসে বা শুয়ে থাকার কারণে বাহুতে এবং পায়ে যদি সুচ বা পিন ফোটার অনুভূতি হয় তাহলে তা স্ট্রোকের লক্ষণ নয়। কিন্তু আপনি যদি আগে কখনো সুচ বা পিন ফোটার অনুভূতি হয়নি এমন কোনো ততপরতার মাঝখানে হঠাত করেই পিন বা সুচ ফোটার অনুভূতি পান তাহলে তা নিশ্চিতভাবেই স্ট্রোকের লক্ষণ।

৬. ঝাপসা দৃষ্টি
স্ট্রোকের আরেকটি লক্ষণ হলো আপনার কোনো একটি চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসা। মস্তিষ্কের যে অংশ আপনার দৃষ্টি সম্বন্ধীয় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে সে অংশে অক্সিজেন সরবরাহ কমে যাওয়ার ফলে এমনটা ঘটতে পারে।

৭. হঠাত ঝিমুনি
এটি স্ট্রোকের আরেকটি লক্ষণ। মস্তিষ্কের একটি অংশে রক্তসরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে এটা ঘটে।

৮. হাঁটা-চলায় অস্বাভাবিকতা
আপনি যদি আগে ঘটেনি এমনভাবে হঠাত করেই হাঁটা-চলায় অক্ষম হয়ে পড়েন তাহলে বুঝতে হবে আপনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন।

৯. তীব্র মাথাব্যথা
আপনি যদি আগের যে কোনো মাথা ব্যথার তুলনায় অনেক বেশি তীব্র মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হন তাহলে বুঝতে হবে আপনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন। আর এই ব্যথা যে কোনো ব্যথার চেয়ে তীব্র হওয়ার কারণ এটি হলো মৃত্যুর আগে আপনার মস্তিষ্কের সাহাজ্য চেয়ে কান্না করার মতো।

১০. স্মৃতি হারানো
মস্তিষ্কের যে অংশ স্মৃতি সংরক্ষণের কাজ করে সে অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে এমন সমস্যা দেখা দিতে পারে।

১১. আচরণগত পরিবর্তন
মস্তিষ্কই যেহেতু আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে সেহেতু স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে লোকের অস্বাভাবিক রাগ, উদ্বেগ এবং ভ্যাবাচেকা খাওযার মতো সমস্যা দেখা দেয়। এমনকি স্ট্রোক থেকে বেঁচে যাওয়ার পরও এমন সব সমস্যায় স্থায়ীভাবে আক্রান্ত হতে পারেন।

১২. লালা গেলায় সমস্যা
আপনি হয়তো বুঝতে পারেন না। কিন্তু আপনি প্রতি ১৫-৩০ সেকেন্ড পরপর আপনার মুখের লালা গিলে ফেলেন। প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষ প্রতি ২৪ ঘন্টায় ৬০০-৮০০ বার লালা গিলে ফেলেন। আর খাবারের সময় সচেতনভাবে গেলা তো আছেই। সুতরাং হঠাত করেই যদি আপনি লালা আর গিলতে না পারেন এবং তা মুখ বেয়ে পড়তে থাকে তাহলে বুঝতে হবে আপনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন।

১৩. মাংসপেশিতে খিল ধরা
আপনার মাংসপেশির স্নায়ুগুলোর রক্ত সরবরাহ যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আপনার দেহের এক বা একাধিক জায়গায় মাংসপেশি শক্ত হয়ে আসবে। দেহের যে কোনো অর্ধেক অংশেই সাধারণত এমনটা ঘটে।

এই উদ্ভিদটি খুবই আশ্চর্যজনক, এটি মানি প্ল্যান্টের চেয়েও বেশি কার্যকরী

গাছপালা জীবনে সুখ ও শান্তির ভিজ্ঞতা দেয়। যেখানে সবুজ তাদের থেকে জন্মায়। একই সময়ে, তারা পরিবেশের দিক থেকেও বেশ সঠিক বলে বিবেচিত হয়। বাস্তুশাস্ত্রে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের কথা বলা হয়েছে। এই গাছপালা কিছু খুব ভাগ্যবান বলে মনে করা

হয়। জীবনে বাস্তুশাস্ত্রের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। বাস্তু মতে, ঘর তৈরি করে জিনিসপত্র রাখা হলে অনেক ধরনের ত্রুটি ও সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে শুরু করে। বাস্তু অনুসারে কিছু গাছকে খুব শুভ বলে মনে করা হয়। ঘরে রাখলে বা রোপণ করলেই ইতিবাচক শক্তি প্রবাহিত হয় এবং ঘরে সমৃদ্ধি ও আশীর্বাদ আসতে শুরু করে। স্পাইডার প্ল্যান্ট, যা মানি প্ল্যান্টের চেয়েও বেশি কার্যকর বলে বিবেচিত হয়। এটি প্রয়োগ করলে অর্থ ও লাভের যোগফল তৈরি হতে থাকে। উন্নতি স্পাইডার প্ল্যান্ট দেখতে ছোট হলেও খুব আকর্ষণীয়। এটি সহজেই বাড়ির যে কোনও জায়গায় স্থাপন করা যেতে পারে। এটি প্রয়োগ করে একজন ইতিবাচক শক্তি অনুভব করে। এই গাছটি বাড়িতে বা অফিসে যেকোনো জায়গায় রাখা যায়। কর্মক্ষেত্রে রাখলে ব্যবসায় উন্নতি হয় এবং লাভ বাড়ে। অন্যদিকে, এটি বাড়িতে রাখলে নেতিবাচক শক্তি দূর হয় এবং পরিবারে প্রেম, সম্প্রীতি, সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। অভিমুখ- বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে বাড়ির উত্তর, পূর্ব, উত্তর-পূর্ব বা উত্তর-পশ্চিম দিকে গাছপালা রাখা ফলদায়ক বলে মনে করা হয়। আপনি যদি এটি কর্মস্থলে রাখতে চান তবে এটি টেবিলে রাখা শুভ। বাড়ির বসার ঘর, রান্নাঘর, বারান্দা এবং স্টাডি রুমে স্পাইডার প্ল্যান্ট রাখা যেতে পারে। শুকানোর পরে একটি নতুন গাছ লাগান স্পাইডার প্ল্যান্টকে কখনই শুকিয়ে যেতে দেবেন না, এমনকি দুর্ঘটনাক্রমেও। কোনো কারণে এই গাছ শুকিয়ে গেলে অবিলম্বে অপসারণ করে নতুন গাছ লাগাতে হবে বা রাখতে হবে। বাড়ির দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে কখনই স্পাইডার প্ল্যান্ট লাগাবেন না। এই গাছটিকে এই দিকে রাখলে অশুভ ফল পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য- স্বাস্থ্যের দিক থেকেও স্পাইডার প্ল্যান্ট অত্যন্ত উপকারী বলে বিবেচিত হয়েছে। বাস্তু মতে, এই গাছটি ঘরে রাখলে মানসিক চাপ ও বিষণ্ণতা দূর হয়। এর ঘরের নেতিবাচক শক্তি বেরিয়ে যায় এবং অশুভ শক্তি বিনষ্ট হয়।

দুটো টুকরো পাকা পেঁপে মুখে ঘষে নিন

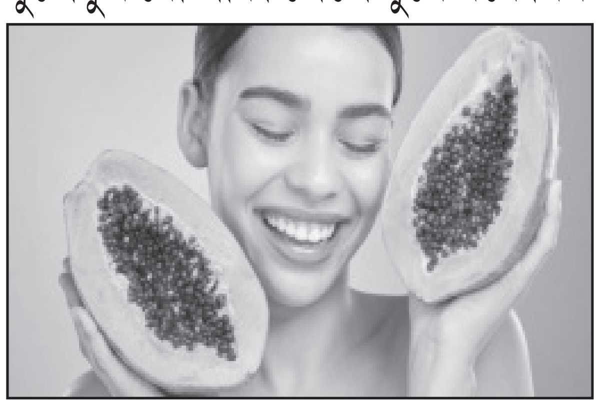

অফিস, বাড়ি, সংসার-সব কিছু সামলে নিজের যত্ন নেওয়ার সময় হয় না। অনেকে তো শরীরের খেয়াল রাখতেই ভুলে যান। খাওয়া-দাওয়াও বেশ খুব একটা নিয়ম মেনে করেন, তা নয়। সেখান থেকে ত্বকের যত্ন নেওয়ার কথা তো অনেকের মনেই থাকে না। মাসে একবার পার্লার যাওয়ারও সময় থাকে না অনেকের হাতে। সব মিলিয়ে চাপ বাড়ে ত্বকের উপর।

ত্বক ধীরে ধীরে নিস্তেজ হতে থাকে। বার্ধক্যের লক্ষণগুলো জড়াল হতে শুরু করে। সামনে বিয়ের বাড়ি পড়লেই তখন মনে পড়ে ফেসিয়ালের কথা। কিন্তু ছ' মাসে-ন' মাসে ফেসিয়াল করলে চটজলদি ত্বকের উজ্জ্বলতা ফিরে পাবেন না। কিন্তু মুখে পাকা পেঁপে মাখলে উপকার পেতে পারেন।

পাকা পেঁপে ত্বকের জন্য দারুণ উপকারী। পেঁপের মধ্যে বেশ ভাল পরিমাণে ভিটামিন এ এবং ভিটামিন সি রয়েছে। পাশাপাশি এই ফলের মধ্যে পাপাইন নামের এনজাইম রয়েছে। এই উপাদানগুলো ত্বকের উপর কালচে দাগ, ব্রণ, ফুসকুড়ি ইত্যাদি দূর করতে সাহায্য করে। পাকা পেঁপের তৈরি ফেসপ্যাক ব্যবহার করলে আপনি নিখুঁত ত্বক পেতে পারেন। শুধু আপনাকে ত্বকের ধরন অনুযায়ী সঠিক ফেসপ্যাক ব্যবহার করতে হবে।

শুষ্ক ত্বকের ফেসপ্যাক-
শুষ্ক ত্বকের জন্য পেঁপে ও মধুর ফেসপ্যাক ব্যবহার করুন। ৮-১০ কিউব পাকা পেঁপে নিয়ে ম্যাশ করে নিন। এতে ১ চামচ কাঁচা দুধ যোগ করুন এবং ১ চামচ মধু মিশিয়ে নিন। এবার এই মসৃণ পেস্টটা ত্বকের উপর লাগান। ১৫-২০ মিনিট ত্বকের উপর এই ফেসপ্যাক লাগিয়ে নিন। এটা শুকিয়ে গেলে সাধারণ জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নেবেন।

তৈলাক্ত ত্বকের ফেসপ্যাক-
তৈলাক্ত ত্বকের ক্ষেত্রে আপনি পেঁপে, কলা ও শসার তৈরি ফেসিয়াল মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন। ১/৪ টুকরো পেঁপে, ১/৪ টুকরো শসা ও অর্ধেক কলা নিয়ে একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন। এবার এই মিশ্রণটি ত্বকের উপর লাগান এবং ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। তারপর সাধারণ জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। এই ফেসপ্যাক ত্বক থেকে অতিরিক্ত তেল দূর করবে এবং ত্বকের জেল্লা বাড়াবে।

কম্বিনেশন ত্বকের ফেসপ্যাক- যে সব ত্বকের টি জোন তৈলাক্ত হয় তাকে কম্বিনেশন ত্বক বলে। এক্ষেত্রে আপনি ৮-১০ কিউব পাকা পেঁপে নিয়ে ম্যাশ করে নিন। এতে এক টুকরো টমেটোর পাল্প যোগ করুন। এবার এই ফেসপ্যাকটি ত্বকের লাগান। মিনিট পনেরো এই ফেসপ্যাক লাগিয়ে রাখার পর জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

শীতের বিদায়বেলায় আরও শুষ্ক হচ্ছে ত্বক ?

বিদায়ের সময় শীত যেন আরও চেপে বসেছে। এলোমেলো হাওয়া, শিরশিরানি ঠান্ডায় ত্বক আরও শুষ্ক হয়ে ওঠে। শুষ্ক এমন পরিস্থিতিতে পৌঁছায় যে ত্বক থেকে পাতলা চামড়াও উঠতে শুরু করে। শীতকালে ত্বকের যত্ন কীভাবে করবেন, তা জেনে রাখা প্রয়োজন। রুক্ষ ও শুষ্ক আবহাওয়ায় ত্বক যেমন ফেটে যায়, তেমনি আঙুল, ঠোঁট ও হাতের ত্বকেও ফাটল ধরে।

তাই ঠান্ডা ঋতুতে ত্বকের আর্দতা বজায় রাখতে নিজের থেকে সময় বের করে কয়েকটি সহজ টিপস মেনে চলুন। শীতকালে ত্বকে আর্দচা বজায় রাখা বেশ কঠিন। তাপমাত্রা ও শুষ্ক বাতাসের কারণে শুষ্ক, সমবেদনশীল ত্বকের জন্য শীতকালীন ত্বকের যত্ন কীভাবে করবেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শীতের মাসগুলিতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের যত্নের ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া উচিত কারণ এই সময় আরামদায়ক আবহাওয়ায় ত্বক আরও শুষ্ক, ফ্ল্যাকি ও ডিহাইড্রেটেড হয়ে থাকে। এর অন্যতম কারণ হল, বাতাসে কম আর্দতা থাকার ফলে ত্বকও আর্দ হারায়। ঠান্ডা আবহাওয়ায় ত্বক যদি শুষ্ক, ফাটা গোড়ালি, ঠোঁটে ফাটল ধরে। তাই সারা দিন ত্বকে যাতে আর্দতা বজায় থাকে, তার জন্য কয়েকটি নিয়ম মেনে চলুন।

১. মুখ বা শরীরে পুষ্টিকর ময়েশ্চারাইজার ববহার করুন। বারবার ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করলে অতিরিক্ত সুবিধার মধ্যে রয়েছে অকাল বার্ধক্যের লক্ষণগুলিকে হ্রাস পায়। ব্রণর প্রবণতা থাকলে তা প্রতিরোধ করতে ও ত্বকের মধ্যে ফাইন লাইনস রোধ করতেও সাহায্য করে।

২. শীতকালে গরম জলে স্নান করলে দারুণ আরামবোধ করতে পারেন। কিন্তু জানেন কী, ত্বক কখনও গরম জলে স্নান করা উচিত নয়। ত্বকের বাইরের স্তরে পাওয়া কেরাটিন কোষগুলি গরম জলের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে তাতে ত্বক শুষ্ক, রুক্ষ ও চুলকানি তৈরি হয়। গরম জল ত্বকের প্রাকৃতিক তৈলাক্ততা হ্রাস করে। আগের চেয়ে আরও শুষ্ক করে দেয়। তাই স্নানের সময় রুটিন মেনে শীতকালের স্কিনকেয়ারের অন্যতম প্রধান উপায়।

৩. অন্যান্য ঋতুর থেকে শীতকালে ত্বক সবচেয়ে বেশি শুষ্ক হয়। আর্দতা বজায় রাখতে জল পান করা আবশ্যিক। একটি হিউমিডিফায়ার বাতাসে আরও আর্দতা বজায় রাখতে সারাদিন প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন।

৪. শীতকালে উষ্ণ রাখার জন্য শোয়েটার, চাদর পরার অভেস তৈরি হয়ে যায়। তাই ত্বককে সুস্থ ও আর্দ রাখতে প্রথম টোনার, তারপর সিরাম ও সবচেয়ে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা উচিত। স্কিনকেয়ার রুটিনে থাকা হায়ালুরোনিক অ্যাসিড, গ্লিসারিন, সিরামাইডের মতো উপাদান শীতকালে ত্বককে তীব্রভাবে আর্দতা দেয়।

৫.শুষ্ক ত্বককে মোলায়েম করতে এক্সফোলিয়েটিং সত্যিই দরকারী। ত্বকের মৃত কোষ, ময়লা দূর করে ও ছিদ্র পরিষ্কার করতে এক্সফোলিয়েটিংয়োর প্রয়োজন। শুষ্ক শীতের বাতাস থেকে জমে থাকা মৃত ত্বকের কোষগুলিকে অপসারণ করতে হালকা স্ক্রাব ব্যবহার করুন। ত্বককে আরও উজ্জ্বল করতে ও পরিষ্কার করার পরে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করলে কাজ আরও ভাল হয়।

৬. সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করতে সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে ভুলবেন না যেন। শুষ্ক ত্বক থেকে মুক্ত থাকতে ও ফাইনলাইনস ও বলিরেখা প্রতিরোধ করতে সানস্ক্রিন ব্যবহার করা আবশ্যিক। এখানে উপলব্ধ তথ্য শুধুমাত্র বিশ্বাস এবং তথ্যের উপর ভিত্তি করে। এখানে উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে টিভিনাইন বাংলা কোনও বিশ্বাস বা তথ্য নিশ্চিত করে না। কোনও তথ্য বা বিশ্বাস অনুশীলন করার আগে একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন।)

সহজ টোটকায় বাড়িতে হেয়ার স্পা ক্রিম বানিয়ে নিন

চুলের যত্ন নেয় না, এমন মানুষ খুঁজে পাবেন? হয়তো নিয়ম করে স্যাঁলোয় যাওয়া হয় না, নিয়ম করে চুলে তেল মাখেন না। কিন্তু দিনে একবার হলেও চুলে চিরুনি বুলিয়ে নিই সকলেই। তবে, কেউ কেউ রয়েছেন, যাঁরা নিয়ম করে হেয়ার টিট্রমেন্ট করান। তাঁদের কাছে "গুড হেয়ার ডে" খুব গুরুত্বপূর্ণ। ব্লো-ড্রাই ছাড়া তাঁদের মন ভরে না।

তেল, শ্যাম্পু, কন্ডিশনার, সিরামের সঙ্গে সমঝোতা করেন না তাঁরা। আর প্রত্যেক মাসে নিয়ম করে হেয়ার স্পা করান। এতে বেশ গাঁটের কড়িও খসে। চুলের দৈর্ঘ্য এবং হেয়ার স্পায়ের ক্রিমের উপর নির্ভর করে স্পায়ের দাম। একই কাজটা যদি বাড়িতে বিনা খরচে করা যায়, তাহলে কেমন হবে?

প্রতি মাসে অন্তত একবার করে হেয়ার স্পা করানো জরুরি। চুল পড়া, খুশকি, রুক্ষ ও শুষ্ক চুলের সমস্যা সহজে পিছু ছাড়ে না। সেখানে হেয়ার স্পা করালে চুলের কোমলতা বজায় থাকে। পাশাপাশি এতে স্ক্যাল্পে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়। চুল পড়া এবং অন্যান্য চুলের সমস্যাও কমে যায়। স্যাঁলোর মতো হেয়ার স্পা বাড়িতে সম্ভব নয়-অনেকেই মনে করেন। বাড়িতে নিজে হাতে হেড ম্যাসাজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু হেয়ার স্পায়ের ক্রিম বানিয়ে নেওয়া সম্ভব। হ্যাঁ, হেয়ার স্পায়ের ক্রিম আপনি বাড়িতেই বানাতে পারেন। এতে আপনার হাজার খানেক টাকা খরচও হবে না। কিন্তু আপনার চুল মোলায়েম এবং সুন্দর হবে।

বাড়িতে হেয়ার স্পা ক্রিম তৈরি করুন-
একটি বাটিতে তিন চামচ কোল্ড প্রেসড নারকেল তেল নিন। এতে এক চামচ তাজা অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে দিন। এবার এতে ২ টেবিল চামচ শিয়া বাটার যোগ করুন। একটা ডিম মেশান আর ৩ টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে নিন। উপকরণগুলোকে ভাল করে একসঙ্গে মিশিয়ে দিন। ব্যস তৈরি হেয়ার স্পা ক্রিম।

যেভাবে হেয়ার স্পা ক্রিম ব্যবহার করবেন- প্রথমে শ্যাম্পু করে নিন। শুকনো করে চুল মুছে নিন। এবার গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত ভাল করে চুলে ওই হেয়ার স্পা ক্রিম লাগিয়ে নিন। ক্রিম লাগিয়ে হালকা হাতে স্ক্যাল্পে ম্যাসাজ করুন। তারপর চুলে গরম ভিজে তোয়ালে জড়িয়ে রেখে দিন। এই অবস্থায় ৪৫ মিনিট থাকতে হবে। তারপর শ্যাম্পু করে নিন। এরপর কন্ডিশনার লাগিয়ে নেবেন। সপ্তাহে একবার করে আপনি এই হেয়ার স্পা ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন। এতে চুলের যাবতীয় সমস্যা দূর হয়ে যাবে। চুলের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাবে। এতে চুল পড়া, খুশকির সমস্যাও দূর হয়ে যাবে। পাশাপাশি এই হেয়ার স্পা ক্রিম আপনার অনেক টাকা বাঁচিয়ে দেবে।

খুশকির সমস্যায় নাজেহাল অবস্থা ?

খুশকির সমস্যায় একবার না একবার সকলেই ভুগেছেন! আর সহজে সারতেও চায় না খুশকি। দূষণ, ধুলোবালির কারণে এখন সারা বছরই খুশকির সমস্যা লেগে থাকে। আর, শীতের শুষ্ক আবহাওয়ায় খুশকির সমস্যা আরও বাড়ে। খুশকির কারণে চুল শুষ্ক ও প্রাণহীন হয়ে যায়। চুল পড়া আরও বাড়ে। শুধু তাই নয়, খুশকি মাথার ত্বকে চুলকানি ও জ্বালাভাবও সৃষ্টি করে। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে নামীদামী পণ্যের পরিবর্তে ঘরোয়া প্রতিকারের সাহায্য নিতে পারেন।

খুশকি সারাতে অলিভ অয়েল দারুণ কার্যকর। জেনে নিন খুশকি সারাতে কী ভাবে ব্যবহার করবেন অলিভ অয়েল-

ডিম এবং অলিভ অয়েল হেয়ার মাস্ক
ডিমের সাদা অংশে রয়েছে এনজাইম, যা ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে এবং ইনফেকশন প্রতিরোধ করে। ডিম চুলে পুষ্টি যোগায়। খুশকি সারাতে দারুণ কার্যকর এই হেয়ার মাস্ক।

১টি ডিমের সাদা অংশ এবং ২ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল ফেটিয়ে নিন ভালো করে। এই মিশ্রণটি আপনার মাথার ত্বকে ও চুলে লাগিয়ে শাওয়ার ক্যাপ দিয়ে মাথা ঢেকে নিন। ২০ মিনিট পর শ্যাম্পু করে ফেলুন। তারপর কন্ডিশনার লাগিয়ে নিন। সপ্তাহে এক বার বা দুই বার এই হেয়ার মাস্ক লাগান।

অলিভ অয়েল এবং আমন্ড অয়েল
আমন্ড অয়েলের প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। খুশকি সারাতে খুব ভালো কাজ করে এই তেল।

১ টেবিল চামচ অলিভ অয়েলের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ আমন্ড অয়েল মিশিয়ে স্ক্যাল্পে ও চুলে ম্যাসাজ করুন। ৩০ মিনিট পর শ্যাম্পু করে কন্ডিশনার লাগিয়ে নিন। সপ্তাহে ২-৩ বার এই মাস্ক লাগাতে পারেন।

অলিভ অয়েল এবং লেবুর হেয়ার মাস্ক
লেবুর রস সাইট্রিক অ্যাসিড, ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। লেবু খুশকি সারায় এবং মাথার ত্বক সুস্থ রাখে। এই হেয়ার মাস্কটি লাগানোর পর রোদে বসবেন না, কারণ লেবুর রস সূর্যের আলোর সংস্পর্শে এলে আপনার চুলকে ব্লিচ করতে পারে।

১ চা চামচ লেবুর রসের সঙ্গে ২ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল মিশিয়ে স্ক্যাল্প ও চুলে লাগান ভালো ভাবে। ৪৫ মিনিট পর শ্যাম্পু করে কন্ডিশনার লাগিয়ে নিন। সপ্তাহে ২-৩ বার এই হেয়ার মাস্ক লাগালেই যথেষ্ট। অলিভ অয়েল এবং টি ট্রি অয়েল টি ট্রি অয়েলে অ্যান্টিফাঙ্গাল এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে। খুশকি সারাতে দারুণ কার্যকর এই হেয়ার মাস্ক।

২ টেবিল চামচ অলিভ অয়েলের সঙ্গে ১০ ফেঁটা টি ট্রি অয়েল মেশান। এই মিশ্রণটি মাথার ত্বকে ও চুলে ম্যাসাজ করুন কিছুক্ষণ। আধ ঘন্টা পর শ্যাম্পু করে কন্ডিশনার লাগিয়ে নিন। সপ্তাহে ২-৩ বার এটি ব্যবহার করতে পারেন। অলিভ অয়েল এবং সাদা ভিনেগার সাদা ভিনেগারে রয়েছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড, যা ফাঙ্গাল ইনফেকশনের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এই হেয়ার মাস্ক খুশকি সারায় এবং চুলকানি উপশম করে।

১ চা চামচ অলিভ অয়েলের সঙ্গে ২ চা চামচ সাদা ভিনেগার এবং ১ টেবিল চামচ জল মিশিয়ে নিন। স্ক্যাল্পে এই মিশ্রণটি পাঁচ মিনিট ম্যাসাজ করুন। তারপর আরও পাঁচ মিনিট এটি মাথায় রাখার পর শ্যাম্পু করে নিন। খুশকি না সারা পর্যন্ত সপ্তাহে ১-২ বার এই মিশ্রণটি লাগাতে পারেন। অলিভ অয়েল এবং হলুদ হলুদ হল অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের একটি পাওয়ার হাউস। এ ছাড়াও, এতে অ্যান্টিসেপটিক এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা খুশকি প্রতিরোধ করে। স্ক্যাল্প ও চুল সুস্থ রাখে হলুদ।

১ চা চামচ হলুদ গুঁড়োর সঙ্গে ২ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল মেশান ভালো করে। স্ক্যাল্প ও চুলে এই মিশ্রণটি প্রায় ১০ মিনিট ম্যাসাজ করুন। ৩০ মিনিট পর শ্যাম্পু করে কন্ডিশনার লাগিয়ে নিন। সপ্তাহে ২-৩ বার এই হেয়ার মাস্ক লাগান।

আমন্ড অয়েল ব্যবহারেই বন্ধ হবে চুল পড়া

আমন্ড বা কাঠবাদাম শুধু আমাদের স্বাস্থ্যেরই উপকার করে না, চুল ভালো রাখতেও দারুণ কাজ করে। প্রতিদিন নানা কারণে আমাদের চুল ও স্ক্যাল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রোদ, ধুলোবালি, ধোঁওয়া, দূষণের কারণে চুল ড্যামেজ হয়ে যায়।

এর সঙ্গে খুশকির সমস্যা তো আছেই। এই সব কারণে চুল অনুজ্জ্বল, রুক্ষ-শুষ্ক হয়ে পড়ে। চুল পড়া আরও বেড়ে যায়। চুলের সব সমস্যা দূর করতে ব্যবহার করুন আমন্ড অয়েল। স্ক্যাল্পের আর্দতা ধরে রাখতে ও চুল সুস্থ রাখার জন্য আমন্ড অয়েল খুবই কার্যকর। এই তেলের পুষ্টিগুণে চুল পড়াও বন্ধ হয়।

আমন্ড অয়েলে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ভিটামিন ই আছে। এ ছাড়া, ম্যাগনেশিয়ামও আছে আমন্ড অয়েলে। তাই চুল পড়া বন্ধ হতে খুব বেশি সময় নেয় না, আর চুলের বৃদ্ধিও হয় চোখে পড়ার মতোই। চুলের গোড়া মজবুত করে এই তেল। চলুন জেনে নেওয়া যাক, কোন কোন উপায়ে আমন্ড অয়েল ব্যবহার করলে চুল পড়া বন্ধ হতে পারে।

আমন্ড অয়েল এবং লেবুর রস
২ টেবিল চামচ আমন্ড অয়েলের সঙ্গে ২ চা চামচ লেবুর রস মিশিয়ে নিন ভালো করে। এবার এই মিশ্রণটি আপনার চুল ও মাথার ত্বকে লাগান। কয়েক মিনিট এই তেলটি ম্যাসাজ করার পরে, আরও আধা ঘণ্টা মাথায় রেখে দিন। তারপর শ্যাম্পু করে ফেলুন। সপ্তাহে তিন বার এই মিশ্রণটি লাগাতে পারেন।

আমন্ড অয়েল এবং ডিম
৪ টেবিল চামচ আমন্ড অয়েলের সঙ্গে ১টি গোটা ডিম ফেটিয়ে নিন। প্রথমে শ্যাম্পু করে চুল হালকা শুকিয়ে নিন। এই মিশ্রণটি পুরো চুলে লাগিয়ে ৪০ মিনিট রাখুন। তারপরে আবার শ্যাম্পু করে ফেলুন। সপ্তাহে একবার এই হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করলেই ফল পাবেন!

আমন্ড অয়েল এবং টক দই
এক কাপ টক দইয়ের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ আমন্ড অয়েল মিশিয়ে নিন। প্রথমে আপনার চুল ধুয়ে হালকা শুকিয়ে নিন। এবার দই ও তেলের মিশ্রণটি পুরো চুলে লাগিয়ে ৩০ মিনিট রেখে দিন। তারপরে আবার শ্যাম্পু করে নিন। সপ্তাহে দুই বার এই হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন।

আমন্ড অয়েল এবং অলিভ অয়েল
এক টেবিল চামচ আমন্ড অয়েলের সঙ্গে এক টেবিল চামচ অলিভ অয়েল ভালো ভাবে মিশিয়ে নিন। স্ক্যাল্প এবং পুরো চুলে তেলের মিশ্রণটি ম্যাসাজ করুন কিছুক্ষণ। ৩০ মিনিট তেলটি মাথায় রেখে শ্যাম্পু করে ফেলুন। সপ্তাহে তিন বার এই তেল লাগাতে পারেন।

আমন্ড অয়েল, কলা এবং মধু
একটি পাকা কলা চটকে তার সঙ্গে ২ টেবিল চামচ আমন্ড অয়েল এবং ১ টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে নিন। প্রথমে চুল শ্যাম্পু করে শুকিয়ে নিন। তারপর এই হেয়ার মাস্ক লাগিয়ে ৪৫ মিনিট রাখুন। তারপর আবার শ্যাম্পু করে নিন। সপ্তাহে একবার এই হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করুন।

রাজ্যে আরও ১০ দিন বাহিনী রাখার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের, সম্মতি হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি. স.) : রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট নির্বাচন পরবর্তী হিংসা জারি। সেই জন্য বাহিনীকেও আরও দশদিন রাখার সিদ্ধান্ত নিরেছে কেন্দ্র। সম্মতি দিয়েছে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবাজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য্যর ডিভিশন বেঞ্চও।

এ নিয়ে শুনানিতে সরকারি স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ব্যাপারে কী করা হয়েছে রাজ্যের কাছে জানতে চান প্রধান বিচারপতি। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল জানান, তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে। সেটা হলফনামায় জানানো হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন, কারা এই দুর্বৃত্ত?

অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) জবাবে বলেন, সব কিছু জানিয়েছি আমরা হলফনামায়।

অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী জানান, কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে নিরন্তর অসহযোগিতা করা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। তবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপাতত আরও ১০ দিন কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে রাজ্যে। দফায় দফায় তাদের প্রত্যাহার করা হবে।

রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, কেন্দ্র আরও দশ দিন বাহিনী রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্য যাতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের সঙ্গে কাজ করতে পারে, আদালত সেই সুযোগ দিক। এখন রাজ্যের সব জেলায় পুলিশের সঙ্গে তারা নিরাপত্তা দেওয়ার কাজ করছে। কোথাও কোনও অভিযোগ আসেনি। এই সমস্ত জনস্বার্থ মামলাগুলি খারিজ করা উচিত।

এদিকে বিজেপি শিবিরের আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল উল্লেখ করেন, একাধিক মামলা হয়েছে, সবাই হলফনামা দিচ্ছে। কিন্তু মামলার আসল বিষয় হারিয়ে যাচ্ছে। যাঁরা ঘর ছাড়া, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা, গণনা আদৌ হয়েছে কিনা এই বিষয়গুলোর ওপর আরও গুরুত্ব দেওয়া দরকার। পাশাপাশি বিজেপির আইনজীবী গুরু কৃষ্ণ কুমারের অভিযোগ পুনর্নির্বাচন হয়েছে মাত্র ০.১ু বুথে। ভিডিও ফুটেজও ভাল করে খতিয়ে দেখা হয় নি।অন্যদিকে দু''জন মহিলার শ্লীলতাহানি করা হয়েছে বলেও অভিযেগ ওঠে। তারা বাড়ি ফিরতে পারছেব না। এদিন হাইকোর্টে হাজির হয়েছিলেন তাঁরা। সেক্ষেত্রে প্রধান ওই দুই মহিলাকে এসকর্ট করে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেন বিচারপতি। একইসঙ্গে তাঁরা যাতে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে থাকতে পারেন, তা নিশ্চিত করার কথাও বলা হয় পুলিশকে। প্রসঙ্গত, এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে প্রথম থেকেই বিস্তর জলঘোলা হয়। আদালতের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। যদিও সেক্ষেত্রেও সমস্ত বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল না বলেই অভিযোগ বিরোধীদের। নির্বাচনে বিস্তর হিংসারও অভিযোগ ওঠে। সেক্ষেত্রে এবার এই সিদ্ধান্ত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

সর্বদল বৈঠক বয়কট বিজেপি ও আইএসএফের

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি. স.) : বিধানসভায় বাদল অধিবেশনের আগে সর্বদল বৈঠকে যোগ দিলেন না বিজেপি এবং আইএসএফের বিধায়কেরা। শুধু শাসক তৃণমূলের বিধায়কদের নিয়েই হল বৈঠক। বৈঠকে যোগ না দেওয়ার ব্যাপারে আইএসএফের তরফে কোনও ব্যাখ্যা মেলেনি।

বিজেপি সূত্রের দাবি, বিধানসভার 'রীতি-নীতি' ভঙ্গ করছে শাসকদল। বিরোধী দলকে 'যোগ্য সম্মান' না দেওয়ার প্রতিবাদেই তারা এই ধরনের বৈঠক বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সম্মতি না মেলায় প্রস্তাবিত সময়ে বিধানসভার বাদল অধিবেশন নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল। যদিও শেষ মুহূর্তে সম্মতি মেলে রাজভবন থেকে। এর পর শনিবার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সোমবার দুপুর ১২টা থেকেই বাদল অধিবেশন শুরু হবে। তার আগে বেলা ১১টা নাগাদ হবে সর্বদল বৈঠক।

সেই বৈঠকে যোগ দিলেন না কোনও বিজেপি বিধায়ক। একমাত্র আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিও যোগ দেননি সর্বদলে। বৈঠকের পর নির্ধারিত সময়েই অধিবেশন শুরু হয়। প্রথামাফিক পাঠ করা হয় শোকপ্রস্তাবও। এর পরেই অধিবেশন মুলতবি করে দেন স্পিকার। বিধানসভার 'রীতি' ভঙ্গের প্রতিবাদ জানাতেই সর্বদল বৈঠকে না থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বিজেপি সূত্র।

বৈঠকে যোগ না দেওয়ার ব্যাপারে বিজেপি সূত্রের ব্যাখ্যা, বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি (পিএসি)-সহ বিভিন্ন কমিটির মাথায় যেখানে বিরোধী দলকে 'গুরুত্ব' দেওয়াই দস্তুর, সেখানে 'দলবদলু'দের চেয়ারম্যান করে দেওয়া হচ্ছে। অন্যক্রদিকে, নওশাদ কেন সর্বদল বৈঠকে যোগ দেননি, তা নিয়ে আইএসএফের তরফে এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানানো হয়নি।

রানিনগরে বোমাবাজি অব্যাহত, আহত ২

মুর্শিদাবাদ, ২৪ জুলাই (হি. স.) : মুর্শিদাবাদে পঞ্চায়েত ভোট পরবর্তী সময়েও রাজনৈতিক হিংসা যেন থামছেই না। রোজই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জড়িয়ে পড়ছে সংঘর্ষে। এবার কংগ্রেস ও তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে বোমাবাজিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল রানিনগরের ডেপুটিপাড়া।

রবিবার রাতে বোমাবাজিতে হাত-পা উড়ল কংগ্রেস কর্মীর। আহত হয় আরও একজন।

কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীরাই কংগ্রেস সমর্থকের বাড়ি লক্ষ্য করে রবিবার রাতে বোমাবাজি চালায়, চলে গুলিও। এই ঘটনায় কংগ্রেস কর্মী রেন্টু শেখ গুরুতর জখম হয়েছে। তাঁর হাত ও পা গুরুতরভাবে জখম।

জানা গিয়েছে, রেন্টু শেখ বোমা নিয়ে দৌড়নোর সময় তা ফেটে জখম যায়। আর তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, কংগ্রেসের কর্মীরাই বোমাবাজি করেছে। এতে জখম আততারি মণ্ডল নামে এক তৃণমূল কর্মীও। এনিয়ে রাতে ব্যাপক উত্তেজনা হয় ডেপুটিপাড়ায়।

ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জখমদের রানিনগরের গোধনপাড়া ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁদের শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় রাতেই মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে।

সূত্রের খবর, কংগ্রেস সমর্থক রেন্টু শেখের অবস্থা শোচনীয়। সোমবার সকলের খবর মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। জখম রেন্টু শেখের স্ত্রী ইতিনা বিবির বক্তব্য, "ভোটে এলাকায় কংগ্রেস-সিপিএম জোট প্রার্থীর জয় হওয়ার পর থেকেই বাড়ির সামনে তৃণমূলের লোকেরা আড্ডা মারে। আজ হঠাৎ করেই রাতের বেলায় বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি করে ও গুলি করেছে। তাতেই আমার স্বামী জখম হয়েছে।"

যদিও তৃণমূলের রানিনগর ২ ব্লকের সভাপতি শাহ আলম সরকার জানান, "রাস্তার ধারে বাড়ি। গরমে পাড়ার লোকজন মাচানে বসে থাকে। কিন্তু কংগ্রেসের ওই সব বাড়ির লোকজন ভোটে জেতার পর থেকেই তৃণমূলের লোকেদের লক্ষ্য করে গালমন্দ করে। শনিবারও করেছে। এর প্রতিবাদ করলে রেন্টু শেখের ভাইপো প্রথমে বোমা মারে। তাতেই আততারী মণ্ডল জখম হয়। ঘটনায় লোকজন পালাতে থাকে। ওই সময় আবার বোমা নিয়ে দৌড়াবার সময় পড়ে গিয়ে নিজের বোমা ফেটে রেন্টু শেখ জখম হয়। তৃণমূলের চেউ বোমা মারেনি।"

কংগ্রেস নেতৃত্ব জাহাঙ্গীর ফকিরের অবশ্য দাবি, " ওই অভিযোগ ঠিক নয়। ঘটনার সময় রেন্টু শেখ মসজিদে নমাজ পড়ে বাড়ি যাচ্ছিল। তখনই তাকে বোমা মারা হয়েছে। যার জেরে তার বাম হাত ও বাম পায়ের জঙ্ঘা জখম হয়েছে।"

"আইএনডিআইএ. জিতবে, এনডিএ হারবে" দাবি কৌস্তুভ রায়ের

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি. স.) : "আমাকে ভয় দেখিয়ে, হেনস্থা করে কোনও লাভ নেই। আইএনডিআইএ. জিতবে, এনডিএ হারবে বলে সোমবার মন্তব্য করলেন বেআইনি কাজের দায়ে ধৃত কলকাতার একটি টিভি চ্যানেলের মালিক ও সম্পাদক কৌস্তুভ রায়। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "তদন্তের নামে প্রহসন হচ্ছে। সারাদিন শুয়ে আছি এবং ঘুমোচ্ছি। কোনও কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। যা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।"

তিনি বলেন, "হেফাজতে থেকে আমার সুগার প্রেসার সব কমে গিয়েছে। আমার কমছে মানে ইডি-আর বারবে'। জোকা ইএসআই থেকে বেরনোর সময় এমনই মন্তব্য করেন কলকাতা টিভির সম্পাদক কৌস্তুভ রায়।

সোমবার তৃতীয় দফার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তাঁকে জোকা ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যায় ইডি। সেখান থেকে বেরনোর সময় কৌস্তুভ বলেন, তাঁকে মিথ্যে মামলায় ইডি গ্রেফতার করেছে। মিথ্যে মামলায় তাঁকে ইডি কী বা জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার পর তাঁর সুগার প্রেসার সব কমে গিয়েছে।এর আগে গত শনিবার দ্বিতীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তাঁকে জোকা ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে

প্রসঙ্গত, একটি চিটফান্ড মামলায় আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে কৌস্তুভ রায়কে সোমবার মাঝরাতে গ্রেফতার করে ইডি। মঙ্গলবার তাঁকে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে হাজির করানো হয়। তিনি নিজেই সওয়াল করেন। আদালত কলকাতা টিভির সম্পাদককে দশ দিন ইডি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। একদিন অন্তর তাঁকে মেডিক্যাল পরীক্ষা করাতে হবে বলেও আদালত জানিয়েছে। দুদিন অন্তর তিনি আইনজীবীদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। পরবর্তী হাজিরা ২৮ জুলাই।

লোকাল ট্রেনে দেরির প্রতিবাদে খড়গপুর শাখায় রেল অবরোধ

খড়গপুর, ২৪ জুলাই (হি. স.) : নিত্যদিন দেরি করে লোকাল ট্রেন। তার প্রতিবাদে রেল অবরোধ স্থানীয়দের। সপ্তাহের প্রথম কর্মব্যস্ত দিনে খড়গপুরের ভোগপুর স্টেশনে যাত্রী বিক্ষোভ হয়। তার জেরে ব্যাহত রেল পরিষেবা। অবরোধের জেরে বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়েছে একের পর এক লোকাল ও দূরপাল্লার ট্রেন।

সোমবার সকালে ঘড়িতে প্রায় ৮টা ২০। অফিস যাতায়াতকারীদের ভিড় স্টেশনে। আচমকাই রেল অবরোধ। স্টেশনে পৌঁছেও দাঁড়িয়ে থাকে ট্রেন। রেললাইনে নেমে বিক্ষোভ দেখায় উত্তেজিত জনতা।

জনতার অভিযোগ, নিত্যদিন দেরি করে লোকাল ট্রেন। তার ফলে গন্তব্যে পৌঁছতে দেরি হয়ে যায়। রেল কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে সমস্যা সমাধান করতে হবে বলেও দাবি তাঁদের।

প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে একটানা চলে রেল অবরোধ। তার জেরে একাধিক স্টেশনে আটকে পড়ে বহু লোকাল ও দূরপাল্লার ট্রেন। ভোগান্তির শিকার হন নিত্যযাত্রীরা। তবে রেল কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে অবশেষে অবরোধ উঠে যায়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

মুর্শিদাবাদের তৃণমূল নেতাকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ

মুর্শিদাবাদ, ২২ জুলাই (হি. স.) : রবিবার রাতে মুর্শিদাবাদে সুতি ২ নম্বর ব্লকের উমরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধান মজিবুর রহমানকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে।

আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে ভরতি করা হয়েছে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে। জখম তৃণমূল প্রাক্তন প্রধান মজিবুর রহমান যদিও এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে পরাজিত হয়েছেন। বেশি রাতে বাড়ি ফেরার পথে ধারালো অস্ত্র নিয়ে কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁর উপর প্রাণহানি আক্রমণ করেছে বলে অভিযোগ করেছেন জখম মজিবুর রহমানের ছেলে নাসিম শেখ।

যদিও সুতি ২ নম্বর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মতিউর রহমান তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করে পালটা অভিযোগ করেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে এ ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। এলাকায় তীব্র উত্তেজনা থাকায় পুলিশ টহলদারি চলছে। এ ঘটনায় পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি বলে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে, সোমবার সকালে ফরাক্কা ব্লকের মহেশপুর পঞ্চায়েতের পূর্ব শিবতলার একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় বালতি ভরতি ৩০ টি তাজা বোমা। এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলদৈয়ের মেনাপাড়ায় জনতার হাতে ধৃত দুই দাগি চোর

মঙ্গলদৈ (অসম), ২৪ জুলাই (হি.স.) : সাম্প্রতিককালে মঙ্গলদৈয়ের বিভিন্ন প্রান্ত বেজায় বেড়েছে চোরের উপদ্রব। এরই মধ্যে আজ মেনাপাড়া এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে চুরি করতে এসে সতর্ক জনতার হাতে ধরা পড়েছে দুই দাগি চোর।

আজ দুপুরের দিকে মেনাপাড়ায় চুরি করতে এসেছিল দুই চোর। তাদের হাতেনাতে ধরে ফেলেন স্থানীয় জনতা। তাঁরা তাদের ধরে কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়ে বেঁধে রাখেন। ধৃত দুই চোরকে খারুপেটিয়ার সুবম দাস (২৩) এবং শান্তনু বিশ্বাস (২০) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। পুলিশ দুই চোরকে ধরে থানায় নিয়ে গেছে। পুলিশের জনৈক অফিসার জানান, এই চোরচক্র এর আগে কয়েকটি চুরির দায়ে জেলে গিয়েছিল। কিন্তু জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার তারা তাদের পুরনো কাজে লেগে গেছে।

ভার্নোবাড়ি চা বাগানে শ্রমিক অসন্তোষ, চলছে বিক্ষোভ

হাসিমারা, ২৪ জুলাই (হি. স.) : ডুয়ার্সের ভার্নোবাড়ি চা বাগানে শ্রমিক অসন্তোষের জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল এলাকা। সোমবার সকাল থেকে বাগানের শ্রমিকরা কাজে না গিয়ে একাধিক দাবিতে ফ্যাক্টরি গেটের সামনে বিক্ষোভে শামিল হন। কাজ বন্ধ করে ধর্নায় বসেন শ্রমিকরা।

শ্রমিকদের অভিযোগ, বাগান কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট কাজের সময়সীমা হঠাৎ করে বাড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়াও চা গাছে কীটনাশক ছেঁটানোর দায়িত্বে থাকা শ্রমিকদের মজুরি থেকে বাগান কর্তৃপক্ষ অন্যায়ভাবে পাঁচ টাকা করে মজুরি কেটে নিচ্ছে। তাঁদের আরও অভিযোগ, শ্রমিকরা অসুস্থ হলে সঠিকভাবে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে না। এসব নানা অভিযোগ তুলে এদিন আন্দোলনে নামেন তাঁরা। দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শ্রমিকরা। সমস্যা সমাধানে বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

সাংগঠনিক বিরোধের জেরে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি. স.) : নেতৃত্ব কথা শুনছেন না। নেতৃত্বের একাংশই দুর্নীতিতে মদত দিচ্ছেন। এমন অভিযোগ জানিয়ে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সব নেতা একযোগে পদত্যাগ করলেন।

ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ক সার্কাস এবং নিউ টাউন ক্যাম্পাসে টিএমসিপির পদাধিকারীরা যৌথ ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য্যকে। রাজ্য সংগঠনের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্য্যবেক্ষক মীর সিদ্দিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ তুলেছেন পদত্যাগীরা।

সবটা স্বীকার করে তৃণাঙ্কুর প্রচারমাধ্যমকে জানিয়েছেন, কিছু ভুল বোঝাবুঝির জন্যই এটা হয়েছে।

সংগঠনে কিছু রদবদল আনা হবে বলে জানানোর পাশাপাশি তৃণাঙ্কুর বলেন, "সব অভিযোগও খতিয়ে দেখা হবে।"

প্রসঙ্গত, সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয় তৃণমূল জমানাতেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি ক্যাম্পাস তৈরি হয়। তবে দীর্ঘ দিন ধরে নানা অচলাবস্থার অভিযোগ উঠছিল। অনেক দিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও স্থায়ী উপাচার্য নেই। এর পরে সম্প্রতি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কেরলের অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস এম ওয়াহাবের নাম অন্তর্বর্তিকালীন উপাচার্য হিসাবে ঘোষণা করেছেন। এরই মধ্যে প্রথম থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল থাকা টিএমসিপিতে ভাঙন।

নীল পাখি উধাও, টুইটারের পুরনো নাম ও লোগো বদলে ফেললেন ইলন মাস্ক

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি. স.) : বদলে গেল মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারের নাম এবং লোগো। উধাও হয়ে গেল পরিচিত সেই নীল পাখি। ইলন মাস্ক টুইটারের নাম পরিবর্তন করে রাখলেন "এক্স"। "এক্স" শব্দটি যে ইলন মাস্কের পছন্দ, সেই ইঙ্গিত তিনি আগেই দিয়েছিলেন। এই শব্দ আগেও ব্যবহার করেছেন মাস্ক। রবিবার থেকেই অনেকে মনে করছিলেন টুইটারের নতুন নাম হতে পারে 'এক্স'। আর সেটাই সত্যি হল।

সোমবার থেকেই টুইটারের নাম ও লোগো বদলে ফেললেন ইলন মাস্ক। ইলন মাস্ক টুইটারের নাম পরিবর্তন করে রাখলেন "এক্স"। একইসঙ্গে টুইটারের পরিচিত নীল পাখিকে বিদায় জানালেন। নীল রং উঠে গিয়ে এ বার সাদা এবং কালোর ছোঁয়া লাগল মাইক্রোব্লগিং সাইটটিতে। প্রসঙ্গত, টেসলা কর্তা মাস্ক টুইটারের দায়িত্ব নেওয়ার পরেই একাধিক প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা যায় টুইটারে। বহু প্রযুক্তিবিদ, কর্মীকে ছাঁটাইও করে মাস্কের টুইটার। কিন্তু তা সত্ত্বেও আয়ের মুখ দেখতে পারেনি সংস্থা। বিজ্ঞাপন বাবদ আয়ও ক্রমাগত কমে চলেছে।

এমবাপেকে লোভনীয় প্রস্তাব দিল আল-হিলাল

রিয়াধ, ২৪ জুলাই (হি.স.): পিএসজির সঙ্গে চুক্তি বাড়াচ্ছেন না কিলিয়ান এমবাপে। তা জানার পরই তাকে পেতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সৌদির ক্লাব আল-হিলাল। ২০২৪ সালেই পিএসজির সঙ্গে শেষ হয়ে যাচ্ছে চুক্তির মেয়াদ। এই অবস্থায় এমবাপেকে লোভনীয় অফার দিয়েছে সৌদির আল-হিলাল ক্লাব। আল-হিলাল এমবাপেকে শুধু বছরে প্রায় এক হাজার আটশ' কোটি টাকার প্রস্তাব দিয়েছে তাই নয়, তিনি যদি রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে কিছু ম্যাচ খেলতে চান, তখন তাকে ছেড়ে দেওয়ার কথাও জানিয়েছে। একইসঙ্গে তারা পিএসজি'কেও সমপরিমাণ অর্থ দিতে তৈরি। এমবাপেও প্রথমে ইউরোপের বাইরে সৌদিতে যেতে চাইছিলেন না। কিন্তু এই লোভনীয় প্রস্তাবের পর এমবাপে এখন নড়েচড়ে বসেছেন।

ভারতের বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার "কঠোর শাস্তি " চান হরমনপ্রীতের

মুম্বাই, ২৪ জুলাই (হি.স.): বাংলাদেশের বিপক্ষে শেষ ওয়ানডে ম্যাচে ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরের আম্পায়ারের সঙ্গে খারাপ আচরণ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে। আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্কিত আচরণের জন্য তার ম্যাচ ফির ৭৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। সঙ্গে দেওয়া হয়েছে ৩ ডিমেরিট পয়েন্ট। আগামী ২৪ মাস তিনি থাকবেন আইসিসির নজরদারিতে।

এ নিয়ে ভারতের ১৯৮৩ বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার মদন লাল হারমানপ্রীতের কঠোর শাস্তি চেয়েছেন। রবিবার অনেক রাতে তিনি টুইটারে লিখেছেন, 'বাংলাদেশের মেয়েদের বিপক্ষে হারমানপ্রীতের আচরণ ছিল পীড়াদায়ক। সে খেলার চেয়ে বড় নয়। ভারতের ক্রিকেটের জন্য সে দুর্নাম বয়ে এনেছে। ওর বিরুদ্ধে বিসিসিআইয়ের কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

পাথারকান্দি বাইপাসে গাড়ির ধাক্কায় হত চিতা (মতান্তরে বন বিড়াল) শাবক

পাথারকান্দি (অসম), ২৪ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বাইপাসে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে এক চিতা শাবকের। স্থানীয়রা শাবকটিকে চিতাবাঘের বাচ্চা মনে করলেও বন কর্মীরা একে বনবিড়ালের বাচ্চা বলে জানিয়েছেন।

ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে রবিবার রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ। স্থানীয়রা জানান, চিতাবাঘ সদৃশ একটি শাবক জাতীয় সড়কের বাইপাসে চলে আসায় একটি গাড়ির ধাক্কায় সে গুরুতরভাবে আহত হয়। ঘটনাটি তাঁরা পাথারকান্দি রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসে জানান। কিন্তু পাথারকান্দি বন দফতরের কাছ থেকে কোনও সাড়া না পাওয়ায় এলাকার পরিবেশপ্রেমীরা স্বউদ্যোগে আহত শাবটিকে উদ্ধার করে সংশ্লিষ্ট ফরেস্ট অফিসে নিয়ে যান। কিন্তু ফরেস্ট অফিসে নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। গোটা ঘটনায় এলাকার সচেতন মহল বন বিভাগের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

এদিকে ঘটনা সম্পর্কে পাথারকান্দির ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার মনোজকুমার দাসকে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, কর্মী স্বল্পতায় যথাসময়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারেননি কেউ। তিনি জানান, মৃত শাবকটি কোনও চিতা বাঘের বাচ্চা নয়, বনবিড়ালের বাচ্চা। তাঁর কথায়, করিমগঞ্জ জেলার কোনও জঙ্গলে চিতা বাঘ নেই। তিনি জানান, মৃত শাবকটিকে আজ সোমবার তাঁরা পশু চিকিৎসকের দ্বারা ময়না তদন্ত করিয়ে মাটিতে পোঁতে দিয়েছেন।

মসৃণভাবেই চলছে অমরনাথ যাত্রা, উৎসাহ-উদ্দীপনায় শিবলিঙ্গ দর্শন পুণ্যার্থীদের

জম্মু, ২৪ জুলাই (হি.স.) : কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের ভগবতীনগর বেস ক্যাম্প থেকে সোমবার ভোরে ৩ হাজার ৮০০ জন অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের ২২-তম দলটি, বালতাল এবং পহেলগাও বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হয়েছে। বালতাল ও পহেলগাও রুটের পথ ধরে তাঁরা অমরনাথের পবিত্র গুহায় পৌঁছবেন।

এ পর্যন্ত ৩ লক্ষ ২৬ হাজারের বেশি পুন্যার্থী অমরনাথ দর্শন করেছেন। যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় অনেক বেশি। এ বছরের অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়েছিল গত ১ জুলাই, চলবে আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। আবহাওয়া এখন অনুকূল রয়েছে, প্রচন্ড উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে ভগবান শিবের শিবলিঙ্গ দর্শন করছেন পুণ্যার্থীরা।

উত্তর-পশ্চিম দিল্লিতে ফ্যাক্টরিতে আগুন, আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ৪ জন

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি.স.) : রাজধানী দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ড! এবার আগুন লাগল উত্তর-পশ্চিম দিল্লির সময়পুর বাদলি (লিবাসপুর) এলাকায় অবস্থিত একটি ফ্যাক্টরিতে। সোমবার বেলা এগারোটা নাগাদ ওই ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশও।

এই অগ্নিকাণ্ডে ৪ জন আহত হয়েছেন, তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ও দমকল জানিয়েছে, সোমবার বেলা ১১.১৫ মিনিট নাগাদ খবর পাওয়া যায়, সময়পুর বাদলি (লিবাসপুর) এলাকার আম্বে গার্ডেনে অবস্থিত একটি ফ্যাক্টরিতে আগুন লেগেছে। খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকলের মোট ১০টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে আহত হয়েছেন ৪ জন। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছে দমকল।

কুলগামে চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল সিআরপিএফ জওয়ানের

কুলগাম, ২৪ জুলাই (হি. স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলার চিধামা এলাকায় চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক সিআরপিএফ জওয়ানের। সোমবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

এক আধিকারিক জানিয়েছেন, চিধামা এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় সিআরপিএফ জওয়ান আহত হন। তিনি বলেন, জওয়ানকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তিনি মারা যান। মৃত জওয়ানের নাম রবিন্দর কুমার। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শিবের মাথায় জল ঢালতে গিয়ে অজয় নদে তলিয়ে মৃত্যু ছাত্রের

আসানসোল, ২৪ জুলাই (হি. স.) : শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার। নদীতে স্নান সেরে পবিত্র হয়ে শিবের মাথায় জল ঢালার পরিকল্পনা ছিল। দল বেঁধে বন্ধুরা গিয়েছিলেন স্নান করতে। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই মর্মান্তিক পরিণতি আসানসোলের ছাত্রের।

জামুরিয়ায় অজয় নদে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে মৃত্যু হল বিএ প্রথম বর্ষের ছাত্রের। স্থানীয়রা উদ্ধার করে জামুরিয়ার বাহাদুরপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাঁকে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃত যুবকের নাম কাজু ঘোষ। বয়স ১৯ বছর। চিচুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদ্ধপুর গ্রামে বাড়ি ওই ছাত্রের। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার শিবের মাথায় জল ঢালতে যান এলাকার অনেকেই। তাঁরা সকলে অজয় নদের সিদ্ধপুর বাগডিহা নদীর ঘাটে বহু মানুষ স্নান করেন। সেখান থেকে জল নিয়ে স্থানীয় মন্দিরে শিবলিঙ্গের মাথায় ঢালেন।

এদিন কলেজ ছাত্র কাজু ঘোষ এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধু সকাল ৬ টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে নদীতে স্নান করতে যান। বর্ষায় অজয় নদ এখন জলে টইটম্বুর।

বিশালগড়ে বিজেপির লিগ্যাল সেলের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ জুলাই।। বিজেপির লিগ্যাল সেলের বিশালগড় ইউনিটের সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সোমবার বিশালগড় বার এসোসিয়েশনে আয়োজিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রদেশ কনভেনার বিশ্বজিৎ দেব, এসি কমিটির সদস্য অরিন্দম দেব, সিপাহীজলা (উত্তর) জেলা কনভেনার মনোজ কুমার দেবনাথ, বিশালগড় ইউনিট কনভেনার মহেশ্বর সিংহ সহ বিশালগড় ইউনিটের সদস্যরা। মূলত সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে। সাংগঠনিক শ্রীবৃদ্ধির পাশাপাশি আইনজীবীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে সমাধানের পথ খোঁজা হয়।

৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বিশালগড়ে ম্যারাথন দৌড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ জুলাই।। সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক ম্যারাথন দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। সোমবার সিপাহীজলা জেলা প্রশাসন এবং জেলা ক্রীড়া দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বিশালগড়ে অনুষ্ঠিত হয় ম্যারাথন দৌড়। ৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সিপাহীজলা জেলার ১৫ টি সীমান্ত গ্রাম থেকে ৭৫ জন যুবক এবং ৭৫ জন যুবতী ম্যারাথন দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন। বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ড থেকে দৌড় শুরু হয়ে বিশালগড় মহকুমা শাসক অফিসে গিয়ে শেষ হয়। ম্যারাথন দৌড়ের সূচনা করেন সিপাহীজলা জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত।এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ, বিশিষ্ট সমাজসেবক গৌরাঙ্গ ভৌমিক , এই ক্রীড়া দপ্তরের জয়েন্ট ডিরেক্টর ডক্টর ভারতী নিগম, জেলা স্কুল স্পোর্টস বোডের জয়েন সেক্রেটারি প্রবীর দেববর্মা প্রমুখ। শেষে বিশালগড় মহকুমা শাসক অফিসে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় অতিরিক্ত মহকুমা শাসক ত্রিদিব সরকার।

অভিষেকের বিদেশযাত্রা আটকাতে আগ্রহী নয় আদালত

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি. স.) : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশযাত্রা আটকানো উচিত হবে না বলে সোমবার ইডিকে জানাল সুপ্রিম কোর্ট।ইডি সূত্রে খবর, বুধবার চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টে একটি হলফনামা জমা দিয়েছেন অভিষেক। তাঁর আবেদনটি শুনানির জন্য সোমবার বিকেলে ওঠার কথা কলকাতা হাই কোর্ট বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের একক বেঞ্চে।ইডি সূত্রে খবর, হলফনামায় অভিষেক লিখেছেন, তিনি ইতিমধ্যেই ইডিকে তাঁর বিদেশ সফরের বিশদ বিবরণ জানিয়ে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এ কথাও জানিয়েছেন যে, গত ১৫ জুলাই এই সফরের কথা ইডিকে জানালেও, তাদের দিক থেকে কোনও জবাব আসেনি।সোমবার হাই কোর্টে ওই হলফনামায় অভিষেক জানিয়েছেন, আগামী ৮ অগস্ট বিকেল সাড়ে ৪টেয় চোখের চিকিৎসকের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে তাঁর। সেই চিকিৎসার জন্য প্রায় ২৪ দিন আমেরিকায় থাকতে চান তিনি। এর পাশাপাশি অভিষেক-পত্নী রুজিরা নারুলা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিদেশে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে কেন, তা ইডির কাছে জানতে চেয়েছে শীর্ষ আদালত। রুজিরার বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি হয়েছিল কেন, তা-ও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটির কাছে জানতে চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আগামী শুক্রবার ইডিকে এই বিষয়ে আদালতে জবাব দিতে হবে। ওই দিনই এই মামলার পরবর্তী শুনানি। এই মামলায় ইডির উদ্দেশে শীর্ষ আদালতের মন্তব্য, "তদন্তে প্রয়োজনে বার বার সমন করুন। সুপ্রিম কোর্টের আগের নির্দেশ মতো তদন্ত করতে বাধা কোথায়?" সোমবার বিচারপতি সঞ্জয় কিসান কউলের বেঞ্চে এই মামলাটির শুনানি হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মেইতেইরা

● প্রথম পাতার পর

আশ্বস্ত করে 'পামরা' কর্তৃক জারিকৃত বিবৃতিটির দুর্ভাগ্যজনক ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে জানিয়ে এজন্য তাঁদের সহকর্মী মেইতেই সরকারি কর্মচারী এবং ছাত্রদের মিজোরাম ছেড়ে না যাওয়ার জন্য রাজি করিয়েছিলেন।এদিকে 'পামরা'-র জারিকৃত ফতোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার বিকেলে গৃহবিভাগের কমিশনার পু এইচ লালেংমাওইয়া তাঁর সরকারি চেম্বারে 'পিস অ্যাকর্ড এমএনএফ রিটার্নিস অ্যাসোসিয়েশন'-এর এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকের পর ওই রাতেই এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মেইতেইদের মিজোরাম ছেড়ে যায়ার নির্দেশ সংবলিত বক্তব্যের কিছু অংশ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে 'পিস অ্যাকর্ড এমএনএফ রিটার্নিস অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রতিনিধিরা স্পষ্ট করেছেন, তাঁদের জারিকৃত বিবৃতিটি ছিল একটি উপদেশ বা পরামর্শমূলক। এতে মিজোরামে বসবাসকারী মেইতেইদের মণিপুরে চলমান জাতিগত সংঘাতের বিষয়ে জনসাধারণের অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কতা অবলম্বন করার অনুরোধ করা হয়েছিল। এই বিজ্ঞপ্তিতে মেইতেইদের মিজোরাম ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বিজ্ঞপ্তিতে তাঁরা বলেছেন, মিজোরামে মণিপুরিদের নিরাপত্তা দিতে রাজ্য (মিজোরাম) সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ এবং ব্যবস্থায় তাঁরা সন্তুষ্ট। প্রতিনিধিরা দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, তাঁদের বিবৃতির ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রাজ্যে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে 'পিস অ্যাকর্ড এমএনএফ রিটার্নিস অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রতিনিধিরা বলেছেন, তাদের জারিকৃত বিবৃতিকে আর অনুসরণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।

কিন্তু 'পিস অ্যাকর্ড এমএনএফ রিটার্নিস অ্যাসোসিয়েশন'-এর স্পষ্টীকরণকে মোটেই বিশ্বাস করতে পারছেন না মিজোরামে বসবাসরত মেইতেইরা। তাই তাঁরা আগেভাগে মিজোরাম ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে কাছাড়ে এসেছেন, বলেছেন লক্ষ্মীপুরের সাউথ বরাক কমিউনিটি হল-এর সন্ত্রস্ত আশ্রিত মেইতেইরা।

হাসপাতালগুলিতে

● প্রথম পাতার পর

এই সময় প্রচুর পরিমাণে জল পান করতে হয়। সঙ্গে ওআরএস খেলে আরো ভালো। তবে জল খাবে কিন্তু ঠান্ডা জল। নরমাল তাপমাত্রার জল পান করাই এই সময়ে শরীরের পক্ষে উপযোগী। ঠান্ডা জল পান করলে সর্দি কাশি এবং বুকে কফ জমে যায় তাতেই শরীরের তাপমাত্রা বাড়ে। উপসর্গ হিসাবে হাই ফিভার হতে পারে। এর মে য়াদ তিন দিন থেকে সাত দিন পর্যন্ত হয়। সঙ্গে থাকে পছন্দ না ব্যথা। আবার রুচি বা নাকে গন্ধ পাওয়া যায় না। এর মধ্যে বেশিদিন এই অবস্থা চলতে থাকে অবশ্যই করোণা পরীক্ষা করা দরকার। চিকিৎসা কল্যাণবাবু আরো বলেন গরম থেকে বাড়িতে গিয়ে ঠান্ডা জল দিয়ে নান না করা। তাতেও বুকে কফ হতে পারে। এই সময় বাইরের খাবার না খাওয়াই উচিত। বাতাসে ধুলাবালি, তৈলাক্ত খাবার শরীরের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। তাতেও পেটের অসুখ দেখা দিতে পারে। এর থেকেও জ্বর গা ব্যথা বমি হয়। তাই এই সমস্ত রোগ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হলে স্বাস্থ্যসম্মত বিধি মেনে চলা অবশ্যক। তিনি আরো বলেন প্রয়োজন ছাড়া এই সময় প্রচন্ড রোদে ঘর থেকে না বেরোনই উচিত। ঘর থেকে বেরোতে হলে ছাতা ব্যবহার করতে হবে। বাড়িতে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর তারপর জল খেতে হবে। তিনি আরো বলেন এই সময়ে বাইরে বেরোতে গেলে ছোট-বড় সবাইকে মাক্স ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরী। বাতাসের ধূলিকণা নাকের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করলে সর্দি কাশি জ্বর হাঁচি ছাড়াও এলার্জি সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই এই সমস্ত রোগ এড়িয়ে চলতে সাবধানতাই একমাত্র অবলম্বন বলে চিকিৎসকরা মনে করছেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তিনি রাজ্য সরকারের কিছু জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের উপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, খেলাধুলার ক্ষেত্রে এই সরকার খুবই আন্তরিক। ২০২৩-২৪ রাজ্য বাজেটে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের জন্য ৪ হাজার ৯৩৯ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। তিনি রাজ্যে রূপায়িত ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়নমুখী প্রকল্পের বিষয় উল্লেখ করে জানান, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কৈলাশহর এবং উদয়পুরে দুটি যুব আবাস গড়ে তোলার জন্য অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে। শান্তিরবাজারে ৯ কোটি ২১ লক্ষ টাকায় একটি স্টেডিয়াম তৈরী করা হবে। এখন পর্যন্ত ৪টি সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল মাঠ নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও চন্দ্রপুরে আরও একটি সিন্থেটিক টার্ফ মাঠ নির্মাণ করা হয়েছে। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে সারা রাজ্যে ৫০টি ওপেন জিম তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। যার মধ্যে ২৫টির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। বাকিগুলির কাজ খুব শীঘই সম্পন্ন করা হবে। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী স্টেট টেলেন্ট সার্চ প্রকল্প, স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প, খেলো ইণ্ডিয়া ইত্যাদি প্রকল্পের উন্নয়নমূলক দিকের উপরও আলোকপাত করেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা আরও বলেন, আজকের এই ওপেন জিম চালু হওয়ার ফলে শুধু এই এলাকার জনগণ নয় সবাই উপক'ত হবেন। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরণের ওপেন জিম তৈরি করা হচ্ছে। তিনি প্লাস্টিক মুক্ত, নেশা মুক্ত এবং স্বচ্ছ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে এগিয়ে আসার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজমদার বলেন, এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল ওপেন জিমের সুযোগ যেন তারা পায়। সেই ইচ্ছা তাদের আজ পূর্ণ হল। এই ওপেন জিমকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব শুধু সরকারের নয় সমাজের প্রত্যেককে বহণ করতে হবে। তিনি বলেন, আগরতলা পুর নিগম নগরবাসীকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাত্রা উপহার দিতে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলছে। তিনি আরও বলেন, খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত থাকলে শুধু শারীরিক এবং মানসিকতার উন্নতি ঘটেনা, নেশার থেকেও দূরে থাকা যায়। তিনি নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে সমাজের প্রতিটি অংশের নাগরিকদের দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আগরতলার পুর নিগমের কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত সহ আগরতলা পুরনিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কর্পোরেটরগণ।

কিশোর বর্মণ

● প্রথম পাতার পর

জিপি নাড্ডা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ বিজেপির সহকারি সংগঠন সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব মুক্তির ঘোষণার পর ২০২১ সালের ২০ জুলাই থেকে এখন পর্যন্ত প্রথমে অধ্যাপক ডক্টর মানিক সাহা পরে আমাকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। গত দুই বছর আমি এই দায়িত্ব পালনে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছি। এরপর দল আমাকে ২০২৩ বিধান নলচর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করে। দল ও জনগণের আশীর্বাদে আমি বিধায়ক হই। এই চিঠির কপি তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব কাছেও পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মণিপুর ইস্যুতে

● প্রথম পাতার পর

দুপুরে লোকসভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, 'আমি সদনে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত। আমি বিরোধীদের অনুরোধ করছি এই বিষয়ে আলোচনা করতে দিন। এই সংবেদনশীল বিষয়ে দেশের সত্যটি জানা গুরুত্বপূর্ণ।' যাইহোক, মণিপুর ইস্যুতে বিরোধী সাংসদদের স্লোগানের মধ্যে লোকসভা আগামীকাল পর্যন্ত মুলতবি হয়ে যায়।

দুষ্কৃতিদের

● প্রথম পাতার পর

কিন্তু এখনো কাউকে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার সরকারে কোন রাজনৈতিক হিংসা নেই বললেই চলে।। তার পরেও কতিপয় সমাজ দ্রোহীরা সরকারকে কালিমা লিপ্ত করার জন্য এই ধরনের কাজ করে আশান্তির বার্তা ছড়াতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এই সমস্ত সমাজ দ্রোহিদের অতি দ্রুত গ্রেফতারের দাবি তোলেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো।

বিশালগড় সাংস্কৃতিক সংস্থার পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,২৪ জুলাই।। সোমবার বিকালে শুভদীপ হলে আয়েজিত বিশালগড় সংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত চারদিনব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক স্বপন কুমার রায়, সিনিয়র সদস্য তাপস কুমার দেব রায়, জিতেন্দ্র চন্দ্র সাহা, প্রাক্তন সম্পাদক দিলীপ দেবনাথ ,সদস্য শম্ভু পারিয়াল, বিপ্লব দাস প্রমুখ। মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস সংস্থার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন তেত্রিশ বছর ধরে এই সংস্থাটি বিশালগড়ে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে যুক্ত রয়েছে। সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সংস্থা।সংস্থার যে কোন কাজে সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি। চার দিনব্যাপী রবীন্দ্র সংগীত, রবীন্দ্র নৃত্য, নজরুল সংগীত, নজরুল নিত্য, আবৃত্তি, বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় পাঁচ শতাধিক শিল্পী অংশগ্রহণ করেন।

সম্ভাব্য ভুয়া খবর নিয়ে সতর্ক থাকার আবেদন মমতার

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি. স.) : মণিপুরের ঘটনা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে গোটা দেশে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তীব্র নিন্দা করেছেন ঘটনার। সোমবার তার খেই ধরেই এবিষয়ে সম্ভাব্য ভুয়া খবর নিয়ে সতর্ক থাকার আবেদন করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।মমতা এদিন নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে মণিপুর প্রসঙ্গ নিয়ে সহকর্মীদের সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছেন। সূত্রের খবর, তাঁর আশঙ্কা, এ রাজ্যেও এই ধরনের ঘটনার অপপ্রচার চালানো হতে পারে। ভুয়া ভিডিয়ো ছড়িয়ে বাংলার পরিস্থিতি তপ্ত করার চেষ্টা হতে পারে বলে মুখ্যমন্ত্রী সন্দেহ করছেন বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। সেই কারণে তিনি মন্ত্রিসভার বৈঠকে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন বলে খবর ।এ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিও যে খুব একটা সুখকর নয়, তা বোঝানোর চেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন বিজেপি-র সুকান্ত মজুমদাররা। দিল্লি থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে পঞ্চায়েত ভোটে অশান্তির অভিযোগে আগেই সরব হয়েছিলেন সুকান্তবাবু। সেই সময়েই হাওড়ার পাঁচলায় এক বিজেপি প্রার্থীকে বিবস্ত্র করে মারধরের অভিযোগ তুলেছেন তিনি। যদিও রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্য সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, ওই বিষয়ে একটি অভিযোগ পুলিশের কাছে এসেছিল। এফআইআরও হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ তদন্ত করে তখনও পর্যন্ত এমন কোনও তথ্য-প্রমাণ পায়নি, যা অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করে।এর পর মালদাতেও দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে মারধরের একটি অভিযোগ উঠে এসেছে। সেই ঘটনা নিয়েও সুর চড়াতে শুরু করেছে বঙ্গ বিজেপি। যদিও রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির রং লাগানো উচিত নয়।

শনিছড়ার মহাদেব তপস্থলী বৈদিক আশ্রম এবং গুরুকুলে মনিপুরী হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে দুই শহীদকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। ধর্মনগর মহকুমার শনিছড়ার মহাদেব তপস্থলী বৈদিক আশ্রম এবং গুরুকুলে মনিপুরী হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে দুইজন শহীদকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয় এবং তাদেরকে নিয়ে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য ,শহিদ হরি কুমার সিনহা এবং শহীদ নির্মলকান্ত সিনহা ১৯৯৫ সালে কাশ্মীরে দেশের জন্য শহীদ হয়েছিলেন। তাদের আত্ম বলিদান এর কাহিনীকে সামনে রেখে ধর্মনগর মহাকুমার শনিছড়ার মহাদেব তপস্থলী বৈদিক আশ্রম এবং গুরুকুলে এক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রোগ্রাম কো অর্ডিনেটর হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অরঞ্জিতা শর্মা, তাছাড়া আগরতলা ভোলাগিরি ব্যাগ বিদ্যালয়ের শিক্ষক দিব্যেন্দু দাস ও একলব্য পরিসর আগরতলার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বিকাশ সরকার উপস্থিত ছিলেন। তবে এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী রানা সিনহা। এই রানা সিনহার ঐকান্তিক প্রয়াসে আজকের শহীদদের নিয়ে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন এলাকার সমাজসেবী নির্মল সিনহা। এখানকার গুরুকুল আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীদের দেশ ভক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করা ছিল আজকের এই অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। যারা দেশের জন্য নির্দ্বিধায় নিজেদের প্রাণ বলিদান দিয়ে শহীদ হয়েছেন তাদেরকে স্মরণ করে এই গুরুকুল আশ্রমের কচিকাচাদের উদ্ভূত করা এবং ভবিষ্যতে দেশের কাজে নিজেদেরকে কেমন করে আত্মনিয়োগ করতে হবে তা নিয়ে শহীদ বরণ অনুষ্ঠানে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়। এই ধরনের মহান অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করতে এলাকাবাসীরা দলে দলে যোগদান করেন বিশেষত মনিপুরী সম্প্রদায়ের মানুষরা এই ধরনের একটা অনুষ্ঠান করার জন্য রানা সিনহাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

চলতি বছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। চলতি বছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। খোয়াই মহকুমার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট সাতশ জন কৃতি ছাত্রছাত্রীকে খোয়াই মণ্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। খোয়াই পুরাতন টাউন হলে আয়োজিত কৃতি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই মন্ডল সভাপতি সুব্রত মজুমদার, পুর পরিষদের চেয়ারপারসন দেবাশীষ নাথ শর্মা, পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ার পারসন তাপস কান্তি দাস, যুব মোর্চা খোয়াই জেলা সভাপতি মানিক দেবনাথ, যুব মোর্চা খোয়াই মন্ডল সভাপতি সত্যজিৎ পাল সহ অন্যান্য। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ডল সভাপতি সুব্রত মজুমদার বলেন রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়নের ফলে শহর কিংবা গ্রামাঞ্চল বলুন ছাত্রছাত্রীরা একের পর এক কৃতিত্ব অর্জন করে চলেছে। একটা সময় ছিল যা রাজ্যবাসী প্রত্যক্ষ করেছেন।বিদ্যালয় গুলিতে পঠন পাঠনের কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। ছাত্র সংগঠনের নামে ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনৈতিক পাঠ দেওয়া হতো। রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয় গুলিতে ছিল পরিকাঠামোর অভাব, ছিল না প্রয়োজনীয় শিক্ষক শিক্ষিকা। এখন শিক্ষকের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলন করতে হয় না। এই দিন মহকুমার কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তরিয় পড়িয়ে এবং হাতে স্মারক তুলে দিয়ে তাদের সংবর্ধিত করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দরা।

অসমের ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ-আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি.স.) : অসমের ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ-আর্জি খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।গত ২০ জুন অসমের ১২৬টি বিধানসভা এবং ১৪টি সংসদীয় নির্বাচনী এলাকার খসড়া ডিলিমিটেশন প্রস্তাব প্রকাশ করেছিল ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। ওই খসড়া প্রস্তাবের বিরোধিতা করে অসমের রাজধানী গুয়াহাটি সহ বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদ সংগঠিত করছিল কংগ্রেস সহ কয়েকটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ও সংগঠন। এরই মধ্যে রাজ্যের নয়টি বিরোধী দল ভারতের নির্বাচন কমিশনের ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশের আর্জি জানায় সর্বোচ্চ আদালতে। আজ এই আবেদনের ওপর ডিভিশন বেঞ্চে ছিল শুনানির দিন।বাদি-বিবাদি, উভয় পক্ষের যুক্তি শুনে ভারতের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং মনোজ মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চ জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০-এর ধারা ৮এ-র সাংবিধানিক বৈধতা পরীক্ষা করতে সম্মত।

তবে ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, 'ভারতের নির্বাচন কমিশন অসমের বিধানসভা এবং সংসদীয় নির্বাচনী এলাকার যে খসড়া ডিলিমিটেশন প্রস্তাব প্রকাশ করেছে, তাতে কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পোল প্যানেলকে বাধা দেওয়ার কোনও আদেশ জারি করা হবে না।'সর্বোচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের উদ্ধৃতি দিয়ে সরকার পক্ষের কেঁসুলি জানান, নির্বাচনী ক্ষেত্রের পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। তবে নির্বাচন কমিশন নিজে থেকে প্রক্রিয়াটি চালাতে পারে কিনা তা পরীক্ষা করবে সুপ্রিম কোর্ট। সীমানা নির্ধারণ একটি যৌথ প্রচেষ্টা ছিল, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল আদালতও। কিন্তু সরকার ২০০৮ সালে কমিশনের কাছে এই ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল। এ সব বিষয়েও বাদি-বিবাদি পক্ষের যুক্তি শুনেছে ডিভিশন বেঞ্চ ।তিনি জানান, অসমের বিধানসভা এবং সংসদীয় নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্বিন্যাস শেষবার ১৯৭৬ সালে হয়েছিল। ২০০৫ সালে প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি করার নতুন প্রচেষ্টা শুরু হয় ।আজ নয়টি বিরোধী দলের আবেদনের শুনানির সময় শীর্ষ আদালত তাঁদের আবেদনের জবাব চেয়ে কেন্দ্রকে একটি নোটিশ জারি করেছে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রকে তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দাখিল করতে বলা হয়েছে। এতে অসমের লোকসভা এবং বিধানসভা আসনগুলির জন্য সীমানা পুনর্বিন্যাসকে চ্যালেঞ্জ করে আবেদনের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে উত্তরও চাওয়া হয়েছে, জানান তিনি।

পানীয় জলের দাবীতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ বেলিয়াতোড়ের গ্রামে

বাঁকুড়া, ২৪ জুলাই (হি. স.) : পানীয় জলের দাবীতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বড়জোড়া থানার বেলিয়াতোড়ের বিড়রা, মাঞ্জমুড়া, গোয়ালডাঙ্গা, নতুনগ্রাম, বেলেশালা প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসীরা। গ্রামবাসীদের বক্তব্য ঘটা করে রাস্তার ধারে পাইপ লাইনের মাধ্যমে টাইম কলে জলের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু বেশ কয়েকদিন ধরেই কলে আর জল আসছে না। আষাঢ় শেষ হয়ে শ্রাবনের প্রথম সপ্তাহ শেষ হতে চললো অথচ বৃষ্টির দেখা নেই। ফলে জঙ্গলমহলের জেলা বাঁকুড়ার আমন চাষের অবস্থা যেমন দফারফা তেমনি পানীয় জলের হাহাকার দেখা দিয়েছে। গোটা জুলাই মাস জুড়ে মেঘ আর রোদের লুকোচুরি চলছে। বাঁকুড়ার আকাশ মেঘলা করে বর্ষার আশা জিইয়ে রেখে কখনো ইলসে গুঁড়ি তো কখনো ঝিরঝির করে বৃষ্টি নেমেই থেমে যাচ্ছে। এদিকে ঘোর বর্ষাকালে ও বাঁকুড়ায় গ্রীষ্মের দাপট। ভুগর্ভস্থ জলতল যে স্তর নেমে গেছে বহু নীচে ফলে জেলার অধিকাংশ গ্রামীণ এলাকার পানীয় জলের সোর্স নলকূপ এবং কূয়োর জল ঠিম মত পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে যেসব এলাকায় পাইপলাইনের মাধমে টাইম কলে জল আসে অনেক ক্ষেত্রে সেইসব এলাকাতেও জল সরবরাহ ব্যহত হচ্ছে। সেকারনে প্রায় রোজদিন জেলার কোথাও না কোথাও রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ চলছে। এদিন বিক্ষোভরত গ্রামবাসীরা জানান, বর্ষা না হওয়ায় পুকুর ডোবার জল পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। গবাদি পশুদের করুন অবস্থা। এদিকে মাটির নীচের জলস্তর নেমে যাওয়ায় নলকূপ থেকেও জল পাওয়া যাচ্ছে না। বড় রাস্তার পাশে পানীয় জল সরবরাহের ট্যাঙ্ক রয়েছে। কিন্তু তাতে জল নেই। টাইম কলে কখন জল আসবে ভগবানও জানেন না। আগে রোজ দুবেলা জল দেওয়া হত। গত ৩ মাস ধরে ১ বেলা জল দেয়। এক বালতি জলের জন্য পড়শীদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।বাসিন্দাদের দাবি প্রশাসনকে বলেও লাভ হয়নি। তাই মানুষের কষ্ট হবে জেনেও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছেন তারা। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে অবরোধকারীদের আশ্বস্ত করে অবরোধ তোলে। বড়জোড়ার বিধায়ক অলক মুখার্জি বলেন, পাইপ লাইনের গন্ডগোলের কারনেই এই সমস্যা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের কর্তাদের বিষয়টি জানিয়েছি। দ্রুত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলছে।

প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থর মন্তব্যের বিরোধিতায় এপিডিআর

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি. স.) : জেল বন্দি প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চ্যার্টাজীর আদালত প্রাঙ্গনে ক্ষোভ প্রকাশ প্রসঙ্গে মন্তব্য করলেন এপিডিআর-এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর ।প্রেস বিবৃতিতে রঞ্জিতবাবু সোমবার জানান, "আজ জেলবন্দি প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি আদালতে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, বন্দিমুক্তি নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলি তার ব্যাপারে নীরব কোন? এব্যাপারে এপিডিআর এর বক্তব্য: মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর রাজনৈতিক বন্দি ও উকিল দিতে না পারা হতদরিদ্র বন্দিদের মুক্তির জন্য কাজ করে। একই সঙ্গে বন্দি নিপীড়নের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয় ।পার্থবাবু রাজনৈতিক বন্দি নন। দুর্নীতির অভিযোগে তিনি জেলবন্দি। তার দলও সে অভিযোগ মেনে নিয়ে তাঁকে বহিষ্কার করেছে। তবে আমরা সব বন্দিরই দ্রুত বিচারের পক্ষে। আমরা চাই পার্থবাবুরও দ্রুত বিচার হোক। কাউকেই বিনা বিচারে দীর্ঘকাল জেলবন্দি করে রাখা অন্যায়। পার্থবাবু এক দশকের উপর রাজ্যের প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন। দলের ইস্তাহারে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর আজ পর্যন্ত একজন রাজনৈতিক বন্দিকেও মুক্তি দেয়নি তৃণমূল সরকার ।গত ১০/১২/১৩ বছর ধরে বন্দি রয়েছেন অনেক রাজনৈতিক কর্মী। পার্থবাবুর কাছেও আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির জন্য। তিনি কোন উদ্যোগ নেননি। তাঁর মহাসচিব থাকাকালীন সময়েই হাজরা মোড়ে এপিডিআর কর্মীদের উপর শারিরীক হামলা হয়েছে। এক পরিচিত তৃনমূল নেতার নেতৃত্বে গুন্ডারা ঝাপিয়ে পড়েছিল এপিডিআরের জমায়েতে। তার সরকারের আমলেও এপিডিআর কর্মীরা বারবার পুলিশী নিপীড়নের শিকার হয়েছেন ।পার্থবাবুর ক্ষোভ প্রকাশ তাই আমাদের মনে কোনও রেখাপাত করছে না।

াঙ্গন

মহিলা ফুটবলে দিপালী, সুপ্রিয়ার ডজন গোল : ইকফাইকে হারিয়ে ফুলো-ঝানু জয়ী

ফুলো ঝানু-১৭ ইকফাই-০

(দিপালী ৭, সুপ্রিয়া ৫ জিমি-২, মৌসুমী, ঝুমা, তানিয়া)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। গোলের বণ্যা। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে। সকালে প্রখর রৌদের মধ্যেই বইলো বণ্যা। আর ওই বণ্যায় কার্যত ভেসে গেলো নবাগত ইকফাই দল। ম্যাচে হ্যাটট্রিক সহ ৭ গোল করে দিপালী হালাম বুঝিয়ে দিলেন সে এখনও ফুরিয়ে যায়নি। এছাড়া হ্যাটট্রিক সহ ৫ গোল করেন সুপ্রীয়া কিসপটিন। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত মহিলা লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ফুলো ঝানো দল ১৭-০ গোলে বিধ্বস্ত করে ইকফাইকে। আসরে ৫ ম্যাচ খেলে ১০ পয়েন্ট নিয়ে কিল্লা মর্ণিং ক্লাবের সঙ্গে যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান রয়েছে ফুলো ঝানো দল। ৬ ম্যাচ খেলে ৩ পয়েন্ট নিয়ে মরশুম শেষ করলো ফুলো ঝানো দল। এদিন ম্যাচের শুরু থেকে আক্রমাত্তক ফুটবল খেলতে থাকেন ফুলো ঝানো দলের মহিলা ফুটবলাররা।

দলকে আক্রমণে নেতৃত্ব দেন দিপালী হালাম। ম্যাচের শুরুতেই দিপালীর বার কয়েক আক্রমণে ফুলো ঝানো দলের রক্ষণভাগে চিড় ধরে। তবে প্রথম গোল পেতে দলকে অপেক্ষা করতে হয় ১২ মিনিট। মৌসুমী ওরাং দলের পক্ষে প্রথম গোলটি করেন। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি দলকে। ১৫,৪৮,৫৩, ৫৭, ৬০ মিনিটে সুপ্রীয়া কিসপটিম, ১৭ মিনিটে ঝুমা ওরাং, ১৮,৪০,৪২, ৪৪,৬৬,৭০,৮৬ মিনিটে দিপালী হালাম, ৩৫ মিনিটে তানিয়া মজুমদার, ৫৪,৫৯ মিনিটে জিমি মলশুম এবং ১৭ মিনিটে ঝুমা ওরাং গোল করেন। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ৮-০ গোলে এগিয়ে ছিলো। ম্যাচটি পরিচালনা করেন লিটন সাহা।

মহিলা লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
স্পোর্টস স্কুল	৫	৫	০	০	২৭-২	১৫
জম্পুইজলা	৫	৪	০	১	২৭-৪	১২
ফুলো ঝানু	৬	৩	১	২	২৭-৬	১০
কিল্লা মর্নিং	৫	৩	১	১	১৯-৮	১০
চলমান	৫	২	০	৩	৬-১৭	৬
ইকফাই	৬	১	০	৫	৩-৬০	৩
পুলিশ	৬	০	০	৬	০-১২	০

পোস্টারিং, পাল্টা প্রতিবাদে টিসিএ কলুষিত আইনি লড়াই শুরুর পথে, ক্ষতি ক্রিকেটের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। এখন শুরু হতে যাচ্ছে আইনি লড়াই। কোথায় ব্যাটে বলে দুর্দান্ত খেলা দেখার জন্য ক্রিকেটপ্রেমীরা উন্মুখ হয়ে এগিয়ে রয়েছে, পক্ষান্তরে পুরো ক্রিকেট এসোসিয়েশনটাই যেন এখন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। জুড়ি জুড়ি অভিযোগ, পোস্টারিং, পাল্টা অভিযোগ, নিন্দায় একাধিক মামলা দায়ের হচ্ছে আদালতে। কে ভুল, কে সঠিক তা নিরূপণের দায়িত্ব গড়াচ্ছে বিচারকের হাতে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন বিচারাধীনের আওতায়। স্বাভাবিক কারণে মুখ থুবড়ে পড়ার আশঙ্কায় সামগ্রিক ক্রিকেট পরিকাঠামো। প্রচন্ড ক্ষতির সম্মুখীন শত শত ক্রিকেটাররা। স্বাভাবিক নিয়মে ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড বিষয়টাতে হস্তক্ষেপ করবে, তবে আখেরে কালিমালিপ্ত হয়েছে পুরো ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। দেহ ও শরীর গঠনে খেলাধুলার মতো পবিত্র আয়োজনে শেষ পর্যন্ত পোস্টারিং-এর মতো নোংরা বিষয়ের আবির্ভাব পুরো ক্রিকেট সমাজেই কালিমালিপ্ত করে ছেড়েছে। এদিকে লাইফ মেম্বারস'ডায়াস' থেকে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে: যারা রাজ্য ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থার আপনজন, ক্রিকেটের পথপ্রদর্শক, ক্রিকেটের অগ্রগতি নিয়ে স্বপ্ন দেখেন এবং স্বপ্ন দেখাবেন, তাদের কারোর ভুলের জন্য টিসিএ-তে একের পর এক ঘটে চলা অনভিপ্রেত ঘটনা টিকেট পরিমণ্ডলকে কলুষিত করে তুলেছে। যা লজ্জার ও দুর্ভাগ্যের মনে করছে টিসিএ-র আজীবন সদস্যদের সংগঠন 'ডায়াস'। অসহিষ্ণুতা, ঠিক-ভুলের দ্বন্দ্ব, প্রশাসনিক অস্থিরতা কিংবা সংবিধানকে অবজ্ঞা ইত্যাদি ক্রিকেটের গতিকে স্তব্ধ করে। পরিকাঠামমোর শ্রীবৃদ্ধিতে অন্তরায় হয় কিংবা ক্রিকেটপ্রেমী পদবাচ্যকে কলুষিত করে। যা ডায়াস এবং রাজ্যের ক্রিকেট অনুরাগীরা মন থেকে চায়না। ক্ষমতার লড়াই নয়, ক্রিকেটের উন্নয়ন, খেলোয়াড়দের গুণগত মান বৃদ্ধি ও মনোবল অটুট রাখা এবং জাতীয় স্তরে অংশগ্রহণের পথ আলোকিত করা একমাত্র লক্ষ্য হোক সবার। অনতিবিলম্বে টিসিএ নিজেকে দুর্নীতিমুক্ত, সংবিধান অনুগত এবং প্রশ্নচিহ্নের ঊর্ধে রাখার সংকল্প নিয়ে সময়োচিত যোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে রাজ্য সরকার এবং বিসিসিআই এর সুপারিশ প্রার্থনা করে উদ্ভুত পরিস্থিতির সার্বিক সমাধানে একাত্ম হবেন 'ডায়াস' প্রত্যাশা করে। লাইফ মেম্বার্স ডায়াস সেক্রেটারি মানিক দত্ত এক বিবৃতিতে বিস্তারিত জানিয়েছেন।

প্রস্তুতি ম্যাচে কেবিআই-কে হারিয়ে জয়ী প্রগতি পি.সি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। প্রীতি ম্যাচে জয় পেলো প্রগতি প্লে সেন্টার। পরাজিত করলো উদয়পুরের কে বি আই কোচিং সেন্টারকে। প্রগতি বিদ্যাভবন মাঠে হয় ম্যাচটি। অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটারদের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতেই ওই প্রীতি ম্যাচের আযোজন। তাতে প্রগতির হয় নজর কাড়ে অনিকেষ বিশ্বাস এবং রাহুল খান। ম্যাচে প্রগতি প্লে সেন্টার ৮ রানে জয় পায়। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে প্রগতি ১১৫ রান করে। দলের পক্ষে অনিকেষ বিশ্বাস ২৯, শ্রেষ্ঠাংশু দেব ২২, রাহুল খান ১৩ এবং ইয়াশ দেববর্মা ১১ রান করে। জবাবে খেলতে নেমে কে বি আই কোচিং সেন্টার ১০৭ রান করতে সক্ষম হয়। প্রগতির রাহুল খান ৪ উইকেট এবং ঋদ্ধিবান কর ২ উইকেট দখল করে।

বি-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
নাইন বুলেটস	৫	৪	১	০	১৬-৩	১৩
কল্যাণ সমিতি	৫	৪	০	১	১০-৮	১২
ব্লাডমাউথ	৪	৩	১	০	১০-২	১০
মৌচাক	৫	২	০	৩	১০-৭	৬
ভারতরত্ন	৫	১	২	২	৩-৬	৫
স্পোর্টস স্কুল	৫	১	১	৩	৭-১১	৪
পুলিশ	৫	১	১	৩	৩-৯	৪
নবোদয়	৪	০	০	৪	৪-১৭	০

২৯ জুলাই থেকে রাজ্য জুনিয়র দাবা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। দু-দিনব্যাপী রাজ্য জুনিয়র (অনূর্ধ-১৯) দাবা প্রতিযোগিতা শুরু ২৯ জুলাই। বালক এবং বালিকা উভয় বিভাগে হবে আসর। এন এস আর সি সি-র দাবা হলঘরে হবে প্রতিযোগিতা। রাজ্য দাবা সংস্থার উদ্যোগে। ৬ রাউন্ডের হবে আসর। এদিকে গুজরাটে ২০-২৮ সেপ্টেম্বর হবে জাতীয় অনূর্ধ-১৯ দাবা প্রতিযোগিতা।

ওই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য ত্রিপুরা দল বাছাই হবে রাজ্য আসর থেকে। আসরে অংশ নিতে ইচ্ছুক দাবাড়ুদের ২৮ জুলাই এর মধ্যে ৫০০ টাকা এন্টি ফি সহ নাম জমা দিতে উদ্যোক্তা কমিটির সচিব অভিজিৎ ঘোষ বলেছেন।

ভারতরত্ন-স্পোর্টস স্কুলের নিষ্ফলা ম্যাচ ব্লাডমাউথ-মৌচাক মুখোমুখি আজ

ভারতরত্ন: ০ স্পোর্টস স্কুল: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। ফের ড্র-তে নিষ্পত্তি হলো ম্যাচ। তাও গোলশূন্য অবস্থায় ড্র-তে শেষ হলো খেলা। ভারতরত্ন সংঘ বনাম ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের মধ্যে ছিল ম্যাচ। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত বি-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের ১৯তম ম্যাচ। এ নিয়ে তৃতীয় ম্যাচ ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। আখেরে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে ড্র করা মানেই, এবারের মতো চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স খেতাব নিশ্চিত অধরা ভারতরত্ন সংঘ ও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের জন্য। শিরোপার লক্ষ্যে যদিও নাইন বুলেটস এবং কল্যাণ সমিতি অনেকটা এগিয়ে। ব্লাড মাউথ ক্লাবও নিজেদের সাফল্যের লক্ষ্যে দাবিদার করে তুলছে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আজ সোমবার বিকেলে ভারতরত্ন সংঘ বনাম ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র-তে শেষ হয়েছে। দুই অর্ধের ৯০ মিনিটের খেলা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দু-দলের মধ্যে পরস্পর বিরোধী আক্রমণ প্রতি আক্রমণ পরিলক্ষিত হলেও জালে বল জড়িয়ে ন্যূনতম গোলে লিড নেওয়ার সুযোগ কেউ পায়নি। শেষ পর্যন্ত গোলশূন্য ড্র-তে নিষ্পত্তি হয় ম্যাচ। ড্র এর সুবাদে দু দল এক-এক করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে। উপরন্ত খেলায় অসদাচরনের এর দায়ে রেফারি ভারতরত্ন সংঘের নবকিশোর সিংহ-কে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি বিশ্বজিৎ দাস, অরিন্দম মজুমদার, অসীম বৈদ্য ও পল্লব চক্রবর্তী। দিনের খেলা ব্লাড মাউথ ক্লাব বনাম মৌচাক ক্লাব বিকেল ৪টায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

Tripura Institute of Technology (TIT)
Narsingarh, Agartala
NOTICE Dated:- 24 -07-2023

All concemed students those who failed to clear the last B.Tech, Engg. 1st, 3rd & 7 th Somester and Diploma Engg. 1st, st Semester Examination in the Academic Session-necessary documents to the Examination Session of TIT. On selection as per the eli; 'must get themselves admitted on or before 25" August, 2023,

ICA/D-645/23 Principal, TIT

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER (PNIT)

On behalf of the Governor of Tripura, e-tender in Two Bid System is hereby invited from Manufacturers / Authorized Suppliers and Distributors for supply of Fishery Inputs —Fish Feed Floating Pellet to the Supdt. of Fisheries, Jirania Sub-Division of the State of Tripura for implementation of different Pisciculture Schemes during the F.Y 2023-24, meeting the pre-qualifying criteria for the supply of below mentioned item through online bidding on the website https://tripuratenders.gov.in having Digital Signature Certificate (DSC) issued from any authorized by the Controller of Certifying Authority (CCA), Govt. of India and which can be traced up to the chain of trust to the Root Certificate of CCA.

DNIT No.	Item for which e-tender is invited	Estimated quantity	Estimated value tender (Rs. in lakh)	Necessary date & Time
No.F.3(63)-SF(JRN)/e-TENDER/2023-24/948	Fish Feed Floating Pellet	20.38 M.T	6.76 lakh	Bidding Document can be downloaded from 24/07/2023 at 16 hours. Last date of online submission of e-tender upto : 11.08.2023 at 17.00 Hours (Time as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in)

The detailed press notice & bid documents for the above can be seen on website https://tripuratenders.gov.in

All the future modifications /corrigendum (if any) shall be made available in the e-procurement portal. So, bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only.

(Dr. Samir Malla, THFS Gr-IV)
Superintendent of Fisheries

ICA/C-1556/23

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PNIe-T NO:- 33 /EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2023-24 Dated : 17/07/2023

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura"invites online item rate e-tender in single bid system from an authorized service provider or any reputed firm having experience in maintenance of similar AC works in Government/ Government Undertaking Organizations and Service Centre in Agartala for the following work:

Name of work: Annual Maintenance of Non-VRF AC system of New Secretariat Building, Tripura Legislative Assembly Building, High Court of Tripura Building, Raj Bhavan and Chief Justice Bungalow Agartala, Tripura for Ol(one) year

1. Estimated Cost: Rs 9,32,910.00
2. Earnest Money: Rs 18,658.00
3. Bid Fee: Rs 1,000.00
4. Last date & time for online Bidding: 05/08/2023 upto 3:00 PM

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-1552/23
Executive Engineer
Mechanical Division, Agartala

PNIT NO.. No.F.8(6)/H&SC/TM/2016-17/2019-20/2020-21 Dated:14 /9 7/2023

The Department of Agriculture invites an e-Tender in Single Stage (Technical & Financial) through website http://tripuratenders.gov.in from well- established and experienced Firm / Registered agency / Company or any Agency competent in the line who have adequate experience, expertise in establishing 'Floriculture unit with poly house and Hi-tech flower structure and having average min annual turnover of Rs 2.00 crores during last three financial year(2020-21 to 2022-23).Total Tender value is Rs. Rs.7259450/- (Rupees seventy two lakhs fifty nine thousand four hundred fifty) only. Bid starting and end date is 20/07/2023 and11/08/2023 respectively.

(Dr. P.B.Jamatia)
Director
Horticulture & Soil Conservation
Tripura, Agartala

ICA/C-1548/23

বীরেন্দ্র জুয়েলসের ম্যাচ দিয়ে রাখাল শিল্ড ফুটবল শুরু ১৩ আগস্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। উদ্বোধনী ম্যাচে বীরেন্দ্র ক্লাব খেলবে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত রাখাল শিল্ড নকআউট ফুটবল আসরে। ১৩ আগস্ট থেকে শুরু হবে আসর। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে প্রতিদিন বিকেল ৩ টায় হবে ম্যাচ। এবছর আসরে অংশ নিয়েছে ৭ দল: এগিয়ে চলো সঙ্ঘ,ফরোয়ার্ড ক্লাব, জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন, রামকৃষ্ণ ক্লাব, বীরেন্দ্র ক্লাব, লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার এবং ত্রিপুরা পুলিস। গেলোবারের শিল্ড জয়ী এগিয়ে চলো সঙ্ঘ সরাসরি সেমিফাইনালে পৌঁছে গেছে। এবছর আসর হবে 'মেডিকেটস রেডক্লিফি ল্যাব' রাখাল শিল্ড নকআউট ফুটবল আসর। লটারির মধ্য দিয়ে আসরের সূচী ঠিক করা হয়। ১৩ আগস্ট আসরের উদ্বোধন করবেন প্রাক্তন ফুটবলার অনিমেষ দেব। উদ্যোক্তা কমিটির সচিব কৃষ্ণপদ সরকার ক্রীড়াসূচী ঘোষনা করেন।

ঘোষিত সূচী
১৩ আগস্ট : বীরেন্দ্র ক্লাব- জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন
১৪ আগস্ট: রামকৃষ্ণ ক্লাব- ত্রিপুরা পুলিস
১৬ আগস্ট; লালবাহাদুর - ফরোয়ার্ড
১৭ আগস্ট: এগিয়ে চলো সঙ্ঘ- বিজয়ী ১
১৮ আগস্ট: বিজয়ী ২ - বিজয়ী ৩
২০ আগস্ট: ফাইনাল

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার শিবের আরধনায় ব্রতী হলেন ভক্তরা। আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে 'মেরি মাটি মেরা দেশ' শীর্ষক অভিযান কর্মসূচির প্রস্তুতি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সভাপতিত্বে 'মেরি মাটি মেরা দেশ' শীর্ষক অভিযান কর্মসূচির প্রস্তুতি নিয়ে আজ এক উচ্চপর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সচিবালয়ের ২ নং সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এই সভায় মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক কে এস শেঠি, সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব, সচিব সহ উচ্চ পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' এর অঙ্গ হিসাবে সময়ে সময়ে রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 'মেরি মাটি মেরা দেশ' কর্মসূচিও রাজ্যে সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের বিকাশের পাশাপাশি দেশাত্মবোধক ভাবনায় দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন। রাজ্যে 'মেরি মাটি মেরা দেশ' কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সারা দেশে রাজ্যের সুনাম অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টরা বলিষ্ঠ ভুমিকা গ্রহণ করবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন।

সভায় মুখ্যসচিব জানান, 'মেরি মাটি মেরা দেশ' অভিযান কর্মসূচি রাজ্যে আগামী ৯ আগস্ট থেকে ১৫ আগষ্ট অনুষ্ঠিত হবে। এই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরগুলিকে আগাম প্রস্তুতি নেওয়ার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি তিনি এই অভিযানের ব্যাপক প্রচারের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সভায় এই অভিযান নিয়ে রাজ্যের ৮টি জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা এবং পুলিশ সদর দপ্তরের রাজ্য পুলিশের প্রতিনিধির সাথে ভার্চয়ালি মতবিনিময় করা হয়। সভায় 'মেরি মাটি মেরা দেশ' অভিযান কর্মসূচির রূপরেখা তুলে ধরে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী জানান, আজাদি কা আমৃত মহোৎসবের সমাপ্তি কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে 'মেরি মাটি মেরা দেশ' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য দেশের প'ায়েতগুলি থেকে মাটি সংগ্রহ করে দিল্লির কতর্ব্য পথে আনা হবে। সেখানে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব মেমোরিয়াল এবং অমৃত ভাটিকা তৈরি করা হবে। তিনি জানান, এই অভিযানের মূল বিষয়বস্তু হলো 'মাটি'। গত বছরের ১৫ আগষ্টে 'তিরঙ্গা' অভিযান গ্রহণ করা হয়েছিল। এবছরের ১৫ আগষ্টে 'মাটি' কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সভায় তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সচিব আরও জানান, প'ায়েতস্তরে 'মেরি মাটি মেরা দেশ' কর্মসূচিতে দেশের বীরদের মরণে ম'তি ফলক বিশেষ করে অমৃত সরোবর জলাশয়ের নিকট স্থাপন করা, প'ায়েতে মাটির প্রদীপ দিয়ে প'প্রাণ অঙ্গিকার গ্রহণ করে এই অভিযানের জন্য নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে সেলফি আপলোড করা, ভারতের প্রতিটি গ্রামপ'ায়েতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্থানীয় ৭৫টি গাছের চারা রোপন করা, প্রতিরক্ষা কর্মী, রাজ্য পুলিশের কর্মী, সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বীরদের পরিবারদের সম্মান পদর্শন এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও রাষ্ট্রগান করা। সচিব জানান, এই কর্মসূচিতে মি- যাত্রায় গ্রাম থেকে মাটি সংগ্রহ করে প'ায়েত এবং তারপর ব্লকে নিয়ে আসা হবে। প্রত্যেক ব্লক থেকে একজন করে যুবক মাটির কলস নিয়ে দিল্লী কর্তব্যপথের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। দিল্লীর কর্তব্য পথেই প্রত্যেক ব্লক থেকে আসা ৭ হাজার ৫০০ জন যুবকের আনা মাটি দিয়ে তৈরী হবে অমৃত ভাটিকা। সেখানেই চুড়ান্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। সভায় সচিব জানান, অনুরূপভাবে রাজ্যের নগর এলাকায়ও 'মেরি মাটি মেরা দেশ' অভিযান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে।

খিলপাড়ায় নেশা সামগ্রী সহ চারজনকে জালে তুলল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। গত কয়েকদিন ধরে উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ বিভিন্ন নেশা বিরোধী অভিযানে গিয়ে সাফাল্য অর্জন করতে পারছে। গতকাল রাতে রাধা কিশোরপুর থানায় পুলিশের কাছে খবর আসে খিলপাড়া এলাকায় জনৈক যুবক নেশা সামগ্রী বিক্রি করছে। সঙ্গে সঙ্গে রাধাকিশোরপুর থানার ওসি বাবুল দাসের নেতৃত্বাধীন পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। গভীর রাতে সাগর সাহা ওরফে সুব্রতকে জালে তুলতে পেরেছে। সাগরের মোবাইল টেক করে রবিবার পুলিশ দুপুর পর্যন্ত আরও তিন জনকে পুলিশের জালে তুলতে পেরেছে। এরা হল সুরজিৎ দাশ,সাখিল খান, ময়নাল হুসেন। এদেরকে অমরসাগরপাড়ে, খিলপাড়া ও গকুলপুর থেকে জালে তুলে রাধাকিশোরপুর থানায় নিয়ে আসে।প্রত্যেকের বিরংদ্ধে এন ডি পি এস দ্বারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার নম্বর ১১১/২০২৩। পুলিশের ধারণা আরও কিছু নেশা কারবারি কে পুলিশের জালে তুলতে পারবে। পুলিশের এই সাফল্যে উদয়পুরের আমজনতা খুশি।

শান্তিরবাজারে কালীমন্দিরে চুরি প্রণামী বাক্স থেকে টাকা পয়সা লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। শান্তিরবাজার শহরের প্রাণকেন্দ্রে চুরি করে যাচ্ছে নিশিকুটম্বের দল। এরইমধ্যে রবিবার গভীর রাতে সব্জী বাজারে কালিমন্দিরের তালা ভেঙ্গে প্রনামী বাক্স ভেঙ্গে প্রনামী বাক্স থেকে নগদ অর্থ নিয়ে পালিয়ে যায় নিশিকুটম্বের দল। মন্দির থেকে প্রনামীবাক্স টি ভেঙ্গে মন্দিরের পেছনে একটি দোকানে বাক্সটি ভেঙ্গে রেখে চলে যায়। সোমবার সকালবেলা এই চুরির বিষয়ে স্থানীয় ব্যাবসায়ী থেকে শুরু করে মন্দির কমিটির লোকজনেরা জানতে পেরে চুরির বিষয়ে খবর দেয় শান্তির বাজার থানায়। মন্দির কমিটির লোকজনেরা সংবাদমাধ্যমের সন্মুখিনহয়ে চুরির বিষয়ে জানাতেগিয়ে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উবরেদেন। উনারা অভিযোগ করেন চুরির বিষয়ে থানায় জানানোর পর দীর্ঘ অনেকসময় অতিক্রান্ত হয়েগেলেও পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিতহননি। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান পুলিশ রাত্রিবেলায় বাজারে সঠিকভাবে ডিউটি করেননা। তাই নিশিকুটম্বের দল চুরি করার সাহস পেয়েযাচ্ছে। এই চুরি কান্ডে প্রনামী বাক্স থেকে প্রায় নগদ ৮ হাজার টাকা চুরি হয়েছে বলে ধারনা করাহচ্ছে। শহরে এইভাবে চুরিকান্ড ঘটাতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে শান্তির বাজারের স্থানীয় ব্যাবসায়ীরা। ঘটনার দীর্ঘ অনেকসময় অতিক্রান্ত হবার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এখন দেখার বিষয় ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তে ও ঘটনারসাথে জরিতদের আটক করতে পুলিশ কতটুকু সক্ষম হয়।

অল্পতে বড়সর অগ্নিকান্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল গন্ডাছড়া মহকুমা শাসক অফিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। অল্পতে বড়সর অগ্নিকান্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল গন্ডাছড়া মহকুমা শাসক অফিস। সোমবার দুপুর প্রায় ২.৩০মিনিট নাগাদ মহকুমা শাসক অফিসের চেম্বারে আগুন লাগে। এই সময় মহকুমা শাসক চেম্বারে ছিলেন না। অফিস কর্মীরা অগ্নিসংযোগের ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে দমকল বাহিনিকে খবর দেওয়া হলে দমকলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের এক আধিকারিক জানান বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত। তবে আগুনের লেলিহান শিখায় অফিসের কিছু আসবাব পঞ পুড়ে যায়। দিন দুপুরে গন্ডাছড়া মহকুমা শাসক অফিসে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় গোটা মহকুমা এলাকা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

বিএমএসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে খোয়াইয়ে মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। ভারতীয় মজদুর সংঘের ৬৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে খোয়াই জীপ স্ট্যান্ডে আয়োজিত হয় মেগা রক্তদান শিবির। ভারতীয় মজদুর সংঘ খোয়াই শাখার উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন বিজেপি খোয়াই মন্ডল সভাপতি সুব্রত মজুমদার। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির বাইস চেয়ারপার্সন তাপস কান্তি দাস, বি এম এস-র কার্যকর্তাগন।এই দিনের রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ডল সভাপতি সুব্রত মজুমদার বলেন,সেবাই ধর্ম মানব সেবাই ঈশ্বর সেবা। ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন যাপন করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব না। প্রতিদিন রাজ্য জুড়ে অনেক ইউনিট রক্তের প্রয়োজন। যার কারণে আমরা রক্তদানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংস্থা, ক্লাব, এনজিও, এবং যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা। রক্তস্বল্পতার কারণে দেশে বহু রোগী মারা যায়। রক্তদানের মাধ্যমে আমরা একজন মুমূর্ষ রোগীর জীবন রক্ষা করতে পারি। এই মহৎ কাজে সর্বস্তরের মানুষকে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান তিনি। এই দিনের মেঘা রক্তদান শিবিরে মোট ৩০ জন মোটর শ্রমিক রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

টিবি রোগ নিয়ে বিলোনীয়ায় আলোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৪ জুলাই।। টি ,বি রোগ শুধু একটি মানুষের প্রানই কেড়ে নেয় না। একটি পরিবারকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন ও করে, আর্থ সামাজিক স্তরেও এর বিশেষ প্রভাব ফেলে, এই সমস্যা মোকাবিলায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ২০২৫ সালের মধ্যে টি, বি নির্মূলিকরনের লক্ষ্যস্থির করেছে সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজ্য সরকার ও টি,বি মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে এই বিশেষ কর্মসূচিতে সামিল করে রাজ্য জুড়ে টি,বি মুক্ত পঞ্চায়েত গড়ার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সোমবার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কনফারেন্স হলে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান এডিসি ভিলেজের সমাজসেবী হেল্থ এন ওয়েলনেস সেন্টার এর কমিউনিটি হেলথ অফিসার এবং জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এম ও আই সি দের নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত ,অতিরিক্ত জেলা শাসক সন্তোষ দাস, ঢঞ্জ কনসালটেন্ট ডা: সঞ্জীব যা, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: সুব্রত দাস, ডা: জগদীশ নমঃ, এবং জেলা যক্ষা নিবারণি আধিকারিক ডা: অরূপ দত্ত। সভায় দক্ষিণ জেলার সমস্ত পঞ্চায়েত গুলিতে টিবি মুক্ত পঞ্চায়েত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

আবাস যোজনার নির্মীয়মান ঘরের উপর থেকে পড়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৪ জুলাই।। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর পেয়ে সেই ঘরে উপর থেকে জল দিতে গিয়ে পা পিছলে মর্মান্তিক মৃত্যু হলো এক দিন মজুর এর। মৃতের নাম রঞ্জন পাল (৪৫)। জানা কল্যাণপুরের দক্ষিণ দুর্গাপুর পঞ্চায়েত এর ৫ নাম্বার ওয়ার্ড এর বাসিন্দা রঞ্জন তার বৃদ্ধ পিতা প্রতাপ চন্দ্র পাল কে নিয়েই থাকতেন। সে বিয়ে করলেও এবং একটি ছেলে থাকলেও তারা তার সাথে থাকতেন না। রঞ্জন এর বউ ছেলে থাকতো তেলিয়ামুড়াতে। সূত্র মারফত খবর রবিবার নিজের সাধের নুতন নির্মীয়মান বাড়িতে জল দিতে যান রঞ্জন পাল। কিছুটা উপরে ওঠে জল দিতে গেলে হটাৎ করে পা হড়কে তিনি নীচে পরে যান। এর ফলে তার বুকে এবং মাথায় মারাত্মক আঘাত লাগে। তাকে প্রথমে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাকে পরে খোয়াই জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। কিন্তু ডাক্তার দের শত চেষ্টা বিফলে যায়। একটা সময় রঞ্জন পাল মৃত্যুর কোলে ঢলে পরেন। রঞ্জন পাল নামের এই দিন মজুরের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকায়।

আবারও মহানুভবতার দৃষ্টান্ত রাখলেন কল্যাণপুরের বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৪ জুলাই।। আবারও মহানুভবতার দৃষ্টান্ত রাখলেন কল্যাণপুরের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। এক দিন মজুর এর পুত্রের চোখের ল্যান্স প্রতিস্থাপনের জন্য বিধায়ক ও কল্যাণপুর বিজেপি মন্ডল মিলে আর্থিক সাহায্যের ওই পরিবার টির প্রতি। প্রথমে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী সব শুনে ভেবেছিলেন সরকারী আর্থিক সহায়তার কথা। কিন্তু সরকারী ভাবে আর্থিক সহায়তাতে অনেক আইনি গ্যাঁড়াকল। অথচ এই রুগীর হাতে সময় ও খুব কম। বেশী দেরী করলে পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যেতে পারে দিনমজুর এর স্নাতক পাস পুত্র। জানা গেছে কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এর দিন মজুর কানু দেবের ছেলে লিটন দেবের চোখের সমস্যা তার ১০ বছর বয়স থেকে। দিনের পর দিন তার চশমার পাওয়ার বেড়েছে। কিন্তু বর্তমানে এমন অবস্থা যে সে চশমা দিয়েও দেখতে পায় না। এমন অবস্থায় চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞর সাথে যোগাযোগ করে ওই পরিবার টি। ডাক্তার এর তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় চশমায় আর কাজ হবে না লিটনের। এখন প্রয়োজন চোখের ল্যান্স প্রতিস্থাপন এর। এই কথায় যেন পরিবারের উপরে বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটে। কোন উপায় না দেখে তারা ছুটে যান এলাকার বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরীর কাছে। তিনি সব শুনে এবং বুঝে পরিবার টি কে আশ্বাস দেন। বিধায়ক প্রথমে ভেবেছিলেন সরকারী ভাবে কিছু করা যায় কিনা। কারন এর আগেও সরকারী ভাবে তিনি কল্যাণপুরের অনেক অসুস্থের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু সেটা সময় সাপেক্ষ হওয়ায় সোমবার কল্যাণপুর বিজেপি মন্ডল অফিসে কানু দেব এবং তার ছেলে লিটন দেবের হাতে নিজের উদ্যোগে আর্থিক সহায়তা তুলে দেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। সেই সাথে সব সময় পরিবার টির পাশে থাকে আশ্বাস দেন। ওই সময় বিজেপি মন্ডল অফিসে ছিলেন মন্ডল সভাপতি জীবন দেবনাথ, সহ সভাপতি পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, সরস্বতী দেবনাথ প্রমুখ। আজ সামান্য আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হলেও বিজেপি মন্ডলের তরফে জানানো হয়েছে লিটন এর চিকিৎসাতে প্রায় দুই লাখ টাকা খরচ হবে। যার পুরোটাই বহন করবেন বিধায়ক এবং কল্যাণপুর মন্ডল।

সেকেরকোটে সাংবাদিকের সাথে দুর্ব্যবহার পঞ্চায়েতের মহিলা কর্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। সাংবাদিকের সাথে দুর্ব্যবহার পঞ্চায়েতের এক গ্রুপ ডি মহিলা কর্মীর। এক সাংবাদিকের কাছে অভিযোগ ছিল যে কমলা সাগর বিধানসভার সেকেরকোট গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়টি প্রায় সময় নির্ধারিত সময়ে খোলা হয় না এবং পঞ্চায়েতের ভেতরে বিদ্যুতের লাইট এবং পঞ্চায়েতের দরজা বন্ধ না করে পঞ্চায়েতের গ্রীলে তালা ঝুলিয়ে চলে যায়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ ওই পঞ্চায়েতে গোটা বিষয়টি জানতে গেলে পঞ্চায়েতের এক গ্রুপ ডি মহিলা ওই সাংবাদিককে কোন সঠিক জবাব দেয়নি। বরং সাংবাদিকের সাথে দুর্ব্যবহারে মেতে উঠে। একসময় ওই গ্রুপ ডি মহিলাটি সাংবাদিকের পরিচয় পত্র দেখতে চায় এবং সাংবাদিকের ছবি তোলার চেষ্টা করে। একজন সরকারি কর্মচারী হয়ে সাংবাদিকের সাথে যে ব্যবহার করা মোটেই উচিত নয় সেই দুর্ব্যবহার করে সাংবাদিকের সাথে। যদিও পঞ্চায়েতে তখন পঞ্চায়েত সচিব উপস্থিত ছিলেন তিনি এই বিষয়ে কোন ধরনের মন্তব্য করেননি। এলাকা সূত্রে জানা গেছে গ্রুপ ডি ওই মহিলার নাম মনিকা চক্রবর্তী। তিনি পঞ্চায়েতের সুবিধা নিতে আসা এলাকার লোকজনদের সাথে ভালো আচরণ করেন না বলেও অভিযোগ রয়েছে। সোমবার সেকেরকোটগ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রুপ ডি মহিলা সাংবাদিকের সাথে এই ধরনের আচরণে স্থানীয় সেকেরকোক এলাকার লোকজনদের মুখে ছি ছি রব উঠেছে।

বিলোনীয়ায় শিব আরাধনায় ব্রতী হলেন ভক্তরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৪ জুলাই।। শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার এই বছর মল মাস পেলেও ভক্তরা মন্দিরে পুজো দিতে ব্যস্ত। তবে অন্যান্য বছরের মত এ বছর কিছুটা কম পরিমাণে ভক্ত মন্দিরে এসে পুজো দিচ্ছে। সংকট মঠ আশ্রমে শিবের স্নান যাত্রা উপলক্ষে বিপুল ভক্ত সমাগম। আজ শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার। শাস্ত্র মতে শ্রাবণ মাস হলো শিবের মাস। শিব অনুরাগী ভক্তরা এই শ্রাবণ মাসে শিবের পূজা এবং আরাধনার মধ্যে দিয়ে পালন করে থাকেন।আজ শ্রাবণের প্রথম সোমবার স্নান যাত্রাকে কেন্দ্র করে ভারতচন্দ্র নগর ব্লকের সুকান্তনগর পঞ্চায়েত এলাকার শংকর মঠ আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয় শিব স্নান যাত্রা, রাত্রি তিনটা থেকে অগণিত ভক্ত নারী-পুরুষ শিশু বৃদ্ধ সকল অংশের ভক্তরা কাঁদে কলসির ভার নিয়ে উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি এবং ঢাকের তালে মুহুরী নদীর ঘাটে গিয়ে জল ভরে সেই জল নিয়ে আসে আশ্রমে। রাত্রি চারটা থেকে শুরু হয় শিবের স্নানযাত্রার অনুষ্ঠান। অগণিত ভক্তরা একে একে শিবের মাথায় ডাবের জল, দুধ ,তুলসী বেল পাতা দিয়ে বাবা শিবকে স্নান করিয়ে পরিবার ও আত্মীয় পরিজন সকলের মঙ্গল কামনায় এবং দেশবাসীর মঙ্গল কামনায় ব্রতী হয়েছেন। এই স্নানযাত্রাকে কেন্দ্র করে শংকরমঠ আশ্রম প্রাঙ্গনে ভক্তদের সমাগমে হয়ে উঠে আনন্দ মুখরিত। পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণে উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনিতে এবং ঢাকের বাজনা তালে তালে শিব ভক্তরা আশ্রম প্রাঙ্গনে নাচের মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন।

নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল বাইখোড়া থানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৪ জুলাই।। বর্তমান সময়ে বাইখোড়া থানার ওসি ছুটিতে থাকায় ওসির অনুপস্থতিতে বাইখোড়া থানার দায়িত্বে রয়েছেন এস আই শিব শঙ্কর সাহা। এস আই শিবশঙ্কর সাহা রাজ্য সরকারের নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনের লক্ষ্যে কাজকরেযাচ্ছে। প্রতিনিয়ত নানান জায়গায় অভিযান চালিয়ে সাফল্য অর্জন করছে এস আই শিবশঙ্কর সাহা। সোমবার রাত্রি বেলায় গোপন খবরের ভিত্তিতে বাইখোড়া থেকে নেশাসামগ্রী সহ এক নেশা কারবারীকে আটক করলো। অপরদিকে রবিবার রাত্রিবেলাও বাইখোড়া এস এস বি ক্যাম্প এলাকাথেকে এক নেশা কারবারীকে বাংলা মদ সহ আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়।

বামপন্থী যুব সংগঠনের ডাকে কর্মসংস্থানের দাবীতে দেশব্যাপী যুব জাঠা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। কর্মসংস্থানের দাবিতে দেশব্যাপী যুব জাঠা সংগঠিত করতে যাচ্ছে বামপন্থী যুব সংগঠন। আগামী সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে এই জাঠা দেশের ২৩ টি রাজ্যে হবে। ত্রিপুরা থেকে এই জাঠার সূত্রপাত হবে। এরপর গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে তা পরিক্রমা করবে। ১ থেকে ১২ আগস্ট রাজ্যব্যাপী আওয়াজ উঠবে "আমাদের কাজ কোথায় ,'? যারা সরকারে আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ঘরে ঘরে রোজগার, মিসকলে চাকরি, তাদের এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতির কথা জনগণের কাছে আবারো পৌঁছে দিতে বামপন্থী যুবকরা পথে নামছে। সোমবার মেলার মাঠ ছাত্র-যুব ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এইভাবেই বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বামপন্থী যুব সংগঠনের আন্দোলন কর্মসূচির কথা ঘোষণা করলেন ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিমগ্ন রাজ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন বামপন্থীর এই একমাত্র এই লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিতে পারে। মিথ্যাচার ভাওতাবাজি বিরংদ্ধে। দেশে যেভাবে বেকারত্ব বাড়ছে তার থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে আন্দোলনই একমাত্র পথ। তিনি বলেন ত্রিপুরার বুকে এই জাঠা হবে একটি মাইলস্টোন। রাজ্যের প্রতিটি গ্রামে পাড়ায় ছোট ছোট জাঁঠা করা হবে। এরপর বৃহত্তর জাঠার প্রস্তুতি শুরু হবে সেখান থেকে। তিনি অভিযোগ করে বলেন ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি আইপিএফটি জোড় সরকার আসার পর থেকেই মানুষ কাজ না পেয়ে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছেন। তারই উদাহরণ টেনে তিনি বলেন চরিলাম এবং বক্স-নগরে যুবকরা কাজের সন্ধানে বহি রাজ্যে গিয়ে দুর্ঘটনায় বলি হলেন। কিন্তু সরকার নিরব ভূমিকায়। মনিপুরের ঘটনা নিয়েও হিমগ্ন বলেন গোটা দেশ দেখেছে বিধ্বস্ত মনিপুরের ভয়াবহ রূপ। এর পরেও বিজেপি সরকার কিভাবে রাজ্যে ক্ষমতা দখল করে দিয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেন তিনি। রাজ্যের শান্তি ফিরাতে অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি। যারা মহিলাদের সঙ্গে বর্বর রচিত আচরণ করেছে তাদের গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি যুব সংগঠন। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব অভিযোগ করে বলেন রাজ্যে বিজেপি সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের কারণেই ক্রীড়া ক্ষেত্রে আজ কলঙ্কিত হয়েছে। ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে বাঁচানোর জন্য এবং রাজ্যের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলায় আকৃষ্ট করাতে সরকারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানান তিনি। অবিলম্বে খেলার ময়দান সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে ডিওয়াইএফআই। এদিন ডি ওয়াই এফ আই এবং টি ওয়াই এফ যৌথভাবে এই সাংবাদিক সম্মেলন করে। উপস্থিত ছিলেন ডি ওয়াই এফ আই এর রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিকি, টি ওয়াই এফ এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কৌশিক দেব বর্মন, এবং সাধারণ সম্পাদক কুমুদ দেববর্মা।

বিলোনীয়ায় রাবার শিট চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৪ জুলাই।। বিলোনিয়া শহরের প্রাণকেন্দ্র ১ নং টিলায় দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে গতকাল গভীর রাতে, দীর্ঘ দিন ধরে বিলোনিয়া থানাধীন মতাই চালিতাখোলা এলাকার বাসিন্দা পেশায় রাবার ব্যবসায়ী পলাশ শীল রাবার বিক্রি করার জন্য আগরতলা নিয়ে যায়। গাড়িতে রাবার লোড করার পর অন্যান্য দিনের রাতে এক নং টিলায় রাখে এবং সকালে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সেই অনুযায়ী গতকাল রাতে বোলেরো পিকআপ ভ্যান ভর্তি করে রাবার রাখা ছিল। রাতে সেখান থেকে পাঁচ বান্ডিল অর্থাৎ আড়াইশো কেজি রাবার সিট চুরি হয়ে যায়। সকালে মালিক পলাশ শীল ঘটনা দেখতে পেয়ে হতভম্ব হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় বিলোনিয়া থানায়। সকালে এক নং টিলা বাজারে বাজার করতে আসা লোকজন এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ছুটে যায় বিলোনিয়া থানার পুলিশ চোর ধরতে তল্লাশি চালাচ্ছে , ঘটনা তুলে ধরেন রাবার ব্যবসায়ী পলাশ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।